প্রথম প্রকাশ: ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায়: বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ | CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL | NORTH AMERICA

Periodical Issue: 458 | December 2019 | USPS No: 020877 | ISN: 1542 5657

৪৮ তম বর্ষ | অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৬ | ডিসেম্বর ২০১৯ | visit our website : www.cabusa.org

Cultural Association of Bengal (CAB) News

Please see page 3

The Election Results for CAB Executive Members and BOT Trustees Members Effective from January 1, 2020

মমতাতেই আস্থা বাংলার

শুভেন্দু-রাজীব জোড়া ফলায় সাফ বিজেপি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই আস্থা রাখল বাংলা। লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বয়ে যাওয়া গেরুয়া ঝড়ে নড়বড়ে তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই ঘুরে দাঁড়াল। শুধু ঘুরে দাঁড়াল বললে কম বলা হবে। বরং বলা ভালো, ইতিহাস সৃষ্টি করল। লোকসভা ভোটে ৪৫ থেকে ৫৬ হাজারের মার্জিন মুছে দিয়ে খড়্গপুর ও কালিয়াগঞ্জে প্রথমবার জিতে উজ্জ্বল করল তৃণমূলের ট্র্যাক রেকর্ড। রাজ্যের দুই মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোড়া ফলায় গেরুয়া শিবির যে এভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধরাশায়ী হবে, তা ভোট গণনার শুরুতেও কেউ অনুমান করার সাহস দেখাননি। বলতে গেলে, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বোকা বানিয়ে উপনির্বাচনে তিনটি আসনেই বাজিমাত করেছে শাসক শিবির। ভোটের ফল দেখে বিজেপি নেতাদের

এরপর ১৬ পাতায় ▶

দেশ বদলাচ্ছে দাবি করলেও আর্থিক সঙ্কট নিয়ে চুপ মোদি

সমৃদ্ধ দত্ত ● নয়াদিল্লি

তাঁর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় এনডিএ সরকারের শুরু থেকেই চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে দেশ। অথচ সেই সমস্যা নিয়ে কোনওরকম উচ্চবাচ্য না করেই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ তাঁর সরকারের ৬ মাস পূর্ণ করার ক্ষণকে ঐতিহাসিক সাফল্যের সূচক হিসেবে বর্ণনা করলেন। দ্বিতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম ৬ মাসকে তিনি বলেছেন, বৈপ্লবিক। তাঁর কথায়, আর্থিক সংস্কার থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদের অবলুপ্তি। কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে ২২ শতাংশে নিয়ে আসা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে ৭০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। একের পর এক সাহসী সিদ্ধান্ত দেশকে দ্রুত বদলে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্যে আর্থিক সঙ্কটের কোনও ছাপই নেই, শুধুই উজ্জ্বল উন্নয়নের চিত্র। মোদি বলেছেন, আগামীদিনে এই বদলে যাওয়া ভারতের চিত্রটি আরও উজ্জ্বল হয়ে নতুন ভারত গঠন করবে।

গতকালই প্রকাশিত হয়েছে সরকারি পরিসংখ্যান। যেখানে দেখা যাচ্ছে আর্থিক বৃদ্ধির হার আরও কমে সাড়ে ৪ শতাংশ হয়েছে। কোর সেক্টরের আটটি ক্ষেত্রের মধ্যে ৬টি সেক্টরের আউটপুটই নিম্নগামী। শিল্পপতিদের খুশি করতে, লগ্নির আশায় মোদি সরকার বিগত কয়েকমাসে রীতিমতো কল্পতরু হয়ে করছাড় দিয়েছে কর্পোরেটকে। তা সত্ত্বেও আর্থিক হাল আরও সঙ্কটজনক হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একের পরে

এরপর ৫ পাতায় ▶

'হিন্দুত্বের পথ থেকে সরছি না', জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মন্তব্য উদ্ধবের

ডিজিটাল ডেস্ক সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে হিন্দুত্বের পথেই চলবেন বলে সাফ জানালেন শিব সেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। রবিবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বক্তব্য রাখতে উঠে এই মন্তব্য করেন তিনি। এর পাশাপাশি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিসেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বলেন, 'দেবেন্দ্র ফড়ণবিস আমার খুব ভাল বন্ধু। ওনার থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আগামীতেও সেই বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। আর হিন্দুত্বের নীতিতে এখনও বিশ্বাস করি। কোনও অবস্থাতেই তা থেকে সরে যাব না। গত পাঁচ বছর সরকারে থাকাকালীনও জোট শরিককে ঠকাইনি। আজ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করি। কারণ, অতীতে যাঁরা বিরোধিতা করতেন তাঁরা আজ আমার সঙ্গে রয়েছেন। আর সেসময় যাঁরা শরিক ছিলেন তাঁরা আজ বিরোধী শিবিরে। কাউকে কোনওদিন

এরপর ২৩ পাতায় ▶

সব উদ্বাস্তু কলোনিতেই এ বার জমির মালিকানা

রাজ্য সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দাদের জমির মালিকানা আগেই দিয়েছে রাজ্য। এ বার কেন্দ্রীয় সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানার জমিতে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দাদের জমির 'ফ্রি-হোল্ড' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার নবান্নে এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। সরকারি সূত্রের দাবি, এর ফলে প্রায় ২৬ হাজার পরিবারের দেড় লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

মাস দু'য়েক আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্য সরকারি জমিতে থাকা ৯৪টি উদ্বাস্তু কলোনির জমির জট কাটানো হয়েছিল। প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার পরিবারকে জমির মালিকানা (ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিড) দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তখন থেকেই কেন্দ্র ও ব্যক্তিগত জমির কলোনিগুলির বাসিন্দাদের কী ভাবে জমির মালিকানা

এরপর ২০ পাতায় ▶

মোদী-সীতার ঢালাও বিলগ্নিকরণে সায় নেই সঙ্ঘের

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ প্রশ্নে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হল স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ। সপ্তাহ দেড়েক আগে নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভা এক ধাক্কায় আরও পাঁচটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আজ আরএসএসের সংশ্লিষ্ট সংগঠন স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ তাদের এক বৈঠক থেকে দাবি তুলল, জলের দরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারি সংস্থার হাতে বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা রদ করতে হবে। তাদের মতে, মোদী সরকারের বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত 'দেশের স্বার্থ-বিরোধী'। এর পিছনে বেশ কিছু আমলা ও সরকারি-তন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের 'ষড়যন্ত্র' আছে। কিছু শিল্প সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে দুর্নীতির চেষ্টাও রয়েছে এর মধ্যে।

মোদী সরকারের মন্ত্রী পীযূষ গয়ালের উদ্যোগে যখন আসিয়ান গোষ্ঠী-সহ মোট ১৬টি দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করার তোড়জোড় চলছিল, তখন আরএসএসের এই স্বদেশি জাগরণ মঞ্চেরই তীব্র আপত্তি ছিল। তাদের চাপেই মোদীকে পিছু হটতে হয় বলে দাবি করেছিল সঙ্ঘ। বাজেটের পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি পদ থেকে নৃপেন্দ্র মিশ্রের ইস্তফার আগে এরাই তাঁর বিরুদ্ধে সরব ছিল। এ বারে নীতি আয়োগ অনেক আগেই ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বাছাই করে রেখেছে বিলগ্নিকরণের জন্য। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। বাম-সহ একাধিক বিরোধী দল মোদী সরকারের

এরপর ৯ পাতায় ▶

তালিকার পাঁচ

- বিপিসিএল
- শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া
- কন্টেনার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া
- টিহরি জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম
- নিপকো

পোস্ত চাষ আটকাতে এবার ড্রোন দিয়ে নজরদারি পুলিসের

মালদহ: বেআইনি পোস্ত চাষ রুখতে এবার ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালাবে মালদহ জেলা পুলিস। জেলার কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মানিকচক, ভূতনি থানা এলাকায় দ্রুত আকাশে ড্রোন ওড়ানো হবে। এব্যাপারে মালদহের পুলিস সুপার অলোক রাজোরিয়া বলেন, আমাদের হাতে বর্তমানে একটি ড্রোন রয়েছে। তা বর্তমানে মূলত আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজে লাগানো হয়। আরও একটি ড্রোন শীঘ্রই কেনা হবে। ক্যামেরাযুক্ত ওই দুটি ড্রোনের সাহায্যে বেআইনি পোস্ত চাষের উপর নজরদারি চালানো হবে। আমরা মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি। বেআইনি পোস্ত চাষের ব্যাপারেও আমাদের একই অবস্থান। কোনওভাবেই জেলায় পোস্ত চাষ হতে দেব না।

পুলিস জানিয়েছে, আগে মালদহে ব্যাপক পোস্ত চাষ হতো। মুর্শিদাবাদ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড লাগোয়া এলাকায় গঙ্গার চরগুলি পোস্ত চাষের স্বর্গরাজ্য ছিল। চরে পোস্ত চাষের পিছনে মাফিয়াদের হাত থাকে। পোস্তর আঠা বিক্রি করে মাফিয়ারা প্রচুর টাকা আয় করে। মালদহের অন্তর্গত হলেও ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানের জেরে ওইসব এলাকায় জেলা প্রশাসন ও পুলিসের নজরদারি তেমন থাকে না। ফলে পোস্ত চাষের জন্য জমি তৈরি এবং বীজ বপনের সময় বিষয়টি নজরে পড়ে না। তাছাড়া কাশবন এবং ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে পোস্ত চাষ করা হয়। নজর এড়ানোর জন্য জমির চারপাশে সরষে সহ অন্যান্য ফসল চাষ করা হয়। পোস্ত গাছে ফুল ফোটার পর বিষয়টি জানাজানি হয়। সাদা ফুল এবং ফল দেখে পোস্ত গাছগুলিকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ফলে এবার সময় থাকতে জেলা পুলিস কোমর বেঁধে ময়দানে নামতে চাইছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাফিয়ারা চাষিদের দিয়ে পোস্ত চাষ করায়। চাষিরা শুধুমাত্র জমি তৈরি ও গাছ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকে। ফল থেকে আঠা সংগ্রহের কাজ মাফিয়াদের লোকজন করে। ফলের কতটা অংশ কোন সময়ে কাটলে বেশি আঠা পাওয়া যাবে তা তারা জানে। এব্যাপারে তারা নিপুণ হাতে পোস্ত ফলের গায়ে ব্লেডের সাহায্যে আঁচড় কাটে। কোনওভাবে যাতে ফল নষ্ট না হয় তার উপর বিশেষ নজর রাখা হয়। কারণ একটি ফল থেকে টানা বেশ কয়েকদিন আঠা সংগ্রহ করা হয়। রাতভর আঠা সংগ্রহের পর ভোরের আলো ফোটার আগেই দুষ্কৃতীরা এলাকা থেকে চম্পট দেয়। ফলে সারারাত কী হয়েছে তা খেতের আশপাশের মানুষজন বুঝতে পারে না।

জেলা পুলিসের এক আধিকারিক বলেন, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক সহ জেলার বেশকিছু থানা এলাকায় পোস্ত চাষ হতো। গত তিন-চার বছর ধরে বেআইনি পোস্ত চাষে লাগাম টানা গিয়েছে। দুর্গাপুজোর পর থেকে মাফিয়ারা পোস্ত চাষের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। চাষিদের দিয়ে তারা চরের মাটি পোস্ত চাষের উপযোগী করে। নভেম্বরে পোস্তর বীজ ছড়ান হয়। শীতকালে পোস্ত ফলে। সন্ধ্যা নাগাদ পোস্ত ফলের ছাল ব্লেড দিয়ে চিড়ে দেওয়া হয়। রাতভর সেখানে আঠা বের হয়ে জমে যায়। ভোরে ওই আঠা সংগ্রহ করা হয়। পরে তা থেকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আফিম এবং ব্রাউনসুগার সহ অন্যান্য মাদক তৈরি হয়। সম্প্রতি মালদহে প্রচুর পরিমাণে পোস্তর আঠা ও ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। ফলে বিষয়টি হালকা ভাবে নেওয়া হচ্ছে না। তবে বিহার ঝাড়খণ্ড থেকে পোস্তর আঠা এনে কালিয়াচকের গ্রামগুলিতে ব্রাউন সুগার তৈরি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে জেলায় পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য সীমান্তেও পুলিস বিশেষ নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করবে।

অনলাইন প্রতারণার অভিযোগে হাওড়া থেকে প্রতারককে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ি সাইবার থানা

অনলাইনে প্রতারণার অভিযোগে হাওড়ার শিবপুর এলাকা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ি সাইবার থানা। শনিবার সাদাব হোসেন নামে প্রতারককে হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনলাইনে লটারির পুরস্কার মূল্য দেওয়ার নাম করে অগ্রিম টাকা রাজগঞ্জের এক মহিলার কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় ওই প্রতারক। ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জলপাইগুড়ি সাইবার থানা জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

সইবার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজগঞ্জের এক মহিলাকে অনলাইন লটারির টাকা পুরস্কার মূল্য দেওয়ার জন্য অগ্রিম টাকা দাবি করে ওই প্রতারক। পুরস্কার পাওয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা প্রতারককে দেয় ওই মহিলা। পরে পুরস্কারের পঁচিশ লক্ষ টাকা না পাওয়াতে প্রতারিত হয়েছেন বুঝে জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ করেন ওই মহিলা। অভিযোগের পরে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। তারা হাওড়ার শিবপুর এলাকায় গিয়ে প্রতারক সাদাব হোসেনকে গ্রেপ্তার করে আনে।

—সৌজন্যে বর্তমান

পুরভোটে একাধিক কাউন্সিলার টিকিট নাও পেতে পারেন, জোর চর্চা তৃণমূলের অন্দরে

মনসুর হবিবুল্লাহ, জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি

এবার জলপাইগুড়ি পুরসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কাউন্সিলার টিকিট নাও পেতে পারেন। দলীয় সূত্রেই এই খবর পাওয়া গিয়েছে। এনিয়ে শহরজুড়ে চর্চা চলছে। ভোটগুরু পিকের টিমের পরামর্শে জেলা নেতৃত্ব একাধিক আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করতে পারে। এতে একদিকে যেমন অনেক জয়ী কাউন্সিলারের এলাকা বদল হতে পারে, তেমনি কয়েকজন টিকিট নাও পেতে পারেন। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব ওয়ার্ড ধরে ধরে জয়ের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে নেমেছে। কাউন্সিলারদের সম্পর্কে দল বিস্তারিত রিপোর্ট জোগাড় করছে। লোকসভা ভোটে পুরসভা এলাকায় দলের ভরাডুবির পরে ধীরে চলো নীতিতে কাজ করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কিষাণ কল্যাণী বলেন, পুরসভার জন্য রাজ্য নেতৃত্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। তারাই প্রার্থী নির্বাচন করবে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি যাঁদের আছে তাঁদেরকেই টিকিট দেওয়া হবে।

বর্তমানে জলপাইগুড়ি পুরসভা তৃণমূলের দখলে রয়েছে। ২৫টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট এই পুরসভায় পাঁচটি কংগ্রেস এবং পাঁচটি সিপিএম জয়ী হয়েছে। বাকিগুলি তৃণমূলের দখলে আছে। গত পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি এখানে খাতা খুলতে পারেনি। তবে লোকসভা ভোটে প্রতিটি বুথেই তারা লিড পেয়েছে। এমন অবস্থায় তৃণমূল চাপে রয়েছে। বিজেপিকে রুখতেই নতুন দাওয়াই খুঁজছে শাসক দল। তৃণমূল দল সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় সম্প্রতি রাজ্য নেতৃত্ব পুরভোট নিয়ে আলোচনা করে। সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মতামত চায় দল। চেয়ারম্যান সহ জেলা নেতৃত্বর কাছে বিস্তারিতভাবে সেখানে জানতে চাওয়া হয়। যদিও সেখানে পুরবোর্ড দখল করা নিয়ে কেউ আশার বাণী শোনাতে পারেননি। জেলা নেতৃত্ব দাবি করেছিল, সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপালেও ১১টির বেশি ওয়ার্ড দখল করা যাবে না। নেতৃত্বের কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার পরেই পুরবোর্ড জেতার রণকৌশল তৈরি করতে রাজ্য নেতৃত্ব মন দেয়। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য আলাদা আলাদা রণকৌশল বানানো হচ্ছে। প্রত্যেক কাউন্সিলার সর্ম্পকে বিস্তারিতভাবে খোঁজ নেওয়া শুরু করেছে রাজ্য নেতৃত্ব। কারা কারা ঠিকাদারির ব্যবসায় জড়িত সেবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। স্বজনপোষণ, কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কেও খোঁজখবর চলছে।

এদিকে দিদিকে বলো কর্মসূচির মাধ্যমে একাধিক কাউন্সিলার, নেতার বিরুদ্ধে কলকাতায় অভিযোগ জমা পড়েছে। পুরসভার অনেক ব্যর্থতা নিয়ে দিদিকে বলো কর্মসূচিতে বাসিন্দারা সরাসরি অভিযোগ নথিভুক্ত করেছেন। সেই সব তথ্য জমা পড়ায় পর সবটা দল খতিয়ে দেখবে। ইতিমধ্যেই কিছু রিপোর্ট জমাও পড়েছে। তা থেকেই কাটছাঁট শুরু হচ্ছে।

দল জানিয়েছে, শহরে গ্রহণযোগ্য মুখকেই প্রার্থী করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্বচ্ছভাবমূর্তির ব্যক্তিদের সামনে রেখে দল পুর মসনদে বসতে চায়। সেক্ষেত্রে স্বচ্ছ, শিক্ষিত প্রার্থীর খোঁজ চলছে। শহরে একাধিক ওয়ার্ডে অবাঙালি ভোটার রয়েছে। তাই অবাঙালি প্রার্থীর খোঁজও চলছে।

—সৌজন্যে বর্তমান

চা বাগানে টি ট্যুরিজম রুখতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপির কিষাণ মোর্চা

উত্তরবঙ্গের চা বাগানে রাজ্য সরকারের টি ট্যুরিজমের ছাড়পত্রের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপির কৃষক সংগঠন ভারতীয় জনতা কিষাণ মোর্চা। ডেপুটেশন দিয়ে রাজ্যপালকে বন্ধ বাগানে আসারও আমন্ত্রণ জানানো হবে। বিজেপির কৃষক সংগঠনের অভিযোগ, রাজ্যে সহায়ক মূল্যে যথাযথভাবে ধান কেনা হচ্ছে না। প্রকৃত প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান না কিনে ফড়ে ও মহাজনদের কাছ থেকেই রাজ্য সরকার ধান কিনছে। এর প্রতিবাদে আগামী ১১ ডিসেম্বর রাজ্যের সব ব্লক কৃষি অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। রবিবার মাদারিহাটের একটি বেসরকারি লজে দু'দিনের রাজ্য কার্যকারিনী বৈঠকে এই আন্দোলনে প্রস্তাব নিয়েছে বিজেপির কৃষক সেল।

মাদারিহাটে বিজেপির কৃষক সেলের দু'দিনের এই সভায় সংগঠনের ৩৮টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৩৩টি জেলা থেকে ১৩৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রবীন্দ্র রঞ্জন, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অরুণ মণ্ডল, রাজ্য সভাপতি রামকৃষ্ণ পাল ও জেলা সভাপতি সুজিত সাহা।

বিজেপির কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি রামকৃষ্ণবাবু বলেন, টি ট্যুরিজমের ছাড়পত্র দিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকার চা বাগানে প্রোমোটিং ব্যবসা করার উৎসাহ জোগাচ্ছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের এই হঠকারী সিদ্ধান্তে চা শ্রমিকদের তো উপকার হবেই না, উপরন্তু চা বাগানের প্রাকৃতিক ভারসাম্য এতে নষ্ট হবে। এর প্রতিবাদে আমরা রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেব। আমরা জানি, আমাদের এই প্রতিবাদ ডেপুটেশন রাজ্যের অঙ্গুলিহেলনে কোনও জেলাশাসকরা নেবেন না। তাই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালের মাধ্যমে আমরা এই ইস্যুতে তৃণমূল সরকারের চাপ উপর চাপ সৃষ্টি করার কৌশল নিয়েছি।

চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি মোহন শর্মা বলেন, চা শ্রমিকরা বিজেপির ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েও কেন্দ্র বাগান খুলতে না পেরে এখন রাজ্যপালকে বাগানে আনার নাটক শুরু করেছে। কিন্তু এতে ওদের কোনও লাভ হবে না।

সংগঠনের কর্মকর্তাদের অভিযোগ, প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে ধান না কিনে তৃণমূলের সরকার ফড়ে ও মহাজনদের কাছ থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কিনছে। ধান কেনার ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম হচ্ছে। এর প্রতিবাদে ১১ তারিখ সংগঠনের তরফ থেকে পুরুলিয়া বাদে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক কৃষি অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। পুরুলিয়া জেলায় এই ডেপুটেশন দেওয়া হবে ৫ ডিসেম্বর। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কেন্দ্র রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাধ্যবাধকতায় রাজ্যের সম্মতি ছাড়া চা বাগান খোলা বা চা শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান করা কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিজেপি এই ইস্যুতে দলের শাখা সংগঠনগুলিকে দিয়ে রাজ্যপালের মাধ্যমে রাজ্যের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে।

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL, NY

FOUNDER OF NORTH AMERICAN BENGALI CONFERENCE (NABC)

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL
EXECUTIVE COMMITTEE

President
Dilip Chakrabarti

Vice-president
Tapas Sanyal
Chitta Saha
Sankha Ghosh

General secretary
Debiprosad Palit

Asstt. Secretary
Partha s. Chakraborty

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Members
Sugata Bagchi
Dipayan Sarkar
Debasis Adhikari
Indrashish Basu Roy Chowdhury

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Purna Bhattacharya

Members
Kajal Sarkar
Milan Awon
Asis Sengupta
Surajit Sengupta
Asok Motayed
Sompraksh Majudar
Kumar Shankar Mandal
Asoke Dey Sarkar
Kallol Chattopadhyay

11/21/2019

Mr. Purna Bhattacharya, Chairman
Trustee Committee
Cultural Association of Bengal
Re; Result of 2019 CAB Election
Dear Mr. Bhattacharya:

Based on the request of Mr. Dilip Chakraborty, President of Cultural Association of Bengal (CAB), we, the three co-commissioners, conducted the General Election of CAB for the term January 1, 2020 to December 31, 2021 for various office bearers. The following is our report.

After withdrawal of one nomination and rejection of two nominations for non-compliance of CAB election rules, we received exact number of nominations for all positions except for the Members that had openings for eight positions of which: we only received only five valid nominations. Since there was no contest, we did not have to send out ballots and conduct an election. Therefore, we certify that the following members were elected in their respective positions:

Board of Trustees: :
Dilip Chakrabarti; Pranab Das; Abhik Dasgupta ; Ashok Rakhit:

President
Chitta Saha
Vice Presidents:
Debasis Adhikari; Tapas Sanyal; Dipayan Sarkar
Secretary:
Debiprosad Palit
Assistant Secretary:
Partha Chakraborty
Treasurer:
Ranadeb Sarkar
Members:
Arpita Gupta; Dr. Meghmala Tarafdar; Ajay K. Chakraborty, Kalyanshree (Krish) Ghosh, Sugata Bagchi

Our heartiest congratulations to all the elected officials. We also thank all the members of Board pf Trustees and Executive Committee and the candidates who helped us in the process. We thank you for the opportunity given to us for serving the community.

Sincerely,

Swapan Bandyopadhyay; Satindra Goswami; Anit Maitra
CC. Dilip Chakrabarti, President, CAB

Dilip Chakrabarti : 119 SCHINDLER COURT PARSIPANY NJ 07054

জলপাইগুড়ি জেলায় গ্রাম ও শহরে জয়বাংলা বাহিনী গড়ছে যুব তৃণমূল

জলপাইগুড়ি: বিজেপিকে রুখতে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে জয়বাংলা বাহিনী তৈরি করছে যুব তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রামীণ এলাকায় বুথ প্রতি ২০ জন যুব সদস্য এবং শহর এলাকায় বুথ প্রতি ১০ জন সদস্য থাকবে দলে। জাতপাতের ভেদাভেদ তৈরির চেষ্টা হলে রুখে দাঁড়াবে তারা। ডিসেম্বর মাসে এনআরসি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতির প্রতিবাদে শহরে বড় মিছিল করবে যুবরা। স্বচ্ছতাকে জোর দিতে এদিন নির্দেশ দেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কিষাণ কল্যাণী। জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিস্তারক কর্মসূচীর নামে আরএসএস জলপাইগুড়িতে জাতপাতের ভেদাভেদ তৈরি করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে জেলাজুড়ে। তাদের রুখতে গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি বুথে ২০ জন ও শহর এলাকায় ১০ জন যুব সদস্য নিয়ে জাতীয়তাবাদী জয়বাংলা বাহিনী তৈরি করছি আমরা। তারা বাংলার সম্প্রীতি নষ্টের প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবে। ডিসেম্বর মাসে সংবিধান বিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতি সহ এনআরসির বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ি শহরে বিশাল মিছিল করা হবে।

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কিষাণ কল্যাণী বলেন, স্বচ্ছতাই দলের নীতি। অস্বচ্ছ লোকদের ঠাই হবে না এই দলে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রধান উপপ্রধানদের নিয়ে কমিটি তৈরি করা হবে। তারা উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলির উপর নজরদারি চালাবে। স্বচ্ছতার সাথে দল করুন। রাজ্য স্তরের মনিটরিং সেল প্রতিটি নেতার কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি চালাচ্ছে। অস্বচ্ছতার প্রমাণ পেলেই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, তৃণমূলের পাশে সাধারণ মানুষ নেই। বাহিনীর গল্প শুধু মুখেই আওড়াচ্ছে তারা।

প্রতিটি বুথের ভোটার লিস্ট ধরে ধরে ২০ জনের জাতীয়তাবাদী জয় বাংলা বাহিনী তৈরি করা হবে। সমস্ত সদস্যর মোবাইল নম্বর সহ বিস্তারিত তথ্য জেলা অফিসে থাকবে। আরএসএসের বিস্তারক কর্মসূচীর নামে বিভাজন তৈরির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়বে তারা। শহর এলাকায় ১০ সদস্যর কমিটি তৈরি করা হবে। পুরভোটের সময় এই বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ডিসেম্বর মাসেই কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতি বিরুদ্ধে বিশাল মিছিল করা হবে জলপাইগুড়ি শহরে। সাম্প্রতিক সময়ে সংবিধান হত্যার প্রচেষ্টা করা হয়েছে মহারাষ্ট্রে। কেন্দ্রে আর্থিক নীতির জন্যই বেকারত্ব বাড়ছে দেশে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাজের দাবি সহ একাধিক ইস্যুতে মিছিলটি করা হবে। মূল সংগঠনের ছত্রছায়ায় এই কর্মসূচীগুলি নেওয়া হবে বলে যুব নেতৃত্ব জানিয়েছে।

এদিকে দলীয় সমস্ত কর্মসূচীতে স্বচ্ছভাবমূর্তিকেই জোর দিতে বলা হয়েছে। গ্রামীন স্তরে দুর্নীতির ঘটনাগুলি প্রধান উপপ্রধানদের নিয়ে কমিটি তৈরি করে নজরদারি করা হবে। রাজ্যস্তর থেকে শাসকদলের প্রতিটি নেতার কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি করছে দল।

EXECUTIVE COMMITTEE

President
Dilip Chakrabarti

Vice-president
Tapas Sanyal
Chitta Saha
Sankha Ghosh

General secretary
Debiprosad Palit

Asstt. Secretary
Partha s. Chakraborty

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Members
Sugata Bagchi
Dipayan Sarkar
Debasis Adhikari
Indrashish Basu Roy Chowdhury

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Purna Bhattacharya

Members
Kajal Sarkar
Milan Awon
Asis Sengupta
Surajit Sengupta
Asok Motayed
Sompraksh Majudar
Kumar Shankar Mandal
Asoke Dey Sarkar
Kallol Chattopadhyay

SANGBAD BICHITRA EDITORIAL COMMITTEE

Dilip Chakrabarti, *Editor*

ASSOCIATE EDITORS
Arpita Gupta
arpitagupta2000@gmail.com
Anasuya Sen
sen.anasuya@gmail.com
Sudipta Chattopadhyay
rumkibua@yahoo.com

কেপমারির ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা

ইংলিশবাজার শহরে পরপর ছিনতাই

মালদহ: ইংলিশবাজার শহরে পরপর ছিনতাই ও কেপমারির ঘটনায় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মার্কেটে উপর্যুপরি তিনটি ঘটনায় ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে শহরবাসী সরব হয়েছে। এদিকে, শহরে চুরি-ছিনতাই রুখতে সাদা পোশাকের পুলিসের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে মালদহের পুলিস সুপার অলোক রাজোরিয়া জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইংলিশবাজার শহরে চুরি, ছিনতাই ও কেপমারির ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। মাস দেড়েক শহরের বাঁশুলিতলায় এক মহিলা কেপমারির শিকার হন। তাঁর কাছে থাকা একটি ব্যাগ নিয়ে দুই বাইক আরোহী চম্পট দেয়। মহিলার দাবি, ব্যাগে দামি মোবাইল, নগদ ৩৩০০ টাকা, আলমারি এবং বাড়ির চাবি ছিল। ঘটনার পর পিঙ্কি মণ্ডল নামে ওই মহিলা ইংলিশবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিস অবশ্য পরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে খোয়া যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে। তারপর থেকে শহরে চুরির অভিযোগে কয়েকজনকে ধরে বাসিন্দারা গণপিটুনি দেন। মাসখানেক আগে গোলাপট্টি এলাকায় সাইকেল চুরির সময় এক যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে তাঁকে গণধোলাই দিয়ে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার দিন ওই যুবক বৈষ্ণবনগরের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক ট্রাক থেকে চালকদের মোবাইল চুরি করে বলে অভিযোগ। তার কাছ থেকে বেশকিছু চোরাই মোবাইল উদ্ধার হয়। ধৃত যুবকের বাড়ি শহরেরই মহেশমাটিতে। শনিবার দুপুরেও শহরের রথবাড়িতে ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ওইদিন বিবেকানন্দপল্লি এলাকার বাসিন্দা এক যুবককে সাইকেল চোর সন্দেহে বাসিন্দারা উত্তম-মধ্যম দেয়। জখম ওই যুবককে উদ্ধার করে পুলিস মালদহ মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

অন্যদিকে, শনিবার সন্ধ্যায় ইংলিশবাজারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পুরবাজারে এক মহিলার ৩০০০ টাকা ছিনতাই হয়ে যায়। ঘটনায় বাজারে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ওই পুর বাজারের দোতলার একটি দোকানে ওই মহিলা যখন জিনিস কিনছিলেন তখনই ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় ওইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ। এক যুবতী যখন ফল কেনার পর দাম মেটাচ্ছিলেন সেসময় তিনি তিন কেপমারির খপ্পড়ে পড়েন। দুষ্কৃতীরা প্রথমে ওই যুবতীকে ধাক্কা দেয়। পরে তাঁর হাত থেকে ২০০০ টাকা নিয়ে পালায়। দুই মহিলা ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার ওই বাজারে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা নিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়।

পুলিস সুপার বলেন, কেপমারির ঘটনা এড়াতে পুলিসি টহল বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি চুরি ও গণপিটুনি রুখতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পুলিস পিকেট বসানো হয়েছে। সাদা পোশাকের পুলিস সর্বত্র নজর রাখছে। সাদা পোশাকের পুলিসের (পিসি পার্টি) সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। চিত্তরঞ্জন মার্কেটের ঘটনায় সিসি টিভির ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিতকরণ ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

—সৌজন্যে বর্তমান

SUMMER INTERNSHIP IN 2020

This is an opportunity for our children's in the AAPI Communities to be the next leader in American mainstream politics. The Asian Pacific American Institute for Congressional Studies (APAICS) is currently accepting applications for the 2020 Summer Internship Program in Washington, DC. The Congressional Internship is designed for AAPI undergraduate aged students looking to increase their experience in public policy and service. The paid, eight-week-long summer program places Interns in congressional offices and provides them with the opportunity to develop their leadership and professional skills, encourages political engagement, and fosters interests in public service careers.

APPLICATION GUIDELINES

Required Documents: the following items are required as part of the application and should be uploaded below, no exceptions will be made for incomplete applications after the deadline.

- Cover Letter
- Resume
- Essay Responses
- Two Letters of Recommendation
- **Deadline to apply:** January 24, 2020, at 5 pm ET
- **2020 Internship Program Dates:** June 2020 – August 2020

Learn more @ https://bit.ly/2nxbiBJ Apply Here @ https://bit.ly/2mCG1ga

Contact UDiON Foundation if you need a recommendation letter to be included in the package.

You may contact Mr. Radwan Chowdhury, his information is given below.

Thank You!

Radwan Chowdhury

Phone: US: +1-904-759-6644 | Bangladesh: +880-161-7596644 | UAE: +971-50-296-1628 | Europe: +31-61-920-2084

Blog: RadwanChowdhury | FaceBook: RadwanChowdhury | Twitter: RadwanChowdhury

কাশ্মীরে নাশকতার ছক ছিল লন্ডন ব্রিজ হামলাকারী পাকিস্তানি জঙ্গি

লন্ডন: কাশ্মীরেও হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল লন্ডন ব্রিজের হামলাকারী পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত উসমান খান। ২০১২ সালে এক সন্ত্রাস সংক্রান্ত মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল লন্ডনের এক আদালত। সেই রায়ে এমনটাই জানিয়েছিলেন বিচারক অ্যালান উইলকি। শুক্রবার লন্ডন ব্রিজে ছুরি হামলার পর নতুন করে বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। পাশাপাশি, লন্ডন ব্রিজে হামলার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠন। সংগঠনের মুখপত্র 'আমাক'-এর মাধ্যমে ঘটনার দায় নিয়েছে আইএস। সেখানে উসমানকে 'ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধা' আখ্যা দিয়েছে তারা।

শুক্রবার লন্ডন ব্রিজের উপর ছুরি নিয়ে চড়াও হয় লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ ওড়ানোর ষড়যন্ত্রকারী তথা দোষী উসমান। ২০১০ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে এই হামলার ছক কষেছিল সে। লন্ডনের তৎকালীন মেয়র তথা ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও তার নিশানায় ছিল। কিন্তু, তার আগেই পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যায় উসমান। সেই মামলায় ২০১২ সালে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে লন্ডনের এক আদালত। গত বছরের ডিসেম্বরে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিল উসমান। তারপর থেকে বৈদ্যুতিন ট্যাগের মাধ্যমে তার উপর নজর রাখছিল ব্রিটিশ পুলিস। শুক্রবার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বন্দিদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুই ব্যক্তির উপর উপর চড়াও হয় উসমান। মারা যান এক মহিলা সহ দু'জন। পরে পুলিসের গুলিতে মৃত্যু হয় তার।

এ প্রসঙ্গে জঙ্গিদের কার্যকলাপের উপর নজরদদারি চালানো 'সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ' জানিয়েছে, লন্ডন ব্রিজ হামলার দায় নিয়েছে আইএস। এক বিবৃতি জারি করে তারা জানিয়েছে, 'লন্ডনের হামলাকারী ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধা। আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী দেশগুলির নাগরিকদের যথার্থ নিশানা করেছে সে।' যদিও, তার সপক্ষে কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারেনি আইএস। স্টক এক্সচেঞ্জ হামলার ছক ছাড়াও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হামলারও ছব কষেছিল উসমান। পরিকল্পনা ছিল ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার অনুরূপ নাশকতা চালানো।

কিন্তু, এর আগে কাশ্মীরে বড়সড় হামলা চালানোর ছক ছিল উসমানের। সেই লক্ষ্যে ব্রিটেন থেকে অল্পবয়সি মুসলমান ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। ২০১২ সালের ওই মামলার রায়ে এমনটাই জানিয়েছিলেন বিচারক উইলকি। এ প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার পক্ষে উসমানকে 'বিপজ্জনক' আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি।

আরও জানা গিয়েছে, উসমানের পরিবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা। সেখানে তাদের জমি ও সম্পত্তি রয়েছে। শৈশবে পাকিস্তানে থাকাকালীন জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় উসমান। সেখান থেকে ব্রিটেনে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় সে। শুরু করে কমবয়সি ছেলে-মেয়েদের মগজ ধোলাইয়ের কাজ। তখনই কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ হামলার ছক কষে উসমান। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই পুলিসের জালে ধরা পড়ে যায় সে। উসমানকে ১৬ বছরের সাজা শোনায় আদালত। কিন্তু, পরে তা কমিয়ে আট করা হয়। কিন্তু, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গত বছরের ডিসেম্বরে প্যারোলে মুক্তি পায় উসমান। তারপর থেকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিসের নজরে ছিল সে। শুক্রবার তার ছুরি-হামলায় মৃত্যু হয় দু'জনের।

হামলার দায় স্বীকার করল আইএসআইএস

কিন্তু, মেয়াদ শেষের আগে কী করে ছাড়া পেল 'বিপজ্জনক জঙ্গি', তা নিয়ে ব্রিটেনের রাজনীতিতে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। নয়া নিয়মে উসমানের মতো জঙ্গিদের সাজা কমানোর জন্য তৎকালীন লেবার পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকারকে দায়ী করেছেন প্রধানমন্ত্রী জনসন। অন্যদিকে, নিরাপত্তার সঙ্গে কনজারভেটিভ পার্টি আপস করছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন লেবার পার্টি নেতা জেরেমি করবিন। ফলে, ভোটের আগে লন্ডন ব্রিজ হামলা এবং তা নিয়ে নিরাপত্তার গাফিলতি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—সৌজন্যে বর্তমান

অবিশ্বাস্য লাগছে কালিয়াগঞ্জ ও খড়্গপুরের হার, ময়নাতদন্তে বিজেপি

এ যেন কার্যত সাফল্যের চূড়া থেকে একধাক্কায় মাটিতে আছড়ে পড়া! বৃহস্পতিবার রাজ্যের তিন বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূলের কাছে পরাজয়ের পর এমনটাই আবহ গোটা গেরুয়া শিবিরে। বিজেপির শীর্ষ নেতা থেকে সাধারণ কর্মী, কালিয়াগঞ্জ এবং খড়্গপুর সদরে দলীয় প্রার্থীদের হার কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কারণ, গত লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের আটটির মধ্যে সাতটি আসনই জিতেছিল পদ্ম শিবির। রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জিতে মোদি মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন দেবশ্রী চৌধুরী। এহেন কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির পাশাপাশি আরএসএস-ভিএইচপি'র মতো সহযোগী সংগঠনের প্রভাব বিস্তর। অন্যদিকে, খড়্গপুর সদরে ২০১৬ সালে জ্ঞানসিং সোহনপালের মতো হেভিওয়েটকে হারিয়ে রাজ্যে বিজেপির পালে হাওয়া বইতে শুরু করে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সৌজন্যে। তিন বছর মাটি কামড়ে নির্বাচনী কেন্দ্রে পড়ে থাকার পুরস্কার হিসেবে গত লোকসভা ভোটে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে ফের জয়ী হয়েছিলেন দিলীপবাবু। দলের মধ্যে একটা সময় আওয়াজ উঠেছিল, খড়্গপুরে গাছ দাঁড়ালেও জিতে যাবে। স্বভাবতই এই দুই কেন্দ্র নিয়ে দলীয় স্তরে প্রত্যাশার ফানুস তৈরি হয়েছিল। যা উড়তে উড়তে দিল্লির নেতাদের দরবারেও পৌঁছে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার বেলা বাড়তেই তা কার্যত চুপসে যায়।

করিমপুর নিয়ে রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় নেতারা তেমন একটা আশাবাদী ছিলেন না। তবে ভোটের দিন প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদারকে লাথি মারার সৌজন্যে ওই কেন্দ্রের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সমর্থন মেলার আশায় ছিলেন বিজেপি নেতারা। যদিও এদিনের ফলই বলে দিচ্ছে, করিমপুরের ভোটারদের মনে জাতীয় পর্যায়ে চর্চিত এই ঘটনা কোন দাগই কাটেনি। সূত্রের দাবি, অপ্রত্যাশিত এই পরাজয়ের সুলুকসন্ধানে এদিন দিল্লিতেই প্রাথমিকভাবে ময়নাতদন্ত শুরু করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ, সংসদের অধিবেশন চলার কারণে দিলীপ ঘোষ সহ বঙ্গের সমস্ত এমপি এবং একাধিক রাজ্য নেতা এই মুহূর্তে রাজধানীতে রয়েছেন। এদিনের সেই প্রাথমিক কাটাছেঁড়া থেকে কালিয়াগঞ্জ এবং খড়্গপুর সদরের পরাজয় নিয়ে একাধিক পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে। নেতৃত্ব মনে করছে, কালিয়াগঞ্জে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) বড়সড় প্রভাব ফেলেছে। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় তৃণমূল শিবির ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মনে এনআরসি'র কারণে ভিটেমাটি ছাড়া হওয়ার ভয় ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। পাল্টা হিসেবে বিজেপি নিজেদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি।

খড়্গপুর সদরের ক্ষেত্রে অবশ্য দলীয় স্তরে প্রার্থীকেই 'ভিলেন' বানানো হচ্ছে। যার দায় সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ঘাড়ে ঠেলা হচ্ছে। সূত্রের দাবি, নিজের ছেড়ে যাওয়া আসনে প্রাক্তন নির্বাচনী এজেন্ট প্রেমচাঁদ ঝাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন দিলীপবাবু। স্থানীয় এবং রাজ্য স্তরে প্রার্থী নিয়ে চরম অসন্তোষ থাকলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য সভাপতির বেছে দেওয়া নাম পরিবর্তন করতে চায়নি। তার উপর বিক্ষুব্ধ বিজেপি হিসেবে নির্দল প্রার্থী প্রদীপ প্রামাণিককে ভোটের ক'দিন আগে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত দলের বিপক্ষে গিয়েছে। সবমিলিয়ে এনআরসি জুজু এবং অযোগ্য প্রার্থী এই দুই কারণই উঠে আসছে কালিয়াগঞ্জ-খড়্গপুরে হারের অনুসন্ধানে। যদিও এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য, রাজ্য সভাপতি হিসেবে ২০১৫ থেকে একের পর এক নির্বাচনে জয়ের কৃতিত্ব আমার হলে, এই তিন কেন্দ্রে হারের দায়ও আমার। দলীয় পর্যায়ে আমরা শীঘ্রই এর কারণ খুঁজতে বসব।

—সৌজন্যে বর্তমান

হায়দরাবাদ ধর্ষণকাণ্ডে এফআইআর দায়ের করতে দেরির দায়ে সাসপেন্ড ৩ পুলিসকর্মী

ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জেরার ভাবনা

দেশজোড়া চাপের মুখে ঘটনার দিন প্রথমে এফআইআর নিতে রাজি হয়নি পুলিস। দু'টি থানাই এক্তিয়ারের দোহাই দিয়ে একে অপরের দিকে দায় ঠেলতে থাকে। যার ফলে প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে দু'টি থানার মধ্যে ছোটাছুটি করতে হয় তাঁদের। হায়দরাবাদে নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিজনরা গত দু'দিন ধরে লাগাতার এই অভিযোগ করে আসছিলেন। অবশেষে তাঁদের সেই অভিযোগকে মান্যতা দিল পুলিস। সাইবারাবাদের পুলিস কমিশনার ভি সি সজ্জানার জানান, এফআইআর দায়ের করতে গড়িমসি করার দায়ে তিন পুলিসকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তিনি জানান, নিহত চিকিৎসকের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে একজন এসআই ও ২ জন কনস্টেবলের গাফিলতি সামনে আসে। তারপরই তিনজনকে বরখাস্ত করা হয়। এদিকে, জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফেও পুলিসের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ করা হয়। কমিশনের প্রধান রেখা শর্মা জানান, কমিশনের প্রতিনিধি দলকে নিহত তরুণীর পরিজনরা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় পুলিসের ভূমিকা আগাগোড়াই নেতিবাচক ছিল। এমনকী, ওই তরুণী কারও সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন বলেও টিপ্পনি করে পুলিস।

গত বৃহস্পতিবার সকালে হায়দরাবাদের শাদনগর এলাকার একটি কালভার্টের নীচে ওই তরুণীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রাজ্য সরকার পরিচালিত পশু হাসপাতালে সহকারী পশু চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতেন ওই তরুণী। দেহ উদ্ধারের পরদিনই এক লরিচালক সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিস। ধৃতদের আদালতে তোলা হলে ১৪ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তবে ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে পুলিস চারজনকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এক শীর্ষ পুলিসকর্তা বলেন, 'তদন্তপ্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে আরও কিছু তথ্য পাওয়াটা জরুরি। তাই ধৃতদের হেফাজত চেয়ে আর্জিটি খুব শীঘ্রই আমরা আদালতে জমা দেব।' প্রয়োজন হলে জেলে গিয়েও ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানান ওই আধিকারিক। এদিকে, আদালতে অভিযুক্তদের হয়ে কোনও সওয়াল করা হবে না বলে রবিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন। রাঙ্গা রেড্ডি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মাট্টাপাল্লি শ্রীনিবাস বলেন, 'এমন নারকীয় অপরাধের বিরুদ্ধে নৈতিক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন।'

অন্যদিকে, যে পাম্প থেকে বোতলে করে পেট্রল কিনে ধৃতরা দেহটি পুড়িয়েছিল, সেই পাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যায় কি না, তার জন্য আইনি পরামর্শ নিচ্ছে পুলিস। সাইবারাবাদের পুলিস কমিশনার বলেন, 'ঠিক কীসের ভিত্তিতে ওই পাম্পের কর্মীরা বোতলে করে অভিযুক্তদের তেল দিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছি আমরা। এর জন্য আমরা আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। সেই মতোই পরবর্তী পদক্ষেপ করব।'

একটির বেশি লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র রাখা যাবে না, বিল পাশে মরিয়া কেন্দ্র

সন্দীপ স্বর্ণকার ● নয়াদিল্লি

এতদিন ছিল তিনটি। কিন্তু এবার থেকে আর একটির বেশি লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবেন না ভারতীয়রা। ধরা পড়লে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন সাজা পর্যন্ত হতে পারে। এই মর্মেই আগামীকাল লোকসভায় সংশোধনী অস্ত্র আইন পাশ করাতে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাই যাঁদের কাছে একাধিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল, রিভলভার বা বন্দুক রয়েছে, আগামী এক বছরের মধ্যে তা জমা করতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে বা বংশানুক্রমে পাওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম বলবৎ হবে।

লাইসেন্স থাকলেও, অহেতুক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণে কড়া হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার। এবার থেকে বিয়ে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনে আর গুলি চালানো যাবে না। ধরা পড়লে দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের পাশাপাশি এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও হতে পারে। সংশোধনী বিলে এভাবে উদযাপনকে অপরাধ হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। পুলিসের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিলে আর্থিক

জরিমানা সহ ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। 'আর্মস আইন ১৯৫৯'কে সংশোধন করে আগামীকাল লোকসভায় পাশ করাতে চায় কেন্দ্র। বিলটি ইতিমধ্যেই পেশ হয়েছে। এবার তা পাশ করাতে আগামীকালের লোকসভার কার্যাবলিতে তা তালিকাবদ্ধ হয়েছে।

এতদিন কোনও ব্যক্তি তিনটি পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র রাখার লাইসেন্স পেতেন। তিন বছরের জন্য লাইসেন্স মিলত। তারপর লাইসেন্স রিনিউ করতে হতো। এবার আইনে সংশোধন এনে তিন বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হচ্ছে। নতুন বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলে একটির বেশি আগ্নেয়াস্ত্র ১২ মাসের মধ্যে স্থানীয় থানায় জমা করতে হবে। সেনাবাহিনীর কারও কাছে বাড়তি আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে, তা সেনাবাহিনীর ইউনিটে জমা করতে হবে। বাড়তি আগ্নেয়াস্ত্র জমা না করলে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে তা বাতিল হয়ে যাবে। ফলে তখন তা বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার সামিল হবে। লাইসেন্সহীন আগ্নেয়াস্ত্র রাখলে এতদিন আর্থিক জরিমানা সহ তিন থেকে সাত বছরের কারাদণ্ড হতো। নতুন আইনে তা জরিমানা সহ সাত থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত হতে পারে।

অন্যদিকে, লাইসেন্স থাকলেও কোনও জমায়েত বা আনন্দানুষ্ঠানে গুলি চালিয়ে উদযাপন আটকাতে কড়া হচ্ছে মোদি সরকার। উত্তর এবং মধ্য ভারতে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে বন্দুক চালানো একপ্রকার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তা হয়। কিন্তু এভাবে ভিড়ের মধ্যে সতর্কতাহীনভাবে গুলি চলায় অনেক সময়ই বিপত্তি ঘটে। মানুষ মারাও যায়। তাই আনন্দানুষ্ঠান উদযাপনে এবার থেকে এসব সম্পূর্ণ বন্ধ। অপরাধ হিসেবেই তা গ্রাহ্য করে সংশোধনীতে কড়া শাস্তির কথা বলেছে কেন্দ্র। পাশাপাশি বেআইনিভাবে গোলাবারুদ রাখলে এতদিন যেখানে আর্থিক জরিমানা সহ পাঁচ থেকে দশ বছর কারাদণ্ডের কথা বলা ছিল, এবার তা বেড়ে সাত থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত হতে পারে। সঙ্গে আর্থিক জরিমানা তো থাকছেই।

—সৌজন্যে বর্তমান

দেশ বদলাচ্ছে দাবি করলেও আর্থিক সঙ্কট নিয়ে চুপ মোদি

▶ প্রথম পাতার পর

এক ট্যুইট করে সরকারের বিজয়গাথাই শুধু বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথায় কোনও উদ্বেগের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। বস্তুত সরকারের আর্থিক দাওয়াই ও একঝাঁক সিদ্ধান্তের পক্ষে দাঁড়িয়েই তিনি আজ সাফল্য দাবি করেন। দেশের অর্থনীতি যে গভীর সঙ্কটে এবং কীভাবে সরকার সেই সুড়ঙ্গ থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজবে, তার কোনও দিশা অথবা উল্লেখই নেই মোদির ভাষ্যে।

কংগ্রেস ও বিরোধীদের দুরমুশ করে লোকসভায় আরও বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে এসে সরকার গড়ার পর বিগত ৬ মাসে অবশ্যই মোদি সরকার ঝড়ের গতিতে এমন সব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, যা বিগত ৭২ বছরে হয়নি। রাতারাতি ৩৭০ ধারা বিলোপ করে কাশ্মীরকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বেআইনি করা হয়েছে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে। সিংহভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শত সমালোচনার পর আজও প্রধানমন্ত্রী ওই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কৃষকদের বছরে ৬ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করে তাদের জীবনের গতি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোদির ট্যুইটে অর্থনীতি থেকে বিদেশনীতি এবং গ্রাম থেকে শহরের উন্নত জীবন ও ক্ষমতায়ন, প্রথম ৬ মাস যেন আছে দিনেরই বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় মোদি সরকারের অভূতপূর্ব ৬ মাস

প্রকাশ জাভরেকর

৩০ নভেম্বর ছ'মাস পূর্ণ করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় এনডিএ সরকার। এই সময়ের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক ও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা দরিদ্র, কৃষক, মহিলা, যুব সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তফসিলি জাতি ও উপজাতি সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি দেশবাসীর যে দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে, গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলই তার প্রমাণ। সেই বিশ্বাস ও আস্থার মর্যাদা দিতেই নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে বিজেপি তথা মোদি সরকার। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর বৃহত্তর ব্যাপ্তি অনুসরণ করে দ্বিতীয় দফার মোদি সরকার 'সবার বিশ্বাস' অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

বিজেপির অনেক প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই পূরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বিলোপ এবং তিন তালাক প্রথা বাতিলের জন্য আইন প্রণয়ন। মোদি সরকারের এই উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তকে সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন। এছাড়া, দ্বিতীয় দফার মোদি সরকারের প্রথম ছ'মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওই জমিতে রামমন্দির গড়ে ওঠার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে শীর্ষ আদালতের রায়ে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গে ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষমতা উল্লেখ করেছেন। যার প্রমাণ মেলে অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার পরবর্তী সময়ে দেশজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকার মধ্যে দিয়ে। অবশ্য, এই মামলার রায় বিলম্বিত করার জন্য কোনও কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি ও তার শাখা সংগঠনগুলি এক্ষেত্রে গঠনমূলক উদ্যোগ নিয়েছিল। বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্যোগে সংসদে উপত্যকা থেকে ৩৭০ ধারা বাতিলের বিষয়টি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আর এর মাধ্যমেই দ্বিতীয় মোদি সরকারের আমলে 'এক দেশ, এক পতাকা, এক সংবিধান' বাস্তবায়িত হয়েছে।

পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের সমতুল অর্থনীতিতে পৌঁছনোর লক্ষ্যে ভারত সঠিক দিশায় এগচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কৌশলগত বিলগ্নিকরণ, কর কাঠামো, শ্রম আইন ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলির করের হার হ্রাস করে ২২ এবং নতুন দেশীয় উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির জন্য তা ১৮ করা হয়েছে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারত আজ বিশ্বজুড়ে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। সহজে ব্যবসা করা, উদ্ভাবনী সূচক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের স্থান ঊর্ধমুখী হওয়াতেই তা প্রমাণিত। সহজে ব্যবসা করার তালিকায় মাত্র তিন বছরে ভারত ৬৭ ধাপ উঠে এসেছে। ২০১১ সালের পর থেকে এই উত্থান সবথেকে বেশি। নতুন উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় ভারত আজ তৃতীয় বৃহত্তম। ডিজিটাল প্রতিযোগিতামূলক সূচকে দেশ চারধাপ এগিয়ে ৪৪তম স্থানে উঠে এসেছে। ভ্রমণ এবং পর্যটন সূচকে ভারত ২০১৫ সালে ছিল ৫২তম স্থানে। আজ আমরা উঠে এসেছি ৩৪তম স্থানে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় দফায় মোদি সরকারের অনন্য উদ্যোগ পিএম কিষাণ যোজনা। এই যোজনায় দেশের ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষক প্রতি বছর ৬ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন।

মোদিজি বিশ্বাস করেন, সাধারণ মানুষ এগিয়ে এলেই দেশ অগ্রসর হবে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে তিনি তা বাস্তবায়িত করেছেন। বর্তমানে মোদিজি 'একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক' বন্ধ করার ডাক দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী সকলের কাছে প্লগিংয়ের আবেদন জানিয়েছেন। অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে জগিং বা হাঁটার সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিক তুলে তা যথাযথ স্থানে ফেলা। এই লক্ষ্যে মাত্র ১৫ দিনের প্রচারে ১৩ হাজার টন বর্জ্য প্লাস্টিক সংগ্রহ করা গিয়েছে।

ছ'মাস সময় আসলে খুব কম একটি সময়। কিন্তু আমরা যদি দ্বিতীয় দফার মোদি সরকারের সাফল্য বিচার করি, তবে তা অভূতপূর্ব বলে মানতেই হবে।

লেখক কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১০০ লক্ষ কোটি টাকার ঢালাও প্রকল্প কেন্দ্রের

দেশের পরিকাঠামো শিল্পকে চাঙ্গা করতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ১০০ লক্ষ কোটি বিনিয়োগ করবে কেন্দ্র। তার পদক্ষেপ হিসেবে চলতি মাসেই একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্প আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার নেমে যায় ৪.৫ শতাংশে। বিগত ছ'বছরের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। দেশের আর্থিক গতি মন্থর হওয়ায় মোদি সরকারের উপর চাপ বাড়ছিল। মুম্বইয়ে এক বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, 'প্রকল্পগুলির জন্য প্রস্তুতি শেষের পথে। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা কমপক্ষে ১০টি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করে দেব।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'পরিকাঠামোগত সংস্কারের প্রকল্পগুলির জন্য একগুচ্ছ আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। যাতে প্রকল্পের টাকা আসতে দেরি না হয়।' উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশের আর্থিক উন্নতি ও বিদেশি বিনিয়োগের টানার উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিকাঠামোগত সংস্কারের অভাবে তা অধরা থেকে গিয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশের অর্থনীতিতে গতি আনতে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। কর্পোরেট কর কমানো থেকে শুরু করে কেন্দ্রের আওতাধীন একাধিক সংস্থার বেসরকারিকরণের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তবুও একাধিক আর্থিক সূচক ইঙ্গিত দিচ্ছে দেশের অর্থনীতি দুর্বল।

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসদমন মামলার সাজা ধারাবাহিক করতে হবে, আবেদন শুনতে রাজি হল সুপ্রিম কোর্ট

দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ দমনের মতো বিভিন্ন আইনে দোষীদের সাজা ধারাবাহিক করতে হবে। একসঙ্গে করা চলবে না। এই আর্জি জানিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা শুনতে রাজি হল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই মামলা শুনতে রাজি হয়েছে। এ বিষয়ে আগেই কেন্দ্রের মতামত জানতে চেয়েছিল শীর্ষ আদালত। চার সপ্তাহ পর এই মামলার শুনানি শুরু হবে বলে এদিন জানানো হয়েছে।

ধারাবাহিক তথা পৃথক সাজা সংক্রান্ত মামলাটি দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। সেখানে তিনি বলেছেন, আমাদের দেশে ধারাবাহিক ও একই সময়ে সাজা নিয়ে কোনও নীতি নেই। যা আমেরিকার মতো দেশে রয়েছে। এছাড়া, অতীতের বিভিন্ন রায়ে এই ধারাবাহিক সাজার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু, দেশের সরকার সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে মামলাকারী ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫৯১ কোটি টাকার কয়লা দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। সেখানে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া হয়েছে মাত্র তিন বছর। এবং জরিমানা করা হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। একইসঙ্গে, ৭০ হাজার কোটি টাকার কমনওয়েলথ দুর্নীতির কথাও তুলে ধরেছেন অশ্বিনী উপাধ্যায়।

এক বছরে আম্বানি, আদানিদের সম্পত্তির বিপুল বৃদ্ধি

দেশের আর্থিক পরিস্থিতি দিনদিন খারাপ হচ্ছে। অর্থনীতির সব সূচকের অবনমনেই তার প্রমাণ মিলছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। এতকিছুর পরেও গত এক বছরে বেশ কয়েকজন শিল্পপতির সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে। আবার অনেক শিল্পপতির সম্পদ কমেছে। সম্প্রতি ধনীদের ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে ফোর্বস ইন্ডিয়া। তাতে বেশ কয়েকজনের অবস্থানের বদল ঘটেছে। যেমন গৌতম আদানি অষ্টম স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। ব্যাঙ্কিং শিল্পে সঙ্কটের বাজারে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের এমডি এবং সিইও উদয় কোটাকের প্রথম পাঁচে স্থান পাওয়াও চমকপ্রদ। যথারীতি গত বারো বছরের মতোই এবারও ধনীতমের শিরোপা ধরে রেখেছেন মুকেশ আম্বানি। দেখে নেওয়া যাক, প্রথম পাঁচে থাকা শিল্পপতিদের গত এক বছরে সম্পদের পরিমাণে কতটা হেরফের হয়েছে।

১. মুকেশ আম্বানি ফোর্বস ইন্ডিয়ার মতে, এখন মুকেশ আম্বানির সম্পদের পরিমাণ পাঁচ হাজার ৯৭০ কোটি ডলার। গত এক বছরে তাঁর ভাঁড়ারে আরও প্রায় এক হাজার ২৪০ কোটি টাকা যোগ হয়েছে। তিনি এখন বিশ্বের নবম ধনী। সারা বছরে ভারতীয় শেয়ার বাজারে উত্থান-পতন সত্ত্বেও, মুকেশের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

২. গৌতম আদানি গত এক বছরে দেশের বেশ কয়েকটি বিমানবন্দরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছে গৌতম আদানির মালিকানাধীন আদানি গোষ্ঠী। বেশ কয়েকটি শহরে তিনি গ্যাসের ব্যবসা বাড়িয়েছেন। শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় তিনি কয়লা খনি থেকে কয়লা তোলার অনুমতি পেয়েছেন। এক বছরে তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ৩৮০ কোটি ডলার। এখন তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ এক হাজার ৫৭০ কোটি ডলার।

৩. হিন্দুজা ব্রাদার্স শ্রীচাঁদ, গোপীচাঁদ, প্রকাশ এবং অশোক-এই চার হিন্দুজা ভাইয়ের সংস্থা এটি। ট্রাক, গিয়ার অয়েল থেকে ব্যাঙ্কিং এবং কেবল টিভির ব্যবসা রয়েছে তাঁদের। ফোর্বসের তালিকায় তৃতীয় স্থান পেলেও, গত এক বছরে তাঁদের পরিমাণ ২১০ কোটি ডলার কমেছে। তাঁদের এখন সম্পত্তির পরিমাণ এক হাজার ৮০০ কোটি টাকা।

৪. পালোনজি মিস্ত্রি জল শোধনের জগতে ভারতের এক নম্বর ব্র্যান্ড ইউরেকা ফোর্বস তৈরি করে সাপুরজি পালোনজি গ্রুপ। এখন সংস্থার কর্ণধার পালোনজি মিস্ত্রির মোট সম্পত্তির পরিমাণ এক হাজার ৫০০ কোটি ডলার। তবে গত এক বছরে তাঁর সম্পত্তি কমেছে ৭০ কোটি ডলার।

৫. উদয় কোটাক বিশ্বের অন্যতম ধনী

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী উদয় কোটাকের সম্পত্তির পরিমাণ এক হাজার ৪৮০ কোটি ডলার। দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ব্যাঙ্ক এখন উদয় কোটাকের কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক। গত এক বছরে ৪০০ কোটি ডলার অতিরিক্ত আয় করেছেন উদয়।

এছাড়াও, অষ্টম স্থানে থাকা গোদরেজ পরিবারের আয় গত এক বছরে ২০০ কোটি ডলার কমে এখন তাঁদের সম্পদের পরিমাণ এক হাজার ২০০ কোটি ডলার। নবম স্থানে রয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তল। আর্সেলর মিত্তলের কর্ণধার লক্ষ্মীনারায়ণের সম্পত্তি প্রায় ৮০০ কোটি ডলার কমেছে। তালিকায় দশম স্থানে থাকা কুমার মঙ্গলম বিড়লার সম্পত্তি গত এক বছরে কমেছে ২৯০ কোটি ডলার।

মাত্র এক ঘণ্টায় তরুণী চিকিৎসককে গণধর্ষণ ও খুন করে দেহ জ্বালিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা: পুলিস

মদ্যপান করানো হয় নির্যাতিতাকে

৩০ নভেম্বর তরুণী পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ধৃত চারজনকে জেরা করে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিসের হাতে এসেছে। ধৃতদের জেরা করে এবং পারিপার্শ্বিক তদন্তপ্রক্রিয়া থেকে পাওয়া তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে সাইবারাবাদ পুলিস জানতে পেরেছে, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই ওই তরুণীকে ধর্ষণ ও খুন করে দেহ জ্বালিয়ে দিয়েছিল ধৃতরা।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মহম্মদ আরিফ এবং জল্লু শিবা ইটবোঝাই ট্রাক নিয়ে বুধবার সকাল ন'টা নাগাদ টোল প্লাজায় এসেছিল। সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বাকি দু'জন জল্লু নবীন এবং চিন্তাকুন্তা। ট্রাক থেকে ইট নামাতে দেরি হওয়ার কারণে চারজন সেখানেই অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যা সোয়া ছ'টা নাগাদ তারা প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি নামে ওই তরুণী পশু চিকিৎসককে তাঁর স্কুটি পার্ক করতে দেখে। তখনই তারা গণধর্ষণের পরিকল্পনা করে স্কুটির চাকা ফুটো করে দেয়। রাত ৯টা নাগাদ ওই তরুণী চিকিৎসক টোল প্লাজায় ফিরলে শিবাই তাঁকে চাকা সারাতে সাহায্য করার কথা বলে। ওই চিকিৎসকের বিশ্বাস অর্জন করতে শিবা কিছুক্ষণের জন্য স্কুটিটি নিয়ে দোকান খুঁজতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ফিরে এসে সে জানায়, কোনও দোকান খোলা নেই। পুলিসের দাবি, এরপরই ওই তরুণী তাঁর বোনকে ফোন করে ভয় লাগার কথা বলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশের একটি পরিত্যক্ত কম্পাউন্ডে নিয়ে গিয়ে চারজন তাঁকে গর্ণধর্ষণ করে। রাত পৌনে দশটা নাগাদ তরুণীর মোবাইলটি বন্ধ করে দেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর ১০টা ২০ মিনিটে ওই তরুণী চিকিৎসককে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। এর মিনিট আটেকের মধ্যেই চারজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আরিফ এবং নবীন স্কুটির নম্বর প্লেট খুলে নিয়ে সেটিকে পাশের গ্রামে ফেলে দিয়ে আসে। বাকি দু'জন ট্রাকে চেপে পালায়। এরপর রাত ১টা থেকে আড়াইটের মধ্যে দুষ্কৃতীরা একাধিক জায়গায় পেট্রল কেনার চেষ্টা করে। পরে সেই তেল জোগাড় করে তারা কালভার্টের নীচে তরুণীর দেহটি জ্বালিয়ে দেয়।

পুলিসেরই অন্য একটি সূত্র আবার দাবি করেছে, গণধর্ষণ করার আগে ওই তরুণীকে জোর মদ্যপান করিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। একটি ঠান্ডা পানীয়ের বোতলে মদ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। পুলিসের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতরা পাশের তোন্দুপল্লি গ্রাম থেকে দেড় বোতল মদ, কোল্ডড্রিঙ্কস ও চিপস কিনেছিল। গণধর্ষণের সময় প্রত্যেকেই মত্ত অবস্থায় ছিল। সাইবারাবাদের পুলিস কমিশনার ভি সি সজ্জানার বলেন, 'গণধর্ষণের সময় দুষ্কৃতীরা তরুণীর নাক ও মুখ চেপে ধরার কারণেই শ্বাসরোধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।' পুলিস কমিশনার আরও জানান, ঘটনার পরপরই ওই চারজন শহরে পৌঁছে আত্তাপুরের কাছে ইটগুলি নামিয়ে যে যার মতো বাড়ি পালিয়ে যায়। গত শুক্রবার চারজনকেই নারায়ণপেট এলাকায় তাদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিস। ঘটনার মূল পাণ্ডা মহম্মদ আরিফ পেশায় ট্রাকচালক। বাকি তিনজন খালাসির কাজ করত। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হলে তাদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠান বিচারক।

—*সৌজন্যে বর্তমান*

নাগরিকত্ব বিল নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক অমিত শাহের

প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশের আগে অসম, অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়ের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জানা গিয়েছে, শনিবার অমিত শাহের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনেওয়াল, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু সহ একাধিক সাংসদ সদস্যও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা সারেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সোনেওয়াল বলেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিটি অংশের মানুষের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে যে আলোচনা চলছে, তা অত্যন্ত সদর্থক ও গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা। আমি নিশ্চিত, যাঁরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন উত্তর-পূর্ব ভারত নিয়ে সরকারের দায়বদ্ধতা কতটা গভীর।'

জানা গিয়েছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের ফলে আদিবাসী মানুষজন বিপাকে পড়তে পারেন বলে এদিনের বৈঠকে অধিকাংশ আঞ্চলিক দলের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এনিয়ে অমিত শাহ তাদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, ইনার লাইন পারমিটের মাধ্যমে আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের স্বার্থও ইনার লাইন পারমিটের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকবে। পরবর্তীতে অসমের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানান, এর আগে অধিকাংশ নাগরিক সংগঠনই এই বিলের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এবারের সংশোধনীতে ইনার লাইন পারমিটভুক্ত এলাকা এবং ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকাগুলি সুরক্ষিত থাকবে। এর আগে, গতকাল ১২ জন অ-বিজেপি সাংসদ এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে উত্তর-পূর্ব ভারতকে এই বিল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল লাগুর কথা বলেছিল বিজেপি। পাল্টা তার প্রতিবাদে সরব হয় কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলি।

গঙ্গার দূষণ রুখতে সচেতনতার প্রচারে লালবাগে নৌকাবাইচ শুরু কলকাতা পুলিসের

নৌকাবাইচের মাধ্যমে গঙ্গার দূষণ প্রতিরোধ এবং নদীর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সচেতনতা অভিযানে নামল কলকাতা পুলিসের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রবিবার সকালে লালবাগ সদরঘাট থেকে এই অভিযানের সূচনা করেন জেলার পুলিস সুপার মুকেশ কুমার। তিনি বলেন, কলকাতা পুলিসের বিপর্যয় মোকাবিলার বিশেষ বাহিনী নদীতে নৌকা অভিযানের মাধ্যমে নদীপাড়ের মানুষজনকে সচেতন করে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার প্রচার চালাতে সপ্তাহব্যাপী এই অভিযান শুরু করেছে। অভিযান খুব কার্যকরী হবে কারণ দলটি নদীর জীববৈচিত্র্য বিষয়েও দু'পাড়ের বাসিন্দাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষজনকে সচেতন করবে। এদিনের অনুষ্ঠানে পুলিস সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লালবাগ মহকুমা পুলিস আধিকারিক বরুণ বৈদ্য, সিআই গোবিন্দ বিশ্বাস সহ অনান্য পুলিস আধিকারকরা।

কলকাতা পুলিসের সার্জেন বরুণকুমার চৌধুরী বলেন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও কলকাতা পুলিসের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। লালবাগ সদর ফেরিঘাট থেকে কলকাতা পযন্ত মোট ২৮০কিলোমিটার নদীপথ প্রতিদিন ৪০কিমি হিসেবে সাতদিনে অতিক্রম করা হবে। যাত্রাপথে বেশ কয়েকটি জায়গায় আমরা থামব এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নদী, নদীর জল দূষণ এবং নদীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে সচেতন করা হবে।

—*সৌজন্যে বর্তমান*

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শুরু হল নন্দন মেলা

রবিবার শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শুরু হল ৪৬তম নন্দন মেলা। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী তথা কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুর নামানুসারে এই মেলা শুরু হয় ১৯৭৩ সাল থেকে। মঙ্গলবার ৩ ডিসেম্বর নন্দলাল বসুর জন্মদিন পালিত হবে কলাভবনে। তার আগের দু'দিন কলাভবনের পড়ুয়ারা তাঁদের তৈরি শিল্পকর্ম মেলায় বিক্রি করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্টল দেখা যায় মেলায়। শান্তিনিকেতনের নন্দন মেলায় দেশ-বিদেশের বহু শিল্প অনুরাগী মানুষের ভিড় লক্ষ করা যায়। দু'দিনব্যাপী চলতে থাকা এই মেলাকে নিজেদের হাতেই সাজিয়ে তোলেন পড়ুয়ারা। তার পাশাপাশি দু'দিন ধরে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা। এই মেলার সৃষ্টি হয়েছিল মূলত ভবনের দুঃস্থদের সাহায্যার্থে। ভবনের পড়ুয়াদের নির্মিত বিভিন্ন শিল্পকর্ম বিক্রির পর মেলা থেকে যা আয় হয় তা জমা হয় ছাত্রকল্যাণ তহবিলে। শিল্প অনুরাগী মানুষের পাশাপাশি আর পাঁচটা সাধারণ মেলা থেকে একদমই আলাদা নন্দন মেলাকে চাক্ষুষ করতে কলাভবন চত্বরে ভিড় জমান প্রচুর মানুষ। ভবনের ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যাপক সকলেই নন্দন মেলার জন্য সারাবছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন।

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
ARPITA GUPTA
20 Cambridge Road,
Lafayette, NJ - 07848
E-mail:
arpitagupta2000@gmail.com

Any questions for Membership or Advertisement dues,
Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS # 020-877) is published monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive# 2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ আগামী বছরের ইফির ফোকাস

সন্দীপ রায়চৌধুরী, পানাজি

তালেইগাঁওয়ের ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শেষ হল গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। উদ্বোধনী মঞ্চে গ্যালারি থেকে 'গো ব্যাক' ধ্বনি শুনতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেককে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আসার কথা থাকলেও তাই হয়তো এদিন আর স্টেডিয়ামমুখো হননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রত্যাশা মতোই স্টেডিয়ামে প্রথম সারির কোনও বলিউড তারকা ছিলেন না। ছিলেন গোয়ার রাজ্যপাল প্রমোদ সাওয়ান্ত, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব অমিত খাড়ে, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রবি কিষেণ, প্রেম চোপড়া, আনন্দ এল রাই, রমেশ সিপ্পি, রোহিত শেট্টি, রাকুলপ্রীত সিং প্রমুখ।

ইফির পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হল দক্ষিণের সঙ্গীতকার ইলায়ারাজা, প্রেম চোপড়া, অরবিন্দ স্বামী এবং অসমের পরিচালক মঞ্জু বোরাকে। মঞ্চেই অমিত খাড়ে ঘোষণা করলেন, আগামী বছর সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ পালন করবে ইফি। তাঁর ছবি ও সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ মূলত থাকে কোন ছবি সেরার পুরস্কার পেল আর কার মাথায় উঠল সেরা তারকার সম্মান, তা নিয়ে। সেরা পরিচালকের জন্য রৌপ্যময়ূর এবং ১৫ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার জিতে নিলেন মালয়ালম পরিচালক লিজো জোসে পেলিসেরি 'জালিকাট্টু' ছবির জন্য। সেরা ছবির পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণময়ূর ও ৪০ লক্ষ টাকা নগদে জিতে নিল ফরাসি ছবি 'পার্টিকেলস' (পরিচালক ব্লেইজি হ্যারিসন)। এছাড়াও আইসিএফটি-ইউনেস্কোর বিশেষ পুরস্কার পেল ইফি কর্তৃপক্ষ।

বিশেষ পুরস্কার পেল অভিষেক শাহ'র জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'হেল্লারো'। তাঁকে পুরস্কার তুলে দিতে পরিচালক রাহুল রাওয়াল ও অভিনেতা রবি কিষেণের সঙ্গে মঞ্চে উঠলেন বাংলার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। 'মাইঘাট ক্রাইম নম্বর ১০৩' ছবিতে দুরন্ত অভিনয় করে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতে নিলেন উজা যাদব। 'মারিঘেলা' ছবির জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার গেল সিউ জর্জের ঝুলিতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে পুরস্কার নিলেন তাঁর সহশিল্পী নার্কোস সিরিজে পাবলো এস্কোবারের চরিত্রাভিনেতা ওয়াগনার মৌরা। সেরা ডেব্যু ফিল্মের পুরস্কার পেলেন দু'জন-'মনস্টারস' ছবির জন্য মারিয়াস ওল্টেয়ানু আর 'আবু লীলা' ছবির জন্য আমিন সিডিবুমেডিন। 'বেলুন' ছবির জন্য বিশেষ জুরি পুরস্কার পেলেন চীনের পেমা সেডান। আইসিএফটি-ইউনেস্কো গান্ধী পুরস্কার পেল সঞ্জয়পুরান সিংয়ের ভারতীয় ছবি 'বাহাত্তর হুরে' আর রিকার্ডো সালভেতি পরিচালিত ইতালিয়ান ছবি 'রাওয়ান্ডা'।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে হরিহরণ আর লেসলি লুইসের সঙ্গীতের যুগলবন্দি শোনা গেল। তার আগে অবশ্য 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' থিমে মঞ্চ মাতিয়েছে তনুশ্রীশঙ্করের ডান্স ট্রুপ।

নবদ্বীপে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ চালু করল পুলিস

মহিলাদের সুরক্ষার জন্য নবদ্বীপে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ চালু করল পুলিস। নবদ্বীপ থানার উদ্যোগে শনিবার বিকালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'নট অ্যালং' নামে ওই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের উদ্বোধন হয়। নবদ্বীপ থানার আইসি কল্লোলকুমার ঘোষ বলেন, মহিলাদের রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নতুন হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি হওয়ায় মহিলারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য, চটজলদি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। নবদ্বীপে পড়ুয়া, শিক্ষিকা, গৃহবধূ সহ বিভিন্ন স্তরের মহিলারা এর ফলে উপকৃত হবেন। বিভিন্ন কাজের জন্য অনেক মহিলাকে একাই রাস্তায় বের হতে হয়। অপ্রতিকর পরিস্থিতিতে পড়েও অনেক সময় ভয়ে তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারেন না। সেইসব অসহায় মহিলাদের সুরক্ষার কথা ভেবেই এই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, স্থানীয় ৫০ জনের বেশি মহিলাদের নিয়ে এই গ্রুপের পথ চলা শুরু হল। তবে থানার এই উদ্যোগ এই পরিষেবা চালু হওয়ায় সর্বস্তরের মহিলারা ভীষণ খুশি।

প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি হায়দরাবাদে পশু চিকিতককে গণধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি নবদ্বীপ বাদুড়তলা লেনের বাসিন্দা এক যুবতী টিউশনি পড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে আক্রমণের শিকার হন। ওই ছাত্রী ২১ নভেম্বর রাত সাড়ে ৯টার সময় রামসীতাপাড়া থেকে টিউশনি করে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে নিতে মা আসছিলেন। সেই সময় একটি মোটরবাইকে চেপে এসে দু'জন অশ্লীল আচরণ করে আমাকে ফেলে দেয়। আমার মা চিৎকার চেঁচামেচি করেও দুষ্কৃতীদের ধরতে পারেনি। আমি নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই। তিনি বলেন, নারী সুরক্ষায় নবদ্বীপ থানার উদ্যোগে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ চালু হওয়ায় মনে হচ্ছে আমি একা নই, আমার সঙ্গে অনেকে আছে যাঁরা উপকৃত হবেন।

নদীয়া জেলার মধ্যে নবদ্বীপে এই প্রথম হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ চালু হল। পুলিস জানিয়েছে, ২৫০জনকে নিয়ে একটি গ্রুপ করা যায়। 'নট অ্যালং' নামে গ্রুপটি পূর্ণ হওয়ার পর আবার নতুন করে একটি গ্রুপ তৈরি করা হবে। এদিকে, নতুন গ্রুপ চালু হওয়ায় খুশি এলাকার মহিলারা। বাবলারির বাসিন্দা কেয়া দত্ত বলেন, নবদ্বীপ থেকে বাবলারি যাওয়ার রাস্তার বেশিরভাগ সময় জনশূন্য থাকে। দু'একটি দুর্ঘটনাও ঘটেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হলে ভালো হয়। এই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ চালু হওয়ায় আমরা খুবই উপকৃত হব। ওলাদেবীতলার সঙ্ঘমিত্রা সাহা অধিকারী বলেন, আমার বাপেরবাড়ি নবদ্বীপের বড়ালঘাট। সংসার সামলানোর পাশাপাশি তিনটি বাড়িতে গৃহশিক্ষকতার করি। রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ৯টা বেজে যায়। চতুর্থ বাড়িতে গৃহশিক্ষকতার জন্য অনেক বলেন। কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে সাহস পাইনি। কারণ, বাড়ি ফিরতে রাত সাড়ে ১০টা বেজে যাবে। তবে এবার নবদ্বীপ থানায় নতুন হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ চালু হওয়ায় এই গ্রুপে যুক্ত হয়েছি। এবার ভরসা পাচ্ছি, মনে হচ্ছে চতুর্থ বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করতে পারব। নবদ্বীপের বউবাজারের রিমা কুণ্ডু বলেন, নবদ্বীপ থানার আইসি উদ্যোগে মহিলাদের সুরক্ষার জন্য যে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি হয়েছে, তারজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাকে নির্মল করতে বিশেষ পদক্ষেপ রাজ্যের

বাংলাকে আরও নির্মল করতে রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। শহরের মতো গ্রামেও বাঁশি বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নোংরা-আবর্জনা সংগ্রহ করবেন সাফাইকর্মীরা। প্রতিটি গ্রামের আবর্জনা এক জায়গায় জমা করে সার তৈরি হবে। তবে তার আগে আবর্জনা থেকে পচনশীল এবং অপচনশীল বস্তু আলাদা করা হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় কয়েকটি পঞ্চায়েতে এটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে। পরে প্রতিটি পঞ্চায়েতেই কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে। এর জন্য নির্মল বাংলা প্রকল্প থেকে প্রতিটি পঞ্চায়েতকে ২০লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। পরে বাড়তি টাকা দরকার হলে ১০০দিনের প্রকল্প থেকে তা খরচ করা হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সেক্রেটারি অনুপ দত্ত বলেন, আমাদের জেলায় ১৩টি ব্লকের ১৮টি পঞ্চায়েতে প্রথমে এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে বহরমপুর ব্লকের দু'টি পঞ্চায়েত, নবগ্রাম, সূতি-১ এবং রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বেশ কিছু পঞ্চায়েত রয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি মোশারফ হোসেন মণ্ডল বলেন, ১৮টি পঞ্চায়েতে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর বাকি এলাকাগুলিতে তা করা হবে। জেলার ২৫০টি পঞ্চায়েতেই ধীরে ধীরে কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প হবে।

প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের জন্য পঞ্চায়েতকে জমি ঠিক করতে হবে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে আলাদা ডিপিআর তৈরি হবে। কারণ সব পঞ্চায়েতে জনসংখ্যা বা গ্রামের সংখ্যা সমান নয়। যেসমস্ত পঞ্চায়েত এলাকাগুলি বড় সেখানে এই প্রকল্প তৈরি করতে বেশি টাকা খরচ হবে। আবার যেসব পঞ্চায়েত এলাকা ছোট সেখানে তুলনামূলকভাবে কম টাকা খরচ হবে। কোনও পঞ্চায়েতে ১০কাঠা জমির উপর এই প্রকল্প হতে পারে। আবার কোনও পঞ্চায়েত এলাকায় এক বিঘা জমি দরকার হয়। তবে পুরসভাগুলিতে নিজস্ব সাফাইকর্মী থাকলেও পঞ্চায়েতে তা নেই। শহরে বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন থাকে। সেখান থেকেও সাফাইকর্মীরা আবর্জনা সংগ্রহ করেন। কিন্তু পঞ্চায়েতে সেটাও নেই। সাফাই কর্মীদের টাকা দেওয়ার মতো ফান্ডও পঞ্চায়েতগুলির নেই। তাই কীভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আবর্জনা সংগ্রহ হবে তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে।

এক আধিকারিক বলেন, প্রতিদিন প্রতিটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে আবর্জনা সংগ্রহ করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। সপ্তাহে একদিন গ্রামে গিয়ে সাফাইকর্মীরা আবর্জনা সংগ্রহ করতে পারেন। গ্রামের কোনও প্রান্তে ডাস্টবিনে বাসিন্দাদের আবর্জনা ফেলার জন্য বলা হবে। হোটেল, লজ বা বাড়ির মালিকদের সপ্তাহে অল্প পরিমাণ টাকা সাফাই কর্মীদের দিতে হবে। তাহলেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া এখন পঞ্চায়েত এলাকায় হোটেল, লজ এমনকী বহু বহুতল আবাসনও মাথা তুলেছে। হুগলি, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমানের মতো বহু জেলাতেই পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের পক্ষে সপ্তাহের শেষে সাফাই কর্মীদের জন্য অল্প পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা তেমন কঠিন বিষয় নয়। আধিকারিকদের মতে, নোংরা আর্বজনা তোলার জন্য সপ্তাহে ১০থেকে ১৫টাকা খরচ করলেই এই প্রকল্প চালু থাকবে। পঞ্চায়েতের কাছে সাফাই কর্মীদের বেতন দেওয়ার তেমন সুযোগ নেই। তবে সাফাই কর্মীদের পারিশ্রমিক কারা দেবেন তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ১০০দিনের প্রকল্প থেকেও এই টাকা খরচ করা যেতে পারে।

প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গ্রামীণ এলাকাগুলিতে সাফাই অভিযান নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারও করা হবে। আবর্জনা মুক্ত হলে মশা, মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়। তাতে পরিবেশ দূষিত হয়। কিন্তু কঠিন তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গড়ে উঠলে এসব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এক আধিকারিক বলেন, জনসচেতনতা বাড়ালে সব প্রকল্পের সাফল্য আসে। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। একসময় বাড়িতে শৌচালয় তৈরি নিয়ে অনেকেই দ্বিধায় ছিলেন। চিরদিনের অভ্যাস বদলাতে আধিকারিকরা মাঠে ঘাটে প্রচার করেছিলেন। তারপরে নদীয়া, পশ্চিম বর্ধমানের মতো বিভিন্ন জেলা নির্মল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তেমনভাবেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে। গ্রামীণ এলাকায় বাড়িতে আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলার রেওয়াজ এতদিন ছিল না। বহু জায়গাই ফাঁকা থাকায় সেখানেই নোংরা ফেলা হতো। কিন্তু এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে আধিকারিকরা মনে করছেন।

—সৌজন্যে বর্তমান

'হিন্দুত্বের পথ থেকে সরছি না', জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মন্তব্য উদ্ধবের

▶ প্রথম পাতার পর

এই জায়গায় আসার কথা বলিনি। কিন্তু, তারপরও আমি এখানে।'

এরপরই বিধানসভায় আজই বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়া দেবেন্দ্র ফড়ণবিসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আপনাকে আমি বিরোধী নেতা না বলে একজন দায়িত্বপূর্ণ নেতা বলে চাই। আপনি যদি নিজের দায়িত্ব ঠিক করে পালন করতেন তাহলে বিচ্ছেদ হত না।'

মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে টানাপোড়েনের সময় অযোধ্যা মামলার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বিতর্কিত জমিতে রামলালার মন্দির গড়তে নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ। তারপরই অযোধ্যা যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন শিব সেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। আসলে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় শিব সৈনিকরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কৃতিত্বের ভাগ অন্য কেউ নিক তা চাননি তিনি। কিন্তু, সেসময় এনসিপি ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চলছিল তাঁদের। তাই তাঁকে অযোধ্যা যেতে বারণ করেছিলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকা উদ্ধব সেই নিষেধ অমান্য করতে পারেননি। তাই যাননি অযোধ্যাতেও।

কয়েকদিন আগে মহারাষ্ট্র ডেভেলপমেন্ট ফ্রন্ট গঠন করে মহারাষ্ট্রের মসনদে বসে কংগ্রেস, শিব সেনা ও এনসিপি জোট। আর জোটের নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন উদ্ধব। ঠিক তার আগের দিন অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির তালিকাও প্রকাশ করা হয় জোটের তরফে। তাতে হিন্দুত্বের বদলে গুরুত্ব পেয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। যা দেখে সবাই ভেবেছিলেন দলের জন্মলগ্নে থেকে মেনে চলা হিন্দুত্বের নীতি কি আগেও মেনে চলবে বালাসাহেব ঠাকরের দল। না কি নতুন জোট শরিকদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে! কিন্তু, রবিবার সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন সেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে।

কেন মানুষ বিজেপিকে ভোট দিল না, জানতে চাইব, খড়্গাপুরে দিলীপ ঘোষ

লোকসভা ভোটে ভালো ফল হওয়ার পর বিধানসভা উপনির্বাচনে কেন মানুষ আমাদের ভোট দিলেন না, তা ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করা হবে। রবিবার খড়্গপুরে এসে সাংবাদিকদের একথা বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সংসদ সদস্য দিলীপ ঘোষ। বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর এদিনই তিনি প্রথম খড়্গপুরে আসেন। তবে এদিন তাঁর গলায় আগের সেই জোর ছিল না। তাঁকে ঘিরে নেতা-কর্মীদের ভিড়ও সেভাবে দেখা যায়নি। হাতে গোনা কয়েকজন নেতা-কর্মী এসেছিলেন। তাও আবার তাঁরা দিলীপবাবুর বাংলোয় বেশিক্ষণ ছিলেন না। এদিন দিলীপবাবু খড়্গপুরের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বেশিরভাগ সময়টাই তিনি বাংলোর মধ্যেই ছিলেন। খড়্গপুর ছাড়াও মেদিনীপুর শহর সহ জেলার কয়েকজন নেতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

দিলীপবাবু বলেন, বিধানসভা ভোটে মানুষের প্রকৃত মত প্রকাশ পায়নি।

আগামী পুরসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিটি পুরসভা অনুযায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি কাজ শুরু করে দিয়েছে। তারা মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ইস্যু কী, বোঝার চেষ্টা করছে। সেই মতো পুরসভায় ইস্যুভিত্তিক লড়াই করব। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ায় মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না, সেকথাও বলা হবে। তিনি বলেন, লোকসভা ভোটে আমরা ভালো ফল করায় গুন্ডা-বদমাইশরা গর্তে ঢুকে গিয়েছিল। আবার তাদের উস্কে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর আমাদের নেতা, কর্মীদের উপর হামলা হচ্ছে। পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হচ্ছে।

দিলীপবাবু বলেন, রেলের অনেক সমস্যার আমরা সমাধান করেছি। আরও চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের মতো কাজ করছি। যাঁরা বুঝেছেন, বিজেপি রেল এলাকার সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, তাঁরা তৃণমূলকে জিতিয়েছেন। আশা করব, তাঁরা তৃণমূলের কাছে সমস্যা

উপনির্বাচনে কেন পরাজয় হল, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। আমরা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে যেমন পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাইব, তেমনই ভোটারদের সঙ্গেও কথা বলব। কেন তাঁরা আমাদের ভোট দেননি, তা জানা হবে। কেন ভোট পেলাম না, তা বোঝার চেষ্টা করব। প্রয়োজনে কর্মীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করা হবে। সেই মতো আমরা এগব।

ভোটে এনআরসির প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এনআরসি নিয়ে আমরা ভোটারদের কিছু বোঝাতে যাইনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই ইস্যুতে মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন। দিলীপবাবুর দাবি, এই সমাধানের দাবি করবেন এবং তৃণমূলও সমস্যার সমাধান করবে। তবে, আমরা আমাদের মতো কাজ করে যাব।

প্রসঙ্গত, এবার রেলের সমস্যাকেই তৃণমূল প্রধান ইস্যু করেছিল। তাতেও ফলও এসেছে। এক সময় বলা হতো, কেন্দ্রে যে সরকার ক্ষমতায় থাকে রেল এলাকার ভোটাররা সেই দলকে ভোট দেন। লোকসভা ভোটে সেই প্রভাব পড়লেও উপনির্বাচনে তা হয়নি। রেল এলাকায় কেন্দ্রের শাসক দল এবার জোর ধাক্কা খেয়েছে। আর তা পাশা ওল্টাতে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

—সৌজন্যে বর্তমান

বাঁকুড়া মেডিক্যালে নির্মীয়মাণ সুপার স্পেশালিটি ভবনে মাঝরাতে তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা, আতঙ্ক

স্থানীয় বাসিন্দাদের কাজে নেওয়ার দাবিতে শনিবার রাতে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্মীয়মাণ সুপার স্পেশালিটি ভবনে তাণ্ডব চালাল কয়েকজন যুবক। ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি ওই সময়ে কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষীরা প্রতিবাদ করলে মদ্যপ অবস্থায় থাকা যুবকরা তাঁদের তিনজনকে মারধর করে বলে অভিযোগ। যারমধ্যে দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক নিরাপত্তারক্ষী গুরুতর জখম হয়েছেন। খবর পেয়ে বাঁকুড়া থানা ও হাসপাতাল ফাঁড়ির পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিস জানিয়েছে, নিরাপত্তারক্ষীদের অভিযোগের ভিত্তিতে রাহুল সহিস ও রোহন সহিস নামে দুই স্থানীয় যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের আজ, সোমবার বাঁকুড়া আদালতে তোলা হবে।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যাল পার্থপ্রতিম প্রধান বলেন, শনিবার রাতে নির্মীয়মাণ সুপার স্পেশালিটি ভবনে নিরাপত্তা রক্ষীরা দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তাঁদের তৎপরতায় সমস্ত যন্ত্রপাতি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ওই সংস্থার কর্মীরা লিখিত অভিযোগ করেছেন। আমরাও পুলিসকে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছি।

প্রসঙ্গত, বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরের মধ্যেই প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সুপার স্পেশালিটি ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। দ্রুত প্রকল্পের কাজ শেষ করে পরিষেবা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ইতিমধ্যেই প্রতিটি ফ্লোরে প্রয়োজনীয় দামি দামি যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ চলছে। তাই ভবনে থাকা দামি জিনিসপত্রের নিরাপত্তার জন্য কাজের বরাত পাওয়া সংস্থা নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করেছেন। নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের কথা চাউর হওয়ার পরেই স্থানীয় কিছু যুবক তাঁদের কাজে নিয়োগের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু, বরাত পাওয়া সংস্থা স্থানীয়দের কাজে না নিয়ে নিজেদের লোকেদের নিরাপত্তার কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

যা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার কিছু যুবকের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল।

জখম নিরাপত্তারক্ষীরা বলেন, অন্যান্য দিনের মতোই আমরা নির্মীয়মাণ ভবনের সামনে পাইচারী করছিলাম। রাত পৌনে ১২টা নাগাদ মদ্যপ অবস্থায় ৬ থেকে ৭ জন যুবক হাজির হয়। প্রথমে এসেই তারা আমাদের বাড়ি কোথায় জানতে চায়। আমরা কোনও উত্তর না দেওয়ায় প্রথমে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। অবিলম্বে কাজ ছেড়ে না গেলে মারধরের হুঁশিয়ারি দেয়। এরপরেই কয়েকজন নির্মীয়মাণ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করে। আমরা প্রতিবাদ করলে ওরা সামনে পড়ে থাকা ইটপাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। ওই সময়ে আমরা ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে মদ্যপ যুবকরা ইট মেরে দরজার কাচ ভেঙে দেয়। আমাদের সহকর্মী দীপকবাবুকে বেধড়ক মারধর করে। ওই সময়ে আমাদের একজন পিছনের দরজা দিয়ে কোনওরকমে পালিয়ে গিয়ে হাসপাতালের পুলিস ফাঁড়িতে খবর দেয়। তারপর পুলিসের সঙ্গে এসে তাড়া করে এক যুবককে পাকড়াও করে তুলে দিই। তারপর সকালে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। ওই ঘটনার পর থেকেই আমরা আতঙ্কে রয়েছি।

এদিকে, রাতের ঘটনার কথা জানাজানি হওয়ার পরেই রবিবার সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও বরাতপাওয়া ঠিকাদার সংস্থার আধিকারিকরা নির্মীয়মাণ ওই ভবন ঘুরে দেখেন। ভবনের সামনে গিয়ে দেখা যায়, ঢোকার মুখের মূল দরজার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইটের টুকরো পড়ে রয়েছে। দরজার ভাঙা কাচ ভিতরে ও বাইরে পড়ে রয়েছে। এরপরেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও বরাত পাওয়া সংস্থা পুলিসকে ওই ভবনের নিরাপত্তা জোরদার করার কথা বলেন।

অন্যদিকে, মাঝরাতে হাসপাতাল চত্বরে আচমকা ভাঙচুর ও মারপিটের খবর চাউর হতেই খোলা আকাশের নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরপর পুলিসের গাড়ি আসছে দেখে হাসপাতালে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে ভেবে রোগীর আত্মীয়রা ধড়ফড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েন।

হাসপাতাল চত্বরে রোগীর আত্মীয়দের জন্য থাকার শেডে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খাতড়া থেকে আসা অখিল সরকার। অখিলবাবু বলেন, রাত ১২টা নাগাদ হঠাৎ করেই ইমার্জেন্সির দিক থেকে হইহই চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায়। তারপরই দেখি, পরপর দু’টি পুলিসের গাড়ি হাসপাতাল চত্বরে এসে ঢুকল। গাড়ি থেকে নেমেই পুলিস কর্মীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। তা দেখে বিছানা ছেড়ে উঠে বসি। তারপর জানতে পারি, হাসপাতালে নয়, পাশের নির্মীয়মাণ ভবনে দুষ্কৃতীরা নিরাপত্তারক্ষীদের মারধর করেছে। শুধু আমি নয়, হাসপাতাল চত্বরে যে সমস্ত রোগীর আত্মীয় রয়েছেন সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

মোদী-সীতার ঢালাও বিলগ্নিকরণে সায় নেই সঙ্ঘের

► প্রথম পাতার পর

বিলগ্নি নীতির প্রতিবাদে সরব হয়েছে। এ ভাবে সরকারি সংস্থাকে দুর্বল করা ও লাভজনক সংস্থাকে বেচে দেওয়া নিয়ে মোদীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে কংগ্রেসও। আজও বিজেপি থেকে কংগ্রেসে আসা নেতা উদিত রাজের নেতৃত্বে মোদী সরকারের বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দিল্লির রামলীলায় সভা হয়েছে। রাহুল গাঁধী সেই সভাকে সমর্থন করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে আজ সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে বিলগ্নিকরণের বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছে সঙ্ঘের সংগঠন। হরিদ্বারের বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণের পরে সংগঠনের নেতা অশ্বিনী মহাজন বলেন, “রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ শুধু হঠকারী ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নয়, দেশের স্বার্থের পরিপন্থীও। এটি শুধু ভারতের জনতার অধিকারকে অস্বীকার করা নয়, বরং এর ক্রেতাদের অসাধু সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার শামিল।” শুধু অভিযোগ করা নয়, সংস্থা ধরে ধরে কী বিকল্প পদক্ষেপ সরকারের করা উচিত, তা-ও আজ বলে দিয়েছে সংগঠনটি।

স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের মতে, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম (বিপিসিএল) লাভ করছে। পেশাদারিত্বের সঙ্গে বিশ্বের বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে এই ব্লু-চিপ সংস্থাটি। যদি সরকার এই সংস্থায় তাদের অংশিদারিত্ব কমাতে চায়, তা হলে শেয়ার বাজারে তাকে খাটানো হোক। মঞ্চের এক নেতার কথায়, “শোনা যাচ্ছে, এই সংস্থার উপরে সৌদি অ্যারামকোর নজর আছে। এটি বিপজ্জনক!” তাদের বক্তব্য, রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও বিলগ্নিকরণ কোনও সমাধান নয়। সংস্থার পুনর্গঠন ও পেশাদার পরিচালনাই তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। মঞ্চের বক্তব্য, এয়ার ইন্ডিয়ার লোকসানের বেশির ভাগটাই দেনার জন্য। অসৎ উদ্দেশ্যে এই সব দেনা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ঠিক মতো পুনর্গঠন করলে সংস্থাটি লাভের মুখ দেখবে বলেও মনে করে মঞ্চ।

শিপিং কর্পোরেশন, কন্টেনার কর্পোরেশনের বিলগ্নির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মঞ্চের বক্তব্য, পরিকাঠামো ও বৃদ্ধির আয় আগামী পাঁচ বছরে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এই সংস্থাগুলি সহায়ক হবে। সঙ্ঘের সংগঠনের বক্তব্য, যখন কর আদায়ের লক্ষ্যপূরণ হচ্ছে না, তখন এ ভাবে এককালীন টাকা জোগাড় করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের অভিযোগ, এ ভাবে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের পিছনে কিছু পরামর্শদাতার ষড়যন্ত্র ও আমলাদের উপর বড় শিল্পমহলের প্রভাব আছে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নিয়ে নীতি আয়োগের রিপোর্ট খারিজ করতে হবে। সব নতুন লোকদের দিয়ে নতুন রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। এ যাবৎ করা বিলগ্নিকরণের ব্যাপারে শ্বেতপত্র জারি করতে হবে। দুর্নীতির সম্ভাবনা রুখতে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছে মঞ্চ।

LUXARY APARTMENT IN BALLYGUNGE PARK FOR SALE

A luxurious three bedrooms with bathroom, kitchen, living and dinning room plus maid's room with bathroom.

10 feet South Facing Balcony

Total area of flat is 1935 square feet. Price is Rs. 2.5 crores.

Contact : ashimabasu@yahoo.com Or whatsup 17323475288 (Ashima Basu)

NANDINI TRAVELS

LOW FARES - BEST SERVICE -- 24 HOUR SERVICE

Special first, business, economy and around the world Vacation packages/ cruises/ hotels.

Consolidators of all major airlines all over the world

EMAIL: y2kdutta@gmail.com; PH 718 591 9164 ; CELL 917 544 7900

3 STORIED HOUSE FOR SALE

(Between Ranikuthir and Golf Green in Tollygange)

4 Western Style Units include Bed Room, Living Room, Dinning and Kitchen Combo and attached Bath Room. Small Car Garage/ or 4 Motor Cycle Garage with Storage and Indian Style Bath Room. Ground Floor unto Roof there is 12'x8' Sky Light (may use for Elevator) and 8'x8' . Worship Room on the Roof.

ONLY FOR RS. 75 LAKHS. Contact (301)814-5160

PLOT FOR SALE

Available Four Kattah Plot (2880 sq ft) for sale in Metropolitan Housing Coop, Chingrighata/ EM Bypass. South west facing, quiet and desirable uncongested residential area. Within 5 mins from JW Marriott, ITC Royal Bengal hotels,20 mins from Park Street/downtown and 35 mins from the airport. Clear title and building plan sanctioned for ground plus three floors. Contact Debraj/owner at 201-889-4164 or email dev.addya32@gmail.com.

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

Membership Fee:

[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________________
Spouse's Name: ______________________
Address: ___________________________
City: ______________ State: ____ ZIP ______
Phone #: ____________ E-mail: ____________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ______________________ Date: ________

PLEASE CHEK ONE:
NEW MEMBER: [ ]
RENEWAL: [ ]

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

An Oasis in the Heart of Bhowanipore.

This well maintained contemporary, ground plus 4 storied building, is situated on a quiet street, three short blocks from the Jatin Das Park subway station. It has an elevator, back-up power generator, deep tube well and 24/7 security.

This sunny modern 2nd floor semi furnished Flat offers a western life style. With a north-east-south exposure, it has a 10 x10 N/E balcony off the living room. A western kitchen with lots of storage is opposite the 6 seat dining area and adjacent washroom. The master bedroom is south east facing, incorporating a built in closet-dressing cabinet, a/c and on-suite washroom with a small enclosed den / balcony. The 2nd bed room is south facing with an enclosed balcony. An undercover parking spot with direct access to the street is included.

The total buildup area is 1,074 sqft with an asking price of 9,750R per sq. ft.
For more information please contact - calcutta.oasis2@gmail.com

Guidelines about the Reissuance of Overseas Citizen of India (OCI) Card

सत्यमेव जयते
Consulate General of India
New York

PRESS RELEASE

Guidelines about the Reissuance of Overseas Citizen of India (OCI) Card

It has been noticed that some OCI cardholders were not allowed to board flights to India as the passport numbers on their OCI cards did not match with their current passport numbers and the OCI cards had not been reissued.

To avoid this inconvenience, OCI cardholders are required to note the following guidelines regarding the reissuance of OCI Card: -

Up to the Age of 20 – OCI cardholders must reissue the OCI Card each time their passport is renewed.

Between 21-50 years – Reissuance of OCI Card is **not required each time** the passport is renewed. It is **advisable** to carry the old passport along with the current passport and the OCI Card as part of abundant caution, but is **not mandatory**.

After completion of 50 years of age, OCI Card is required to be reissued mandatorily.

New York
December 11, 2019

Re-issue of OCI card for New Passport (Documents Required)

Application Form (https://ociservices.gov.in/)

These have to be submitted at CKGS through https://www.in.ckgs.us/oci/ . The turn-around time for renewal of OCI at CGI, New York is 2-3 days on receipt of the completed application at the Consulate.

CONSULATE IS ALWAYS AT YOUR SERVICE

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA ESTD. 1971
Organized by Cultural Association of Bengal
NABC 2020 Las Vegas
The Westgate : July 03 - 05
বঙ্গ সম্মেলন
2020
NABC IDOL
Ages 13 to 22
Bengali Songs only
Must reside in North America
NABC 2020 is searching for talented singers to audition and perform in front of 5000+ audience at NABC in Las Vegas. If you live in North America and are between the age of 13 and 22 years, please submit for audition. Follow details at submission
SITE HTTPS://WWW.NABC2020.ORG/NABCIDOL
Tanmoy Bose
Music Director
Prabir Roy
Concept Writer
Malabika Sen
Choreographer
50 ANNIVERSARY
Cultural Association of Bengal
3,4,5 July
হাতে হাত ধরে চলি
NABC 2020
OPENING
CEREMONY
WELCOME TO Fabulous LAS VEGAS NEVADA
NABC FILM FESTIVAL & AWARD 2020
NABC FILM FESTIVAL & AWARD 2020
Paying tributes for 100 years of
Bhanu Bandopadhyay
LOHO PRONAAM
Acharya Jagadish Chandra Bose
LOHO PRONAAM
Prasanta Chandra Mahalanobis
Jonkonthe Nazrul
BANGLADESH
OUTREACH
Observing Birth Centenary of
Sheikh Mujibur Rahman
Paying tributes for 100 years of
Hemanta Mukherjee
Paying tributes to Bharat Ratna
Pandit Ravi Shankar
LOHO PRONAAM
Acharya Prafulla Chandra Ray
AATH POURE
Rabindranath
EXHIBITION/
WORKSHOP
FASHION SHOW
ORGANIZED BY
AGNIMITRA PAUL
Goynar Baksho
Anthony & Shoudamoni
Colours of Bengal
Closing Ceremony
Visit our website: www.nabc2020.org

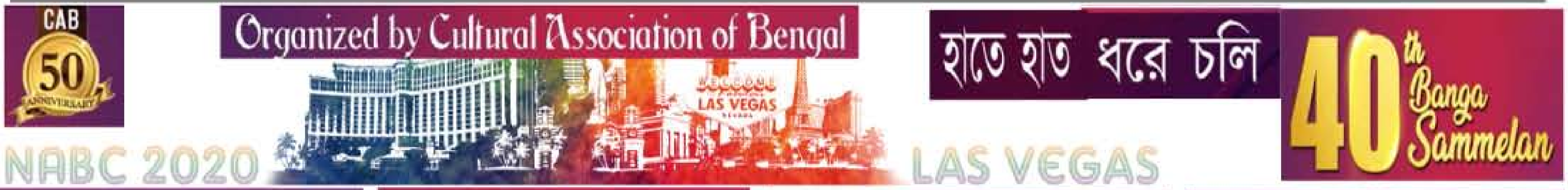

USTAD RASHID KHAN

PANDIT TANMOY BOSE

PANDIT TARUN BHATTACHARYA

PANDIT RONU MAZUMDAR

SURAJIT

DURNIBAR SAHA

ANEEK DHAR

SAHEB CHATTERJEE

JEET GANGULY

DEEPABALI DATTA

SURANJAN ROY

UJJAINI

RUPA DEB

MANOMOY BHATTACHARYA

KUSHAL PAUL

SOUMEN ADHIKARI

CHANDRIKA BHATTACHARYA

SAGNIK SEN

SHREYA GUHATHAKURTA

SHAMA RAHMAN

SOUMEN NANDI

Malabika Sen
Dance coordinator
Inaugural Program

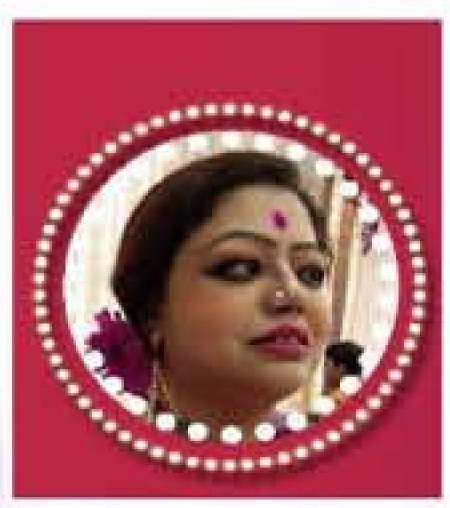
SROVONTI BANERJEE

SOUMILI BISWAS

PREETAM ROY

ANKITA

ANTARA DAS

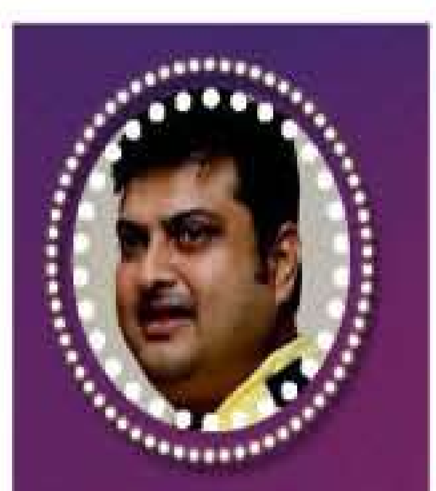
BISWANATH BASU

SOHINI SENGUPTA

PARTHA PRATIM DEB

ফেসবুকে বনলতা

শুচিস্মিতা দেব

আমি তপেন বাগচি। পেশাহীন এবং নেশাহীন ছাপোষা মানুষ। পেশার অভাবে নেশা করার হিম্মত হয়নি কখনও। অভিজাত পাড়ায় ঠাকুরদার আমলের দোতলা বাড়িতে বিনা পয়সার বাসস্থান। বাবা ছিলেন ব্যারিস্টার ঠাকুরদার ল ফার্মের যোগ্য উত্তরাধিকারী। অ্যাক্সিডেন্টে তিনি সহধর্মিণী সহ স্বর্গে গেলে, জ্যাঠামশাই কোন মতে এখন ফার্মের হাল ধরে আছেন। কাকু-কাকি দোতলায়, দু'জনেই রিটায়ার্ড প্রফেসর। একতলায় মাতৃসমা জেঠিমার হেঁশেলে তিনবেলা খাওয়াটা জোটে। যেহেতু পঁয়তাল্লিশেও অকৃতদার, ছাদ-ঘর আমার ঠিকানা।

চিলেকোঠায় থাকতে আমার কোনও অসুবিধাই নেই। গরমে দখিনা হাওয়া, শীতে রোদ্দুরের ওম পাই। আমি দেখেছি ভালো লাগাটা মনের ব্যাপার, না হলে বড় বড় ঘরে থেকেও কাকু-জেঠুরা খুশি কোথায়? অধুনা ছাদের ভাগাভাগি নিয়ে মন কষাকষি চলছে তো দু'পক্ষে। আমি তো ফেকলু পার্টি, আমাকে নিয়ে ওদের টেনশন নেই। বাপ-মায়ের শোক আর টাইফয়েডে আমার মাথাটা নাকি গোলমাল হয়ে এই বে-হাল। পড়াশোনায় জুত হল না। কাকু-জ্যাঠার উত্তর-পুরুষরা 'ক্যাট' 'ম্যাটে'র দৌলতে আধুনিক ট্রেন্ড অনুসারে পশ্চিমবাংলা ছেড়ে ভাগলবা। কেবল আমি অভাগা, সকলের ঝেড়ে ফেলা 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ'কে জাপটে কোনও মতে টিকে আছি। পাড়ার যত হিংলিশ ছেলেপুলেরা আমার ছাদ-ঘরের টিউশনের আখড়ায় বসলেই বাংলায় পাশ। প্রাণপণ প্রচেষ্টায় বোঝাতে চাই ওদের শুধু নম্বরের জন্য নয়, বাংলাকে ভালোবাসলে মধু কবির মতন বাছারা পেলেও পেতে পারিস 'অমূল্য রতন', কিন্তু দেখছি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ফোকাসড সুপার ইন্টেলিজেন্ট প্রজন্মকে বাগে আনা আমার পক্ষে প্রায় 'না মুমকিন হ্যায়'। তবে আশা ছাড়িনি, নানাবিধ হীনতার কারণে প্রচুর দীনতা থাকলেও আমি আশাবাদী। জেঠি বলেন, 'বোকারা আকাশ-কুসুম কল্পনার জগতে থাকে', আমাকে আড়ালে এ বাড়িতে বোকা বলা হয়। বোকাই বটে! না হলে দুই সেট বুড়ো-হাবড়াদের দেখাশোনার জন্য আমাকে সেট করে দিয়ে কাজিনরা তাদের জেট-সেট জীবনে উধাও হয়? হাঁপানি, গেঁটে ব্যথা, হাই সুগার, বিকল হার্ট তিন মাস অন্তর বুড়ো-বুড়িদের ডাক্তারি চেক-আপ, এ বাড়ির ও তার বাসিন্দাদের মেইন্টেন্যান্সের যাবতীয় কর্মে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই অভাগা। তবে এই জীবনে আমি দিব্যি আছি। খোলামেলা ছাদ-ঘর। মাথার উপর মুক্ত আকাশ। বসের চাঁটা নেই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ইঁদুর-দৌড় নেই, এমনকি বউয়ের খিঁচুনিও নেই। বউ প্রসঙ্গে বলি, জেঠির মতে আমাকে তো কেউ মেয়ে দেবে না। কথাটা ভুল। বাংলাদেশে আমার মতন বোকাদেরও বউ জোটে। আদতে বিয়ে দিতে গুরুজনদের কারও চাড় ছিল না, আমারও না। কেন সেটা এবার বলি।

আমার জীবনেও একটু-আধটু রসের জোগান আছে, আছেন এক বনলতা সেন। কবিতার নয়, একেবারে জলজ্যান্ত। পাশের বাড়ির তিনতলায় থাকেন, মিঃ সেন বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট ছিলেন। রাশি রাশি গোলমেলে হার্ট সামলানোর কঠিন চক্করে নিজের হার্টটিকে অকালে উৎসর্গ করেছেন বেচারা।

আমি যখন হাফপ্যান্ট থেকে ফুল প্যান্টে প্রমোটেড হলাম, গোঁফের রেখা আসি আসি, তখন পাশের বাড়িতে বনলতা বধূ বেশে গাড়ি থেকে নামলেন। হাঁ করে দেখতে দেখতে সেই যে টালমাটাল হলাম এখনও এই আধা বুড়ো বয়সেও আর তালে ফিরতে পারিনি। বাপরে! রূপসী হো তো অ্যায়সা! ডানাকাটা পরী তায় বিদুষী। বনলতার রূপ আর ডাক্তারকাকুর অঢেল টাকা, ফলে তাদের ড্রইংরুম ভরে থাকত স্তাবকে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন বনলতা আর ফ্রি সুরায় আচ্ছন্ন স্তাবকদের 'আহা'র বন্যায় ভাসতেন। ওই মেহফিলে যোগ দেবার প্রবল বাসনা বুকে চেপে আমার দিন কাটত। কবিতা আমিও ভালোবাসি, কিন্তু গর্বিত রাজহংসীটির কাছাকাছি যাবার যোগ্যতাই কোনদিন হল না। অগত্যা 'আকাশ কুসুম' হয়ে রয়ে গেলেন বনলতা।

ছেলেবেলায় দুষ্টুমি করে সেনেদের খোলা ছাদে বল ফেলে 'কাকিমা'কে ডাকলে উনি শোবার ঘর থেকে আলুথালু বেরিয়ে বলটা ফিরিয়ে দিতেন। কোনওদিন রাগেননি। 'এত জোরে ছুঁড়িস কেন? তোর বল এবার হারাবে!' হায়রে, বল তো তুচ্ছ, আমিই বলে হারিয়ে বসে আছি! এইভাবে কেটে গেল এতগুলো বছর! বনলতার সংসার জীবনের সম্পৃক্ত দর্শক হয়ে অপরিবর্তনের পাঁকে বুঁদ হয়ে পড়ে আছি। আমার সামনে তিনি বয়স্কা হলেন, বিধবা হলেন, ছেলে বিদেশে গেল, স্তাবক দল হাওয়ায় মেলাল। জেঠির বনলতাকে ভারী অপছন্দ। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'বড্ড দেমাকি আর বাউন্ডুলে মহিলা! অসংসারী। ডাক্তার ঠাকুরপোকে যত্ন করেনি একটুও। ছেলেটাকে তো আয়াই মানুষ করেছে। তাই ছেলেরও টান নেই মায়ের উপর, ফিরিঙ্গি মেয়ে বিয়ে করে এ মুখো হবার আর মুখ নেই ছেলের।' 'আমি জানি, উনি তোমার সত্যনারায়ণের পূজায় আসেন না তাই তোমার রাগ।' আমি জেঠিকে খোঁচা মারি।

'রাগ হবে না? বারের পুজো বলে কথা। তবে কোথাওই যায় না তো। কোন লৌকিকতা মানে? কীসের যে এত গর্ব! শরীর খারাপ শুনি, কিন্তু কী হয়েছে কেউ জানে না। আগে তো পার্টি, কবিতার আসর, ফূর্তিতে মেতে থাকত, এখন তিনতলার টঙে উঠে বসে আছে। একা একা থাকিস একটু তো প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানিয়ে চলবি বাপু!' ওঁর এই একা একা ভাবটাই তো আমায় টানে। একা থাকাটা একটা আর্ট। নিজেকেই হতে হবে নিজের বন্ধু। ক'জন পারে সেটা? বনলতা পেরেছেন। সাধারণ মানুষ বোঝে না উদাসীন বনলতাদের। উনি নিয়মের খাঁচায় বন্ধ তোতা পাখি হয়ে বাঁচতে চাননি।

আমি তো দেখি ঘণ্টার পর ঘণ্টা উনি বেডরুম লাগোয়া ছোট ছাদটায় ফুলগাছের পরিচর্যা করেন। কত ফুল ফোটান। পূর্ণিমা রাতে মোমের পুতুল হয়ে চাঁদের আলোয় ভাসেন। ঘরময় ছড়ানো নিজের পয়সায় ছাপানো পুরনো কবিতার বই নিয়ে ডুবে থাকেন নির্জন দুপুরে। উনি একজন আত্মস্থ মানুষ, আমি ওঁকে বেশ বুঝি। তবে আমি যে ওকে দেখি সেটা বুঝতে দিই না পাছে উনি অস্বস্তিতে পড়েন।

একা বাঁচা কাকে বলে সে আমিও বেশ জানি। আমি যখন বারো, দোলে গাড়ি নিয়ে শান্তিনিকেতন গেলেন বাবা-মা। খুড়তুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে রং খেলার আকর্ষণ ছেড়ে যাওয়া তখন আমার কাছে অসম্ভব। বাবা-মা ফেরেননি, ফিরল দুটো ডেডবডি। সেই থেকে সংসারকে নতুন করে চেনার শুরু। আশপাশের মানুষদের বদলাতে দেখলাম ধীরে ধীরে। বাস্তব সম্পর্ক বদলায়, কল্পনার সম্পর্কের বদল হয় না। তার চাবিকাঠিটা যে আমারই হাতে। আমার বনলতা তাই পার্মানেন্ট হয়ে রয়ে গেলেন আমার জীবনে।

'ফেসবুকে' আমি একদিন বনলতাকে পেলাম। ছবিটা আগের, তাঁর চোখ দুটিতে তখন পাখির নীড়ের আশ্রয়, মুখের স্থাপত্যে শ্রাবস্তীর কারুকার্য। এই পুরনো বনলতাকে খুব চিনি। 'জয় মা' বলে পাঠালাম বন্ধুত্বের অনুরোধ! কী কাণ্ড? 'বহুদিনের প্রতিবেশী'কে বনলতা গ্রহণ করলেন। মন বলল, অবশেষে স্বপ্ন সফল হল, ওঁর জৌলুসহীন আলো নেভা মেহফিলে পা রাখলাম আমি। বনলতা 'ফেসবুকে' কবিতা লেখেন। আমি তৎক্ষণাৎ পড়ে ভালোলাগা জানাই। কখনও মন্তব্য করি, উনি উত্তর দেন। সবই হয় বাতাসে উড়ে উড়ে, সামনাসামনি রয়ে যায় সেই আবাল্যের দূরত্ব। বুঝি না আদৌ জানেন কি আমার পরিচয়? খেয়াল করেছেন কি আমার নীরব অস্তিত্ব? আমি তার কবিতায় তাকে ঘিরে থাকা ঝুমকো লতা, একলা ছাতিম গাছ, কার্নিসের নিঃসঙ্গ ঘুঘুদের দিব্যি শনাক্ত করি, ঘ্রাণ পাই ওঁর যাপন বৃত্তান্তের।

কবিতা কিন্তু তিনি ভালোই লেখেন। সামাজিক অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু মানবিকতার কথা লেখেন। ধীরে ধীরে তার পাঠক দল ভারী হচ্ছে। অল্প বয়সে প্রশংসায় না ভেসে, খেটেখুটে মন দিয়ে লিখলে তিনি কবি হিসাবে এতদিনে দাঁড়িয়ে যেতে পারতেন।

আজ কিছুদিন ধরে দেখছি 'ফেসবুকে' তাঁর পোস্ট করা কবিতা নিঃসঙ্গতার সুরে ম্রিয়মাণ। বড্ড নিরাশার কথা বলে তাঁর আজকের কবিতা 'একলা কাঙাল'। এমন তো বড় ঘটে না। গুণমুগ্ধরা তাঁর ভেঙে পড়া মানসিকতাকে পজিটিভ করে তোলার উপদেশ দিয়েছেন দেখলাম। আমি কিছুই লিখিনি, কবিতাটা পড়ে আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। রাতের নির্জনতাকে ভেঙে দেয় মেঘের গভীর গর্জন, ছাদের পাশে এসে দেখি আকাশ ছেয়ে কালো মেঘ, বিদ্যুতের রেখা এঁকেবেঁকে সাপের জিভের মতন ছোবল মারছে। প্রবল হাওয়ার ঝাপটায় ধুলো উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। সামনেই বনলতার শোবার ঘর। ভাবছি তাঁরই কথা আর তখনই দমকা বাতাসে উড়ে গেল বনলতার জানলার পর্দা, আমি দেখলাম এক অলৌকিক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। খাটের উপর টুল, তার উপরে বনলতা। গলা পেঁচিয়ে শাড়ির ফাঁস উঠে গেছে ফ্যানের উচ্চতায়। আমি এত চমকে যাই যে কথা বলতে পারি না, বনলতা দমকা বাতাসের ধাক্কায় দুলে উঠে জানলার দিকে মুখ ফেরান। যে কোনও মুহূর্তে এখন অঘটন ঘটে যেতে পারে, হাতে সময় নেই, আমি চেঁচাই 'কাকিমা, এমন করবেন না প্লিজ'

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন এইদিকে, শ্রাবস্তীর ধ্বংসস্তূপকে দেখি জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে মাত্র কয়েক মিটারের দূরত্বে। হাওয়ায় পর্দা সরে যাওয়ায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একে অপরকে। অপ্রত্যাশিত ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় বনলতা থমকে আছেন!

'প্লিজ, প্লিজ নেমে আসুন!'

আমি ঝুঁকে পড়ি, পারলে লাফ মেরে পৌঁছে যাই। দাঁড়িয়ে রইলেন। কয়েক মিনিটই হবে, আমার কাছে সেকেন্ডরা এখন ঘণ্টার মতন দীর্ঘ। তারপর ধীর হাতে ফাঁসটা খুলে সাবধানে নেমে এলেন মেঝেতে। হাওয়ায় এলোমেলো চুল, রক্তশূন্য মুখে এগিয়ে এলেন। জানলার মুখ চেপে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বললেন, 'আরেকটু হলে মরে যেতাম'

'আপনি এটা কী করছিলেন?' আমি রাগই করে ফেলি, আসলে তো বুক কাঁপছে।

'তুমি তো আজ আমার কবিতার কমেন্ট করনি তপেন।'

'আপনি আমার নাম জানেন?'

'সবাই ক্রিটিসাইজ করল, কেউ বুঝল না, আমি আর বাঁচতে চাই না তপেন।'

'আপনি তো কোনওদিন এত ভেঙে পড়েন না, কী হয়েছে? খুব কষ্টে আছেন মনে হল।'

এরপর ১৭ পাতায় ▶

বন্ধুত্ব

তপনকুমার দাস

দীনবন্ধুর যে ক'জন বন্ধু ছিল, তাদের সবাই প্রায় হারিয়ে গেছে। কলেজবেলার পর চাকরিবেলার শুরুতেই হারানোর পালা শুরু হতে হতে সংসারবেলায় পৌঁছে একেবারে ফেড আউট হয়ে গেছিল যাবতীয় বন্ধুত্ব। একে অপরকে ভুলে যেতে যেতে একসময় গল্পের উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সব বন্ধুত্ব। সংসারের পালা-গানে ঝালাপালা হতে হতে কখনও-সখনও যদি নিস্তার পাওয়া যেত তখন রিমার সঙ্গে গল্প জুড়তে ভুলত না দীনবন্ধু জানো তো, মিহির পড়াশুনোয় কী ভালোই না ছিল, অথচ শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি জোটাতে পারল না। কিংবা বলত, সিনেমার নায়ক হতে গিয়ে কী হেনস্তাই না হয়েছিল বিমল। মায়ের গয়না চুরি করে শেষ পর্যন্ত হাজতবাস করতে...। স্বামীর হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের প্রতি রিমার কোনও উৎসাহ না দেখে হতাশ হতো দীনবন্ধু। হতাশ হলেও সহজে ছাড়ত না রিমাকে। পাশের ফ্ল্যাটের ঘোষ-গিন্নির মতো গাওয়া ঘি রঙের জামদানি শাড়ি কিনে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে শোনাতে চাইত অজিতের বোন নন্দিতার গল্প। নন্দিতার ভুল বানানে ভরা প্রেমপত্র লেখার গল্প। দীনবন্ধুকে তিন-তিনটে চিঠি লিখেও যখন পাত্তা পায়নি, তখন পাকড়াও করেছিল ত্রিনাথকে। বলতে বলতে হেসে ঢলে পড়ত দীনবন্ধু। একটু হয়তো ছুঁয়েও দিত রিমাকে। আর তখনই সোফার পাশে বসা স্বামীকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াত রিমা তোমার বড্ড ঢলে পড়া স্বভাব। বড় বড় সব ছেলে-মেয়েরা ঘরে। দেখলে কী ভাববে বলো তো?

দীনবন্ধুর উত্তরের অপেক্ষা করত না রিমা। হেঁশেলে পালিয়ে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা করত স্বামীর স্মৃতিচারণের বহর থেকে। রিমা পালালেও দুঃখ পেত না দীনবন্ধু। স্মৃতি সতত সুখের। নিজের মনে নিজেই ডুবে যেত হারানো বন্ধুদের স্মৃতি মন্থনের সমুদ্রে। স্মৃতির ঢেউয়ে ভেসে যেত। আছড়ে পড়ত। আবার ভাসত। আছাড় খেত। সুখ-দুঃখ, দুঃখ-সুখের স্মৃতি মানুষের জীবনের হৃদস্পন্দন। বেঁচে থাকার, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। সুতরাং রিমা এড়িয়ে গেলেও বুঁদ হয়ে থাকতে ভালোবাসত দীনবন্ধু। মনে মনে রিমার উদ্দেশে বলত মেয়েরা বন্ধুত্বের কী বোঝে? হিংসা আর পরশ্রীকাতরতার অসুখে ভুগলে কি আর বন্ধুত্ব করা যায়?

বলবে না কেন? রিমার মুখে কোনও দিন তার কোনও বন্ধুর গল্প এমনকী নামও শোনেনি দীনবন্ধু। কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্নটা একদিন করেই ফেলেছিল ছেলে-মেয়েদের আড়ালে তোমার কোনও বন্ধু নেই? কই তাদের কথা তো কোনও দিন বলো না? স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে একগাল রহস্যের হাসি ছড়িয়েছিল রিমা থাকবে না কেন? খুউব আছে। তবে তারা তোমার বন্ধুদের মতো গেলাসের বন্ধু নয়।

ওঃ, উত্তর শুনে একটু দমে গেছিল দীনবন্ধু। বলেছিল আমাদের সমাজে মেয়েদের হাতে গেলাসটা এখনও তেমনভাবে ওঠেনি, তাই বলতে পারলে। উঠলে তো সন্ধের পর সংসারটা ভরত-নাট্যমের স্টেজ হয়ে যেত।

মোটেও না। ওই সব ছাইপাঁশ গিলে বন্ধুত্ব করার চেয়ে নির্বান্ধব থাকা অনেক ভালো হাতের কাজ সারতে সারতে নিজের মনে নিজেকে বলার মতো করে বলেছিল রিমা।

মাসে ক'দিন আমার হাতে গেলাস উঠতে দেখেছ? স্ত্রীর উপর অভিমান হয়েছিল দীনবন্ধুর জানি জানি, তোমার বন্ধুদের সব খবর আমার জানা আছে।

তাই? কী জানো, একটু শোনাবে আমাকে? কান খাড়া করে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল রিমা।

ওই তো বিট্টুর মা, দর্জিপাড়ার ধুমসো মহিলাটা, কী যেন নাম?

কল্পনা মোটেও আমার বন্ধু নয়। ওর ছেলে বাপ্পার সঙ্গে পড়ে। স্কুলের দুয়ারে দেখা হয়, ব্যস আবার নিজের কাজে ফিরেছিল রিমা।

টুম্পার মা গীতা? তার সঙ্গে তো দিনে চোদ্দোবার কথা হয়। নারায়ণ পুজোর প্রসাদ খেতে যাও। রামমন্দিরে শাড়ি কিনতে যাও, নাছোড় দীনবন্ধু কিছুতেই ছাড়তে চায়নি রিমাকে। গীতাকে একটু বেশিই পছন্দ করে দীনবন্ধু। বিট্টুর মায়ের মতো থলথলে নয়, আবার সানুর মায়ের মতো প্যাঁকাটিও নয়। গায়ের রং শ্যামলা হলেও বেশ চিকচিকে। আর চোখ দুটো? সে তো একেবারে মদন বাণ।

গীতা তো আমার চেয়েও তোমার বেশি বন্ধু। স্কুটারের পিছনে বসিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাও

গীতা বলেছে বুঝি? গোপন কথাটি গোপন না থাকায় ফুঁসে উঠেছিল দীনবন্ধু স্ট্যান্ডে একটাও রিকশ ছিল না। নিজেই যেচে এসে দু'কাঁধ ধরে পিছনে ঝুলে পড়ল।

জানি জানি। গীতা আমাকে সব বলেছে হিংসে হিংসে স্বরে শুনিয়ে দিয়েছিল রিমা। তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিল, পরের বউকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে অত ঘন ঘন ব্রেক কষার কী হয়েছিল? ঘন ঘন ব্রেক কষেছি? আমি? গীতা বলেছে বুঝি?

না, ঠিক তা বলেনি। বলেছে, রিমা, তোর বরটা খুব ভিতু। স্কুটার চালানোর হাতটাও পোক্ত নয়। ওইটুকু রাস্তায় পঞ্চাশবার কেউ ব্রেক কষে? নিজের ঢঙে জবাব দিয়েছিল রিমা। চোখ রেখেছিল দীনবন্ধুর মুখের ক্যানভাসে। তারপর দীনবন্ধুর কোনও উত্তর শোনানোর আগেই ঘোষণা করেছিল রায় আমি তো তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ঘন ঘন ব্রেক কষার উদ্দেশ্যও বুঝি। গীতার ঢুলু ঢুলু স্বভাবকে ক্যাশ করতে চেয়েছিলে, তাই তো?

রিমার রায় শোনার পর বন্ধুত্ব নিয়ে আলোচনা আর এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়নি দীনবন্ধু। গীতার স্পর্শটুকু স্মৃতিতে রেখে ঘর ছেড়েছিল নিস্তার পেতে। বিট্টুর মা, গীতা আর শ্রীলেখার সঙ্গেই একটু যা মাখামাখি রিমার। তার বাইরে আর যারা আছে তারা তেমন উল্লেখযোগ্য কেউ নয়। কিন্তু দীনবন্ধু তো জানতে চেয়েছিল অন্য কথা। রিমার স্কুল কিংবা কলেজবেলার কোনও বন্ধুর কথা। 'বন্ধু' তার কারণ 'বান্ধবী' শব্দটাকে তেমন প্রাধান্য দিতে চায় না দীনবন্ধু। দিতে ইচ্ছে করে না। কেমন যেন প্রাণহীন, ছাড়া ছাড়া মনে হয়। চাকরি পাওয়ার পর দপ্তরে পেয়েছিল অনুরাধাকে। বয়সে দু-তিন বছরের বড় হলেও 'দিদি', 'দিদি' চেহারা ছিল না অনুরাধার। রিমা তখনও দীনবন্ধুর জীবনে চৌকাঠ পেরয়নি। তাই অনুরাধাকে বান্ধবীর মর্যাদা দিয়ে মনে মনে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রূপকথার দেশে বেড়াতে যেতে ভালোই লাগত। অনুরাধাও সাড়া দিত শনিবারের ইভিনিং শো-এ সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়ার প্রস্তাবে। পুরনো বন্ধুদের কাছে বুক ঠুকে গর্ব করত দীনবন্ধু তোরা ওই এক নন্দিতাতেই মেতে আছিস। আছে তোদের কোনও বান্ধবী? অনুরাধার মতো?

না নেই ঠাস করে মুখের উপর বলে দিয়েছিল বিমল। বান্ধবী না অন্য কিছু? ইয়ে, মানে বিয়ে করে ফেল তোর ওই পরমাণুকে। অজিত জ্ঞান দিয়েছিল বান্ধবী জুটিয়েছিস তো! পকেট সেলাই করে রাখিস। গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ত্রিনাথ মাসিমা জানেন? না কি নারদের ভূমিকাটা আমিই পালন করে আসব?

রিমার কাছে গীতার খোঁটা খেয়ে পালিয়ে এসেও নিস্তার নেই দীনবন্ধুর। থাকবে কেমন করে? মানুষের মতো তো কখনও ফাঁকা থাকে না। মানুষ তো কখনও চুপ করে থাকতে পারে না। মনের ভাবনা, মনের কথোপকথন মনে মনেই চলতে থাকে। ত্রিনাথের কথা মনে পড়তেই তাই মনে মনে হেসে ফেলে দীনবন্ধু। প্রস্তাবটা অনুরাধার কানে পাড়তে গিয়েও পাড়তে পারেনি। ভিতু প্রেমিকের স্বভাব। বলি বলি করতে করতেই প্রেম পালিয়ে যায় চলি চলি বলে। তবে অনুরাধা নেমন্তন্ন করেছিল। ভাইফোঁটায়। বলেছিল, আমার ভাই নেই। তোমারও বোনের অভাব। চলে এসো। প্রস্তাব শুনে ভিরমি খাওয়ার দশা হয়েছিল দীনবন্ধুর কিন্তু বন্ধুত্ব? ওমা, ভাই-বোনের কি বন্ধুত্ব হয় না? বলতে বলতে অফিসের মধ্যেই অনুরাধা নিজের কমললতা দুই হাত মালা করে জড়িয়ে ধরেছিল দীনবন্ধুর গলা। ক্যামেরা থাকলে তোদের ভাই-বোনদের একটা ছবি তুলে রাখতাম পাশের টেবিল থেকে টিপ্পনি ছুঁড়ে দিয়েছিল সামন্তবাবু। বন্ধু আর বান্ধবীর জ্যাকেট খুলে সেই যে সেদিন দীনবন্ধু আর অনুরাধা ভাই-বোন হয়ে গেছিল, সে সম্পর্ক আজও অটুট হয়ে আছে। অনুরাধার মেয়ে অলকানন্দা তো মামা বলতে পাগল। প্রতি রবিবার শ্যামনগর থেকে ছুটে আসে শুধু মামির হাতে রান্না চিকেনকারি খেতে। কিন্তু দীনবন্ধুর অবচেতন মন এখনও মাঝেমধ্যে কামনা করে অনুরাধাকে। একান্তে রিমার চেহারায় গুলিয়ে নেয় অনুরাধাকে।

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/ তাই হেরি তায় সকল খানে...

ধুস! আজকাল এই এক জ্বালা হয়েছে। মোবাইল ফোন। একটু যে মন দিয়ে মনের কথা ভাববে, সে উপায় নেই। অথচ যখন থাকার দরকার ছিল তখন ছিল না। থাকলে কত বন্ধু হতো। বান্ধবী জুটত। এসএমএস পাঠিয়ে মনের কথা ফোনের পর্দায় নিবেদন করা যেত। এখন এই অবেলার পড়ন্ত রোদে মোবাইলের চাকচিক্য তেমন ভালো লাগে না দীনবন্ধুর। অনুরাধা সবে উঠে আসছিল এক পা এক পা করে। ঠিক তখনই বেজে উঠতে হল যন্ত্রটাকে?

তুমি কি চা খাবে না স্নানে যাবে?

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/ তাই হেরি তায় সকল খানে...।

হ্যালো, মিহির। বল... রান্নাঘর থেকে উড়ে আসা রিমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় না। আজই সকালে খুঁজে পাওয়া হারানো ছেটিবেলার বন্ধুর সঙ্গে ফোনালাপে ব্যস্ত হয় দীনবন্ধু। তবে বেশিক্ষণ নয়, মাত্র দু'মিনিট ষোলো সেকেন্ড। মিহির ছিল চিরপ্রেমিক। যাকে দেখত তাকেই পছন্দ হয়ে যেত। মনে মনে ভালোবেসে খুশি হতো। একতরফা হলেও বুক চিতিয়ে বলত, পারবি তোরা এমন নিঃস্বার্থ প্রেমিক হতে?

না, আজ আর অফিস যাওয়া হবে না। তুমি চা দাও, ঝট করে বাজার থেকে একটু ঘুরে আসি ফোন ছেড়ে রান্নাঘরে রিমার পাশে এসে দাঁড়ায় দীনবন্ধু। খবরটা ঢেলে দেয় স্ত্রীর কানে, মিহির আসবে। একটু মটন নিয়ে আসি। মিহিরকে মনে আছে তো? সেই যে আমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি গেছিল কনে দেখতে?

এরপর ১৬ পাতায় ▶

অভিভাবকহীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মালদহ: উপাচার্য পদত্যাগ করে এখন রয়েছেন কলকাতায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি আর গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ফিরবেন না। অন্যদিকে,বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক রেজিস্ট্রারও বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন না। দুই শীর্ষ আধিকারিকের মধ্যে একজনের পদত্যাগ এবং অপরজনের সঙ্গে তাঁর কোনও কর্মীর কার্যত কোনও যোগাযোগ না থাকায় প্রকৃত অর্থেই এখন অভিভাবকহীন অবস্থায় রয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যত কর্তৃপক্ষহীন হয়ে পড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের প্রাপ্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে আজ, সোমবারও নিজেদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর শিক্ষা কর্মীরা। তবে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নতুন উপাচার্যের নাম ঘোষণা করা হতে পারে।

পদত্যাগী উপাচার্য স্বাগত সেন রবিবার টেলিফোনে বলেন, যেহেতু আমার পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয়নি, তাই আমি কলকাতায় বসে বিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেটুকু করা দরকার তা করছি। পদত্যাগের পরে গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। যেটুকু করার তা ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখে করে চলেছি। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিপ্লব গিরির সঙ্গে একাধিকবার টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। তাঁর মোবাইলে পাঠানো বার্তারও উত্তর দেননি। ভারপ্রাপ্ত সহকারী রেজিস্ট্রার সাদেক আলি বলেন, আমার সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের টেলিফোনে যোগাযোগ হয়নি। তাঁকে শুক্রবার আমি ফোন করেছিলাম, কিনযোগাযোগ হয়নি। একটি মোবাইল বার্তার মাধ্যমে তিনি শুধু কলকাতায় যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। আমাকে তাঁর দায়িত্বপালনের নির্দেশও ফোনে বা ই-মেলের মাধ্যমে জানাননি। ফলে তাঁর বিষয়ে আমি কিছু জানাতে পারছি না।

দুই কর্তার অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় যে এই মুহূর্তে অভিভাবকহীন তা প্রকাশ্যেই বলছেন পড়ুয়া থেকে শিক্ষা কর্মীরা। উল্লেখ্য, তাঁদের কাজের জন্য প্রাপ্য আর্থিক ও স্থায়ীকরণের অধিকার আদায়ের দাবিতে ২০ নভেম্বর থেকেই লাগাতার কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের আন্দোলনের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত একটি নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রত্যাহারও করে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বাকি দাবিদাওয়া পূরণের লক্ষ্যে সোমবারও তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে জানানো হয়েছে সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি'র গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পক্ষ থেকে।

ইতিমধ্যে তাঁদের আন্দোলনের সাফল্য প্রার্থনা করে শিক্ষাকর্মীদের পক্ষ থেকে তারাপীঠে পুজো দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সংগঠনের সম্পাদক শুভায়ু দাস বলেন, উপাচার্য এখন আর নেই বললেই চলে। যিনি রয়েছেন তিনি আমাদের কাছে নিখোঁজ। আমরা কার কাছে যাব তা বুঝতে পারছি না। তাই আমরা মায়ের শরণাপন্ন হয়ে পুজো দিয়েছি। শুভায়ুবাবু আরও বলেন, শনি ও রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। তা সত্ত্বেও আমাদের সহকর্মীরা ক্যাম্পাসে গিয়ে ঘুরে এসেছেন। কারণ আমরা মাটি কামড়ে নিজেদের জীবন—জীবিকার স্বার্থে লড়াই করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত এক বর্তমান ও এক প্রাক্তন আধিকারিক আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বেশকিছু ছক কষছেন। সবটাই আমাদের নজরে রয়েছে। জেলা তৃণমূল নেতৃত্বও পুরো বিষয়টি নিয়ে অবগত রয়েছেন। আমরা দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা উচিত বলে মনে করছেন পড়ুয়া থেকে আধিকারিক এবং শিক্ষক শিক্ষিকারাও। এক ছাত্রী বলেন, কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ নিতে গিয়ে শুক্রবার সমস্যায় পড়েছিলাম। শিক্ষাকর্মীদের চালু করা জরুরি হেল্প ডেস্কে গিয়ে আবেদন করায় তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রেজিস্ট্রার না থাকায় চরম সমস্যা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এক প্রবীণ অধ্যাপক বলেন, উপাচার্যের পরেই রেজিস্ট্রার পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উপাচার্য যেখানে পদত্যাগ করেছেন সেখানে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের উচিত ছিল নিয়মিত অফিসে থাকা। কিন্তু মাত্র একদিন অফিসে এসে তিনি যেভাবে আবার কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন বলে শুনতে পাচ্ছি তাতে সব মহলেই ভুল বার্তা যাচ্ছে। নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

বন্ধুত্ব

▶ ১৫ পাতার পর

দীনবন্ধুর কথা শুনে বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে রিমার। কিন্তু মুখে প্রকাশ করে না। মেয়েদের চিরন্তন স্বভাবে বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না। চায়ের বাটি চাপিয়ে দেয় ওভেনে।

মিহিরের খুব পছন্দ ছিল তোমাকে রিমার সাড়া না পেয়ে ডাইনিং স্পেসে ফিরে আসে দীনবন্ধু।

জানি, মুখ ফস্কে এক শব্দের উত্তরটা প্রায় বাতাসে ছুঁড়ে দিয়েছিল রিমা। কিন্তু না, মুখ ফস্কাতে দেয় না। ভারী সুন্দর সহজাত ভঙ্গিতে সামলে নেয়। ফুটন্ত চায়ের বাটিতে চামচ নাড়তে নাড়তে শুনিয়ে দেয় হক কথা গেলাস পেতে গিলতে বসো না।

তোমার ওই এক দোষ। এক স্বভাব। ঠাকুমা দিদিমার যুগে পড়ে থাকার স্বভাব। এতদিন বাদে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে, একটু সেলিব্রেট করব না?

না, করবে না। ঘরের ভেতর বেলেল্লাপনা আমি সহ্য করব না। ফোন করলেই বাপ্পা জিজ্ঞাসা করে, মা, বাবা ঠিক আছে তো? আজকালকার ছেলে। হোস্টেলে থাকে। একটা সিগারেট পর্যন্ত...

মায়ের স্বভাব পেয়েছে খুশি হয় দীনবন্ধু। তোষামোদ করে রিমাকে অতটা সেকেলেপনাও ঠিক নয়। একটু স্মার্টনেস দরকার।

স্মার্টনেস? বলো ভলেন্টারি ম্যাডনেস। ইচ্ছে করে পাগল হওয়া। তোমার কাছেই তো শুনেছি তোমার বন্ধুর গল্প। চার চুমুক পেটে পড়তে না পড়তেই মাতলামির সীমা ছাড়িয়ে ফেলে। তুমিই তো বলেছ, সৈকতদার বাড়িতে রীনাদিকে জড়িয়ে ধরে...।

বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে ওটুকু ইন্টু-মিন্টু হতেই পারে চায়ের কাপ হাতে তুলে যুক্তির দেওয়াল খাড়া করে দীনবন্ধু।

তোমার বউয়ের সঙ্গে করলে তুমি মেনে নিতে পারবে তো? বিরক্ত হয় রিমা।

কী যা তা বলছ? এই বয়সে মানুষ অনেক ম্যাচিওর হয়। স্থান-কাল-পাত্র বুঝতে পারে। তাছাড়া মিহিরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে শুনেছি রিমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে দীনবন্ধু।

হাজারবার সাবান মাখালেও কয়লা কখনও ফর্সা হয় না, দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দেয় রিমা তাছাড়া ওই মানুষটা কী করে যে তোমার বন্ধু হল বুঝতে পারি না বাপু।

আমিও বুঝতে পারি না মিহিরকে চিরকাল তুমি কেন অপছন্দ করো? বিরক্ত দীনবন্ধুর মনে ক্ষোভের উত্তরে হাওয়া বইতে থাকে।

তার যথেষ্ট কারণ আছে।

কী কারণ? কাপে শেষ চুমুকটা সেরে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় দীনবন্ধু।

বিয়ের আগে থেকেই বিরক্ত করত। ছুঁক ছুঁক করত। এমনকী বাবার কাছেও

বিয়ের আগেই মিহিরকে যে চিনত সে কথা তো বলনি কোনও দিন রিমাকে থামিয়ে অবাক হয় দীনবন্ধু। বসে পড়ে চেয়ারে, ওকে নিয়ে তোমাকে যেদিন দেখতে গেছিলাম সেদিনও তো মিহির কিছু বলেনি।

তারপর থেকেই শুরু করেছিল আসা-যাওয়া। তোমার পাঠানো নববর্ষের কার্ড পৌঁছে দিতে দাঁড়িয়েছিল ইউনিভার্সিটির গেটে। রাগ হয়েছিল তোমার উপর রান্নাঘরের দিকে পিছন ফেরে রিমা।

নববর্ষের কার্ড? আমি পাঠিয়েছিলাম? অবাক হওয়ার সীমা ছাড়ায় দীনবন্ধু।

শুধু কী নববর্ষের কার্ড? রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা চিঠি? ঘুরে দাঁড়ায় রিমা তোমার ওই বন্ধু বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল বাবার কাছে। বিয়ের পরেও নানান অছিলায় বিরক্ত করার চেষ্টা করেছে। সে সব খবর কি তুমি জানো? আমিও জানতে দিইনি। প্রাণের বন্ধুর স্বভাব জানতে পারলে দুঃখ পাবে তাই।

মজা করেছিল হয়তো। তবে ওর মনে কোনও পাপ...।

চুপ করো। ছেলেদের কোনটা মজা, কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য মেয়েরা বেশ বুঝতে পারে। শান্তির প্রয়োজনে শাক দিয়ে আমরা মাছ ঢেকে রাখি তাই কিছু টের পাও না ঋজু রিমার গলার স্বরের এমন দৃঢ়তা আগে দেখেনি দীনবন্ধু।

মোবাইল হাতে তুলে রিং ব্যাক করে শান্ত দীনবন্ধু শোন মিহির, আমাকে অফিস যেতেই হবে। বড়সাহেব ফোন করেছিলেন। রিমাও বাড়ি থাকবে না। তুই তো এখন কয়েকদিন কলকাতায় আছিস। পরে যোগাযোগ করে নেব, কেমন!

ফোন ছেড়ে রিমার চোখে চোখ রাখে দীনবন্ধু। বন্ধু আর বন্ধুত্বের সব অহঙ্কার যে অন্ধকারে মিশিয়ে দিয়েছে রিমা।

অলংকরণ সোমনাথ পাল

মমতাতেই আস্থা বাংলার

▶ প্রথম পাতার পর

অনেকেই মনে করছেন, এনআরসি ইস্যু ব্যুমেরাং হয়েছে। সেই কারণেই কালিয়াগঞ্জের ৫৬ হাজারের ব্যবধান কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, জোটবদ্ধভাবে লড়েও বাম-কংগ্রেস প্রার্থীদের তিন কেন্দ্রেই জামানত জব্দ হয়েছেন। মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, তাঁরা এরাজ্যে অপ্রাসঙ্গিক।

উপনির্বাচনে খড়্গপুর আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদীপ সরকার ২০ হাজার ৮৫৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন। করিমপুর থেকে তৃণমূলের প্রার্থী বিমলেন্দু সিংহরায় ২৪ হাজার ৭৩ ভোটে এবং কালিয়াগঞ্জ থেকে তৃণমূলের তপন দেব সিংহ ২৪১৪ ভোটে জয়ী হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত রেল শহর খড়্গপুরে অঘটনই ঘটল। আর সেই অঘটনটা ঘটিয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। নিখুঁত পরিকল্পনা। নীরবে ঘুঁটি সাজানো। উপনির্বাচনের প্রচারে বঙ্গ বিজেপির মুখ দিলীপ ঘোষের ব্যক্তিগত আক্রমণ সত্ত্বেও শুভেন্দুবাবু জবাব দেননি। বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশের পর বোঝা গেল, মুখের চেয়ে কাজে জবাব দিতেই শুভেন্দুবাবু বেশি পছন্দ করেন।

রাজ্যে তিনটি আসনে উপনির্বাচন হলেও সকলের নজর ছিল খড়্গপুরের দিকে। ২০১৬ সালে খড়পুরের 'ঘরের মানুষ' জ্ঞানসিং সোহনপালকে হারিয়ে ইন্দ্রপতন ঘটিয়েছিলেন দিলীপবাবু। এই উপনির্বাচনে তিনিই ছিলেন দলের সেনাপতি। প্রচারের সময় তাঁর হাবভাবে ছিল যুদ্ধ জয়ের অভিব্যক্তি। তবুও ময়দান ছাড়েননি। কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, এই আসন হাতছাড়া হলে আঙুল উঠবে তাঁরই দিকেই।

খড়্গপুরে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইটা তৃণমূলের কাছে যথেষ্ট কঠিনই ছিল। কারণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। শুভেন্দুবাবু দায়িত্ব নিয়ে রোগ চিহ্নিত করেই ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলেন। নেতাদের খেয়োখেয়ি ঠেকাতে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার পরিকল্পনা করেছিলেন। শুভেন্দুবাবু গ্রামের নেতাদেরই প্রতিটি ওয়ার্ডের পর্যবেক্ষক করেছিলেন। তাতে দলের মধ্যে কেউ কেউ ফোঁস করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, পাত্তা দেননি। বাম জামানায় লক্ষ্মণ শেঠের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাকে হারিয়ে শুভেন্দুবাবু ইতিহাস গড়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ফের আরও একবার নজির সৃষ্টির কাণ্ডারীর মর্যাদা পেলেন। নজির গড়েও উচ্ছ্বাসহীন বহু যুদ্ধের সফল সেনাপতি। তাঁর শান্ত প্রতিক্রিয়া, এসবই সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলীয় কর্মীদের জন্য।

খড়্গপুরে অঘটন ঘটেছে। আর কালিয়াগঞ্জে সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাস। এখানে ইতিহাস সৃষ্টির নায়ক রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ প্রায় সংগঠনবিহীন কালিয়াগঞ্জে ৫৭ হাজারের ব্যবধান মোছা তৃণমূলের কাছে ছিল হিমালয় টপকানোর শামিল। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই কালিয়াগঞ্জের মাটি কামড়ে পড়েছিলেন রাজীববাবু। তাঁর গায়ে স্টার তকমা নেই, আছে মাটির গন্ধ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মাটির মানুষ রাজবংশীদের আপনজন হতে গেলে তাঁদের ভাষা বোঝা এবং সেই ভাষায় কথা বলাটা জরুরি। তাই অল্প কয়েকদিনেই সেই ভাষা শিখে রাজবংশীতে বক্তৃতা করে মাতিয়ে দিয়েছিলেন রাজীববাবু। নিজেদের ভাষায় মন্ত্রীর মুখের কথাগুলি কালিয়াগঞ্জের মানুষ শুধু শোনেননি, বিশ্বাসও করেছিলেন। প্রমাণ করল উপ নির্বাচনের ফল। এবং এই কৃতিত্বের ভাগীদার শুভেন্দুবাবুও। কারণ, তিনি উত্তর দিনাজপুরের পর্যবেক্ষক।

গেরুয়া ঝড়ের মধ্যেও লোকসভা ভোটে করিমপুরে লিড নিয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। তা সত্ত্বেও উপনির্বাচন নিয়ে চিন্তায় ছিল তৃণমূল শিবির। কারণ মহুয়া মৈত্র নির্বাচনী প্রচারে ফিরহাদ হাকিম ছাড়া কোনও হেভিওয়েটকে ডাকেননি। লোকসভা ভোটের স্টাইলে নিজস্ব পরিকল্পনায় জিতিয়ে আনলেন তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে। কাজে লাগালেন এনআরসি ইস্যুও।

আকাশ ছোঁয়া সাফল্য লাভের মাত্র ছ'মাসের মধ্যে বিজেপির ধরাশায়ী হওয়ার কারণ নিয়ে চর্চা চলবে। উঠে আসবে নানা তথ্য। তা নিয়ে চলবে তর্ক বিতর্ক। কিন্তু, একটা কথা নিয়ে কোনও বিতর্ক হবে না, উপনির্বাচনে বাংলার আস্থা মমতাতেই।

মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ

বিজেপির সঙ্গে জোট ভাঙার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করলেন উদ্ধব থ্যাকারে

প্রচারে বলেছিলেন 'আমি ফিরে আসব'। বিধানসভায় ফিরেও এসেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, বিরোধী দলনেতা হিসেবে। তিনি মহারাষ্ট্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। রবিবার তাঁকে মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঘোষণা করেছেন অধ্যক্ষ নানা পাটোলে। এর জন্য ফড়নবিশকে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব থ্যাকারে। পরে অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনাও করেন তিনি। তাঁর মতে, বিজেপির সঙ্গে শিবসেনার তিন দশকের জোট ভাঙার জন্য দায়ী ফড়নবিশই। এদিকে, এদিন বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচনের পর বক্তব্য রাখতে উঠেছিলেন ফড়নবিশ। নিজের বক্তব্যে কৃষকদের সহায়তা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দলের নেতা হিসেবে উদ্ধব থ্যাকারে রাজ্য সফরে গিয়ে কৃষকদের হেক্টর প্রতি ২৫ হাজার টাকা অর্থসাহায্য দেওয়ার দাবি করেছিলেন। আমার মনে হয়, এখন তাঁর উচিত সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা।'

এদিন নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব থ্যাকারে বলেন, 'আমি আপনাকে (ফড়নবিশ) বিরোধী দলনেতা বলব না। বরং আপনাকে 'দায়িত্ববান নেতা' বলব। যদি আপনি সেই সময় আমাদের কাছে ভালো হতেন, তাহলে এসব কিছুই (জোট ভাঙা) হতো না। আমি কখনও বলিনি যে আমি আবার ক্ষমতায় আসব। কিন্তু আমি বিধানসভায় এসেছি। আমি এই বিধানসভা এবং মহারাষ্ট্রের মানুষকে আশ্বস্ত করছি যে আমি মধ্যরাতে কখনও কিছু করব না। মানুষের স্বার্থে কাজ করব।' তবে এরপরও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বে কোনও প্রভাব পড়বে না বলেও দাবি করেছেন শিবসেনা প্রধান। উদ্ধবের কথায়, 'আমি দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে ভালো বন্ধু। সেকথা কখনও আমি অস্বীকার করব না। আপনি আমাদের কথা শুনলে, আজ আমি বাড়িতে বসে টিভিতে সব কিছু দেখতাম।' একমাসেরও বেশি সময় ধরে নাটকের পর অবশেষে গত বৃহস্পতিবার শিবসেনা-এনসিপি-কংগ্রেস জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন শিবসেনা প্রধান। তবে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় উদ্ধব এখনও বিধানসভার সদস্য নন।

শুধু উদ্ধব নন, জোটের অনেক নেতাই এদিন 'আমি ফিরে আসব' প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেছেন ফড়নবিশকে। তার জবাবও দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি বলেছিলাম ফিরে আসব। কিন্তু তার জন্য কোনও সময় নির্দিষ্ট করে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি একটি বিষয় বলতে চাই, আপনাদের আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।' বিজেপির কাছে জনাদেশ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পাটিগণিত জয়ী হয়েছে বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'নির্বাচনে ৪০ শতাংশ নম্বর পাওয়া দলগুলি সরকার গড়েছে। গণতন্ত্রের অংশ হিসেবে এটা আমরা মেনে নিয়েছি।' শুধু তাই নয়, গত পাঁচ বছরে ঘোষণা করা বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধনের সময় ক্ষমতায় ফিরে আসার ইঙ্গিতও দিয়েছেন ফড়নবিশ।

অন্যদিকে, শিবসেনা মুখপত্র 'সামনা'য় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়েছেন শিবসেনা সাংসদ তথা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। ফড়নবিশের ক্ষমতায় ফেরার তাড়াহুড়ো, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং শিশুসুলভ মন্তব্য মহারাষ্ট্রে বিজেপিকে ডুবিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালের দপ্তরের কাজ নিয়েও তোপ দেগেছেন সঞ্জয়।

—সৌজন্যে বর্তমান

নিয়ন্ত্রণ রেখায় ফের সংঘর্ষ বিরতি

লঙ্ঘন করল পাকিস্তান, পাল্টা জবাব ভারতীয় জওয়ানদের

শ্রীনগর: নিয়ন্ত্রণ রেখায় ফের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। রবিবার সেনা মুখপাত্র জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় দু'টি সেক্টরে সেনা ছাউনি ও গ্রাম লক্ষ্য করে মর্টার হামলা চালায় পাকিস্তান। তবে এই হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই। মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, এনিয়ে পর পর তিনদিন সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ শাহপুর ও কসবা সেক্টরে শেলিং ও মর্টার হামলা চালাতে শুরু করে পাক সেনাবাহিনী। পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় জওয়ানরাও। এর আগে, শনিবার শাহপুর এবং কিরনি সেক্টরে বিনা প্ররোচনায় হামলা চালিয়েছিল পাক সেনাবাহিনী। শুক্রবার বালাকোট সেক্টরে সেনাছাউনি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান।

এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিগোষ্ঠীর গোপন ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর অস্ত্র ও নথি উদ্ধার করল নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিস জানিয়েছে, রবিবার গোপন সূত্র মারফৎ দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপোরের রফিয়াবাদে জঙ্গিদের এক গোপন ডেরার খবর জানতে পারে নিরাপত্তা বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। সেখান থেকে একে সিরিজের দু'টি রাইফেল, ২০০০ রাউন্ড গুলি, তিনটি আরপিজি রাউন্ড, দু'টি ওয়্যারলেস সেট ও একটি স্যাটেলাইট ফোন উদ্ধার করা হয়। এরপরেই জঙ্গিদের খোঁজে এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি-অভিযান।

ফেসবুকে বনলতা

▶ ১৪ পাতার পর

'তুমি কি টের পেয়েছিলে আমার কষ্ট?'

'আপনার কবিতায় কিছু দিন ধরেই দেখছি অবসাদ, আপনি ভালো নেই। আমার মন খারাপ করছিল, আপনার জন্য চিন্তা হচ্ছিল। ভাবলাম আপনার কাছে একবার যাই, কিন্তু এত রাত, খারাপ দেখায়, চেনেনও না।'

'আসলে পারতে, বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বুঝলাম মানুষ নিজেকেই সবথেকে বেশি ভালোবাসে। কত শোক সামলেছি, নিজেকে শক্তও ভাবতাম। জানো আজ ডাক্তার আমার বায়োপ্সি রিপোর্ট দিল ব্রেস্ট ক্যান্সার সেকেন্ড স্টেজ।'

আমি ভিতরে কেঁপে যাই।

'তো? ক্যান্সার এখন জলভাত, কত ওষুধ বেরিয়েছে, ঠিক হয়ে যাবেন।'

'লম্বা যুদ্ধ তপেন, ছেলে এলেও বেশিদিন থাকবে কি? একা টানতে পারব না তপেন, আমার ভয় করছে।'

হাওয়ার সঙ্গে লড়ে অনর্গল কথা বলছেন বনলতা, আমি দেখছি ওঁর গাল বেয়ে নামছে জলের ধারা। টের পাই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে আমার চোখ-মুখে পড়ছে। বৃষ্টির জল কী লোনা হয়?

আমি লবণাক্ত জলের ধারা মুছে বলি, 'কীসের ভয়? আরে আমি তো আছি, একদম ভাববেন না, ডাক্তার-বদ্যিতে আমি এক্সপার্ট! কাল সকালেই আমি আসছি, এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতন ঘুমিয়ে পড়ুন। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে তো আপনার?'

'তা হচ্ছে তপেন। কবে থেকে দেখছি তো তোমাকে কত বড় হয়ে গেছ, সকলের খেয়াল রাখো তুমি, তোমার বাবা-মা বেঁচে থাকলে তোমার জন্য গর্বিত হতেন'

আমি তপেন বাগচি, বোকাটে সংসারে উদ্বৃত্ত, আকাশ-কুসুম কল্পনার জগতের বাসিন্দা, একটা ফেকলু অস্তিত্ব, তাকে এসব কী বলছেন মিসেস সেন? বহু যুগ ওপারে, আবছা হয়ে আসা, আমার বাবা-মায়ের মুখ মনে পড়ল। আমার রুক্ষ অস্তিত্বে কত কত বছর পর মায়ের আদরের নরম স্পর্শের অনুভূতি ফিরে এল। আমার নিঃসঙ্গ ছাদ-ঘর বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত হচ্ছে তপ্ত রাতের শরীরে করুণার মতন ঝরে পড়ছে বৈশাখী জলের শীতল ধারা, এ এক আশ্চর্য রাত আজ আমার এতটুকু একা লাগছে না আর বনলতা গ্রিল ধরে বৃষ্টির ধারাপাতের দিকে চেয়ে আছেন এখন নৈঃশব্দ্য এখন বর্ষণভিতরে বাইরে...

অলংকরণ সুব্রত মাজী

কাশ্মীরকে অশান্ত করে তুলছে ভারত-বিরোধী শক্তি, মোকাবিলায় তৈরি বিএসএফ কেন্দ্রীয়মন্ত্রী

বাহিনীর ৫৫তম উত্থান দিবস পালিত

কাশ্মীরকে অশান্ত করে তুলছে ভারত-বিরোধী শক্তি। আর সেই শক্তিকে প্রতিহত করতে সীমান্তে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে বিএসএফ। রবিবার দিল্লিতে বিএসএফের ৫৫তম উত্থান দিবসের এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। শুধু কাশ্মীর নয়, দেশের অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় সুরক্ষা নিয়েও বিএসএফের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উত্থান দিবসে এক ট্যুইটার বার্তায় বলেছেন, 'সীমান্ত নিরাপত্তায় অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে চলেছে বিএসএফ। বাহিনীর আধিকারিক ও জওয়ানদের পরিবারকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।'

১৯৬৫ সালে দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় গঠিত হয় বিএসএফ। প্রাথমিকভাবে ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় এই বাহিনীর কাঁধে। এখন আধিকারিক ও জওয়ান মিলিয়ে বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। দায়িত্বের পরিধিও বেড়েছে অনেক বেশি। দেশের প্রতিটি সীমান্ত এলাকায় এখন সুরক্ষার ভার বিএসএফের হাতে। এদিন উত্থান দিবসে দিল্লি সহ একাধিক শিবিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিএসএফ। দিল্লির শিবিরে উপস্থিত থেকে বিএসএফের ডিজি ভি কে জোহরিও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে বাহিনীর অনেক দায়িত্ব বেড়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ লাগোয়া ছ' হাজার ৩৮৬ কিলোমিটারেরও বেশি সীমান্ত এলাকা পাহারা দিচ্ছে বাহিনী। এর মধ্যে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং পাঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। এই দুই সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বাহিনী।'

সম্প্রতি গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতকে অশান্ত করে তুলতে প্রতিবেশী শত্রুপক্ষ ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালাচ্ছে সীমান্ত এলাকায়। সেই সব ড্রোনের সঙ্গে মোকাবিলায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর বিএসএফ জোর দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন জোহরি। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তান সংলগ্ন সীমান্ত সহ গোটা পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তে শত্রুপক্ষের ড্রোনের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ড্রোনগুলি মূলত নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখছে। তবে বিএসএফও এ ধরনের হুমকির মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত।'

জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর থেকেই উপত্যকায় অশান্তির পিছনে ভারত-বিরোধী শক্তিকে দায়ী করে আসছে কেন্দ্র। এদিন বিএসএফের উত্থান দিবসেও কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বলেছেন, '৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর গোটা উপত্যকাতেই উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। যেটা ভারত-বিরোধী শক্তিদের সহ্য হচ্ছে না। তাই তারা যেনতেন প্রকারে কাশ্মীরকে অশান্ত করে তুলছে। সীমান্ত দিয়ে জঙ্গি ঢোকানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। চোরাচালানে মদত দিচ্ছে। তবে তাদের সেই পরিকল্পনা বারবারই বানচাল হয়ে পড়ছে। কারণ, সীমান্ত এলাকায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে গোটা দেশকে আগলে রাখতে পেরেছে বিএসএফ।' সেই সঙ্গে বিএসএফের হাতে আরও বেশি অত্যাধুনিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেছেন মন্ত্রী। কর্তারপুর করিডরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর নিরাপত্তায় বিএসএফ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন রাই।

—সৌজন্যে বর্তমান

ঝাঁপ

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবলু তিনতলার ছাদ থেকে দূরের চার্চের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। সেকেন্ডের কাঁটা ঘুরে ঘুরে বারোটার কাছে যাচ্ছে। আর কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর-ই বাবলু ঝাঁপ দেবে। নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে শেষ করে দেবে। এখন ছাদের এক কোণায় এসে ও দাঁড়িয়েছে। এখানটাতে রেলিং নেই। কেন নেই কে জানে এক ডিগ্রি করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। বাবলুর বারবার মনে হচ্ছে ওর জীবনটা আর সবার জীবন থেকে আলাদা হয়ে গেছে। বাড়িতে সব সময় অভাব আর অভাব। ছোট থেকেই ও তাই দেখে এসেছে। ও শুনেছে ওর বাবা এখন খুব অসুস্থ। ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। হাঁটতেও পারে না। মনে হয় টাকার অভাবে চিকিৎসাও হয়নি। বাবা একটা কারখানায় চাকরি করত। সেই কাজটা একদিন চলে গেল। ছোট থেকেই বাবলুর পড়ায় মন ছিল না। একটু বড় হতেই তাকে টাকার নেশা পেয়ে বসল। ছোটখাট চুরি দিয়ে শুরু করে ছিনতাই, কেপমারিতে সে হাত পাকাল। তারপর একদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে অন্য স্রোতে গা ভাসাল। একে-ওকে ভয় দেখিয়ে, বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে বেশ কিছু টাকা-পয়সাও হাতে এল। যদিও পুলিস এখন ওদের দলটাকে নজরে রাখছে।

কিন্তু ওই দিন ওদের দলটা ওর মা-বাবাকে যেভাবে অপমান করল তাতে বাবলুর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। ইচ্ছে করছিল ওই পেলুর মুখটা এক ঘুষিতে ফাটিয়ে দিতে। ওর মা-বাবা কেমন অসহায়ভাবে তাকিয়ে ছিল। আসার সময় মা একদৃষ্টিতে ওকে দেখছিল। তাহলে মা কি ওকে চিনতে পেরেছে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে মা ভেতরে ঢুকে গেল।

মিনিট আর সেকেন্ডের কাঁটা বারোর কাছে এসে পৌঁছেছে। চারপাশে শোঁ শোঁ বাতাসের শব্দ। বাবলু চোখ বুজল। মায়ের মুখটা মনে করে উপর থেকে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। তলিয়ে যেতে থাকল গভীর অতলে। নীচে তখন ছোট্ট পৃথিবী। মা-বাবাকে ছেড়ে যাওয়া মুক্তির সেই রং পৃথিবীতে লেগে রইল। নীচে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পেলুর কথাগুলো মাথায় আসছে

বিলে যেটা লেখা আছে সেটাই দিতে হবে।

প্রিয়ব্রত চুপ করে দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। খানিক ভেবে জড়ানো গলায় বলে এত টাকা আমি দিতে পারব না।

না দিতে পারলে লাফড়া হবে। আর লাফড়া কখন হয় জানেন তো? যেখানে যতটা দেওয়ার আপনি দিচ্ছেন না বাওয়ালি তখন হবেই

আমরা পুলিসে জানাব। জোর-জুলুম করে তোমরা চাঁদা নেবে? কয়েকমাস আগে আমাদের পরিবারে একটা এত বড় ঘটনা ঘটে গেল তখন তো কাউকে দেখিনি প্রিয়ব্রতর বউ উমা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

পুলিস ঢুকলে উল্টে আপনাদেরই বাজেট বাড়বে। তখন

একদম ভয় দেখাবে না এই তুমি ভেতরে যাও তো তখন কী হবে আঁ?

মারধোর খেয়ে হাসপাতালে যাবেন। খচ্চা-ফচ্চা বেড়ে যাবে আস্ত বাঁশঝাড় কেউ কি আর সেধে বাড়িতে ডাকে? আর এই এলাকায় পুলিস-টুলিসের কোনও ব্যাপার নেই পুরো এলাকাটাই ডেমোক্রেটিক

মাসিমা, একটু এদিক-ওদিক করে টাকাটা দিলেই তো মিটে যায়। শুধু শুধু আর অশান্তি বাড়াবেন না। আর পুজোটা তো আমার আপনার সকলের ষন্ডামার্কা, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলের ছেলেটা চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে বলল।

অত টাকা আমরা দিতে পারব না। তোমার মেসোমশাই খুব অসুস্থ। তারপর প্রায় বছরখানেক কারখানা বন্ধ। রোজই শুনি একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আমাদের কি আর পুজো আছে?

কারখানাই তো বন্ধ হয়েছে পায়খানা তো হয়নি কারখানা খোলা হতেই হবে কে বলল ছোটখাট চায়ের দোকান, পান, বিড়ি, গুটখা, তেলেভাজা এসব তো ভালোই চলে। কিছু লোক আছে কিছু করবে না শুধু এটা বন্ধ, ও মন্দ, সে গন্ধ যান, যান টাকাটা আনুন তো

এই তুই চুপ কর তো ফালতু ঝামেলা করছিস

তোমাদের পরিষ্কার বলে দিই অত টাকা আমি দিতে পারব না। তোমরা এখন এসো। সামনের রবিবার এসে চাঁদাটা নিয়ে যেও।

শালা, জং ধরা চিমনি হয়ে পড়ে রয়েছে আবার পুলিসের ভয় দেখায় এরপর বাইকবাহিনী এসে ডলা দিলেই সুরসুর করে টাকা বের করে দেবে।

পুরো দলটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। পিছনের ছেলেটা যেতে যেতে বারবার উমার দিকে তাকাচ্ছিল। মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস, নাক-মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা। এতক্ষণ উমার ছেলেটার দিকে নজর পড়েনি। কিন্তু এখন ছেলেটাকে দেখেই ওর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে এল।

দশাশই চেহারাটা ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে রাস্তায় আছাড় খেয়ে পড়তেই চারদিকে অন্ধকারের নিস্তব্ধতা নেমে এল। কুকুরগুলো কোনও এক অজানা ভয়ে বা আক্রোশে তারস্বরে চিৎকার শুরু করল। আশপাশের উঁচু ফ্ল্যাটগুলোর জানলা খোলার শব্দ চাপা পড়ল নিস্তব্ধ শরীরের শেষ স্পন্দন। নিঝুম রাতের কালো রাস্তায় পড়ে রইল ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ।

ভেতরে এসে উমা দেখে প্রিয়ব্রত চোখ বুজে চেয়ারে বসে হাঁপাচ্ছে। অন্য একটা চেয়ার টেনে উমা ওর মুখোমুখি বসল। এখন প্রিয়ব্রতর মনের বেড়া টপকাতে হবে। উমা জানে ওর ভেতরটা এখন প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছে। কথা বেশি বলতে পারে না। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে ভীষণ অসহায় বোধ করে। ওর মতো দাপুটে নেতার এই পরিণতি উমা ঠিক মেনে নিতে পারে না। পাশে বসে ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলায়।

প্রিয়ব্রত বসাক গোয়ালবাথানের স্পাইস কারখানার কর্মচারী ছিল। প্রত্যেক শিফটে প্রায় দুশো লোক কাজ করত। হঠাৎ করে একদিন কারখানার গেটে লক-আউট নোটিস পড়ল। তারপর থেকেই জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল। প্রিয়ব্রত কারখানাটা খোলানোর অনেক চেষ্টা করেছিল। ও ছিল ইউনিয়ন লিডার। নতুন একটা দল তখন ক্ষমতায় এসেছে। নেতারাও প্রায় নতুন। তারই মধ্যে বিভিন্ন ক্ষমতাবান মানুষকে ধরে প্রিয়ব্রত ঠিক মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে গেল। সব শুনে মন্ত্রী বলল এতদিন ধরে যে দল করেছেন সেই দলের ভাব-ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমার কাছে আসলেন?

দলীয় ভাবনা নয়। আমি এসেছি কারখানাটাকে মানে এতগুলো মানুষের রুটি-রুজি

ওদের রুটি-রুজি নিয়ে আপনাকে আর ভাবতে হবে না। এতদিন অনেক ভেবেছেন, এবার আমাদের ভাবতে দিন।

প্রিয়ব্রত বুঝতে পারে নাঃ, আর হবে না। ওই কারখানা আর খোলানো যাবে না। কিন্তু তাকেও তো এখন কিছু একটা করতে হবে। বাড়ি ফেরার পথে প্রিয়ব্রতর হাত-পা কাঁপতে থাকে। ভরা সংসার। মা শয্যাশায়ী। তার চেয়েও বড় ব্যাপার এখন থেকে প্রতিপদে রাজনৈতিক নাগরদোলায় চাপিয়ে তার সব কিছুর বিচার হবে তা সে যতই দক্ষ কর্মী হোক।

কী প্রিয়দা কিছু কি হল? নেপালদা দূরেই দাঁড়িয়েছিল। গালে পাঁচদিনের না কাটা দাড়ি মেশিনের হাতল ঘুরিয়ে ছেলেকে মানুষ করার স্বপ্নে বিভোর চোখ দুটোয় গভীর আকুলতা

নাঃ, কিছু হল না। ভরসাযোগ্য মানুষ আর পেলাম কোথায়?

মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল না? কী বললেন?

সেরকম কিছুই বললেন না। ও কারখানা আর খুলবে না। অন্য কিছু চেষ্টা করো।

মাথা নিচু করে ধীর পায়ে প্রিয়ব্রত ঢুকল। নিজের ঘরে এসে রেডিওটা চালিয়ে দিল। এখন প্রায় গোটা দিন রেডিও শুনেই কাটে। ছেলে ছোট থাকতে এ বাড়িতে নিয়মিত রেডিও চলত। বহু পুরনো দিনের রেডিও সেট। কালের নিয়মে তা খারাপও হল। বাড়ির সকলে তখন ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত। প্রিয়ব্রত কখনও রেডিও সেটটাকে হাতছাড়া করেনি। প্রথম দিকে উমাও রেডিও শুনত। পরের দিকে বলত এ গান শোনা আমার পোষাবে না এ তো গানের চেয়ে কথা বলে বেশি। পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে প্রিয়ব্রত'র ক্লান্ত মুখে ম্লান হাসি খেলে যায়। রেডিও রেডিওর মতো চলতে থাকে। প্রিয়ব্রত ভাবে এতকিছু পরিবর্তনের মধ্যেই ধীরে ধীরে বাসা বাঁধতে চলেছে অপরিবর্তন।

কী ব্যাপার তুমি কখন এলে রেডিওটা একটু বন্ধ কর তো কাল সারা রাত ছেলে ফেরেনি

সে কী? কোথায় গেল? কিছু বলেনি তোমাকে?

না, যাও একটু খোঁজ-খবর কর আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। যা সব বন্ধু-বান্ধব জুটিয়েছে

ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে প্রিয়ব্রত উঠে পড়ল। সারাদিন-সারারাত খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না। নিখোঁজ ছেলের চিন্তায় উদ্বেগ বেড়ে চলল। পাড়া, ক্লাব, স্টেশন, হাসপাতাল, অলি-গলি সব হল কিন্তু ছেলে বাড়ি ফিরল না। ছেলের চিন্তায় প্রিয়ব্রত তখন দিশেহারা। ছেলেটা একটু বখাটে হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন শুধু টাকা-টাকা করত। দু-একবার ফেল করে কোনওরকমে ক্লাস নাইনে উঠল। তারপর ক্লাসেও অনিয়মিত হয়ে পড়ল। একসময় স্কুল থেকে ওকে বের করেও দেওয়া হল। প্রিয়ব্রত ভেবেছিল ওদেরই কারখানায় ওকে ঢুকিয়ে দেবে।

যা হোক, ঘটনার দুদিন পর প্রিয়ব্রত থানায় ডায়েরি করল। ফেরার পথে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি খোঁজ নিয়ে আসার পথে রাস্তায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল। কিন্তু অভাব-অনটন আর একরাশ চিন্তায় চিকিৎসাটাও ঠিকঠাক হল না। আস্তে আস্তে প্রিয়ব্রত'র কথা জড়িয়ে আসতে লাগল ডান দিকটা অবশ হয়ে অসাড় হয়ে পড়ল। স্বাভাবিক কথা বলা আর সাবলীল চলাফেরা এখন তার পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য।

আজ শনিবার। কাল সেই ছেলেগুলো আবার আসবে। এদের প্রত্যেককে প্রিয়ব্রত চেনে। সবাই এলাকার বখে যাওয়া ছেলে। উমা বলেকাল তো ওরা আবার আসবে কী করবে?

কী আর করব? প্রিয়ব্রত'র জড়ানো গলায় একরাশ হতাশা যা তার ভেতরে ভয়ানক অন্ধকার ঢেলে দিয়েছে। নিষ্পলক চোখ দুটো যেন কোথাও আশ্রয় না পেয়ে দৃষ্টিহীন। ঠিক সেই সময় দরজার কলিং বেলের শব্দ। উমা এসে দরজা খুলে দিল।

কাকে খুঁজছেন?

আমরা থানা থেকে আসছি। বাবন কে হয় আপনার?

কোনও খোঁজ পেলেন তার? উমা উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। এতদিনের অন্ধকার পেরিয়ে যেন এক চিলতে আলোকধারী আগন্তুক হাজির।

সে আপনাদের কে হয় বলুন

ও আমাদের ছেলে আসুন না, ভেতরে এসে বসুন ছেলের খোঁজে উমার যেন আর তর সয় না।

শুনলাম আপনার ছেলে চাঁদার নামে এলাকায় জুলুমবাজি চালাচ্ছে। ইমিডিয়েট ওকে থানায় দেখা করতে বলবেন। নইলে কিন্তু আপনাদের তুলে নিয়ে যাব।

কিন্তু আমাদের ছেলে তো নিখোঁজ। প্রায় আট মাস হতে চলল। থানায় আমরা ডায়েরিও করেছি। তার নম্বর আমাদের কাছে আছে। একটু দেখুন না স্যার ওকে যদি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন আমাদের ছেলে ওরকম নয়। উমার হাত-পা কাঁপতে থাকে, বোবা ধড়ফড়ানি বুকে তুফান তোলে।

সাজিয়ে-গুছিয়ে ভালোই তো আটঘাট বেঁধে নেমেছেন। পুলিসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। যেটা বললাম মাথায় রাখবেন।

ওরা চলে গেল। উমার গলা এমনভাবে বুজে এল, শত চেষ্টাতেও আর কথা বলতে পারল না। অর্ধমূর্ছিতের

এরপর ২৩ পাতায় ▶

দিন-রাতের টেস্ট ক্রিকেট, না সবার ঘরে সুস্থায়ী বিদ্যুৎ?

আদিত্য ঘোষ

ভাগ্যিস ইডেনে ভারত-বাংলাদেশের 'ঐতিহাসিক' দিন-রাতের টেস্ট আড়াই দিনেই শেষ হয়েছে! বিরাট কোহলির দল বাকি আড়াই দিনের বিদ্যুৎ সাশ্রয় করার জন্যে নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

যে কোনও স্টেডিয়ামেই সাধারণত প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয়। আমাদের দেশের যে কোনও বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এর পরিমাণ মাসে প্রায় ৪ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা, অর্থাৎ বছরে ৪৮ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা। এই হিসেবের মধ্যে অবশ্য ফ্লাডলাইটের বিদ্যুৎ খরচ ধরা নেই। এক দিনের আন্তর্জাতিক আর আইপিএল ম্যাচের হিসেবে ফ্লাডলাইটের বিদ্যুৎ খরচা ধরলে এর পরিমাণ হবে বছরে আন্দাজ প্রায় ৬২ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা। অর্থাৎ, দেশের এক একটা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সারা বছর যত বিদ্যুৎ লাগে, তা দেশের ৫৭৪০টি বাড়ির গড় বাৎসরিক বিদ্যুৎ খরচের সমান।

দেশের অন্তত ২৫টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম ধরলে হিসেব দাঁড়ায়, প্রায় দেড় থেকে দু'লক্ষ বাড়ির বাৎসরিক ব্যবহারের উপযুক্ত বিদ্যুৎ আপাতত আমাদের ক্রিকেট স্টেডিয়ামগুলি ব্যবহার করছে। আমাদের দেশের পরিবারপিছু বিদ্যুৎ খরচ এখনও খুবই কম। উন্নত দেশেও এই অনুপাত কিন্তু বেশ চমকপ্রদ। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত মেলবোর্ন স্টেডিয়ামে খেলার মাসে প্রায় ১৬.৫ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়, যা সেখানকার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের প্রায় ৪০০০ বাড়ির মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের সমতুল্য।

এই হিসেবটা মনে রাখার কারণ খুবই সরল। যে পরিমাণ হইচই ইডেনের দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচকে নিয়ে হল, তাতে অনুমান করা যায়, এর জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়বে। অথবা, বাড়িয়ে নেওয়া হবে। আরও বেশি দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ আয়োজিত হবে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। অতএব, এই বিদ্যুৎ খরচ এক লাফে বহু গুণ বাড়বে, কারণ টেস্ট ম্যাচ পাঁচ দিনের খেলা। অর্থাৎ, পাঁচটি এক দিনের ম্যাচের সমান। এমনিতেই টি-টোয়েন্টি আর আইপিএল-এর কল্যাণে দিন-রাতের এক দিনের ম্যাচের সংখ্যা বাড়ছে। তার ওপর যদি পাঁচ দিনের খেলাও ফ্লাডলাইটে হতে শুরু করে, তা হলে শুধু ক্রিকেট বাবদই আমাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। শুধু তা-ই নয়, বিদ্যুতের এই ব্যবহার দেশের প্রান্তিক মানুষের বিদ্যুতের অধিকারের দাবিকে খর্ব করবে।

সাধারণ মানুষ কতখানি বিদ্যুৎ পাচ্ছেন? গোটা দুনিয়ার তুলনায় ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে? ওয়ার্ল্ড এনার্জি ইনস্টিটিউট বা বিশ্ব শক্তি প্রতিষ্ঠান অক্টোবর মাসে প্রকাশিত তার সাম্প্রতিকতম 'ট্রাইলেমা ইনডেক্স ২০১৯'-এ, ভারতকে ১০৯ নম্বর স্থান দিয়েছে। ব্যাপারটা খুব গৌরবজনক নয়। পাকিস্তান রয়েছে ১১০তম স্থানে। বাংলাদেশ ১১৪ নম্বরে। শ্রীলঙ্কা আমাদের অনেক আগে, ৮৫ নম্বরে। আফ্রিকার অনেক অনুন্নত দেশও ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে এই সূচকে। আমাদের মতোই বড়, উন্নয়নশীল দেশ ব্রাজিল রয়েছে ৩৯ নম্বরে। এই সূচক থেকে কী বুঝব? সমীক্ষাটির তিনটি বিভাগ। প্রথম হল এনার্জি সিকিয়োরিটি বা শক্তি-নিরাপত্তা। অর্থাৎ, দেশের কত অংশ মানুষ নির্ভরযোগ্য শক্তির জোগান পান। দ্বিতীয় বিভাগটি দেখে, উৎপাদিত শক্তির সমবন্টন হচ্ছে কি না, যা নির্ধারণ করা হয় ক্রয়সামর্থ্য ও প্রাপ্তির ভারসাম্যের মাধ্যমে। তৃতীয়ত দেখা হয়, দেশের শক্তিব্যবস্থা 'সাস্টেনেব্‌ল' বা সুস্থায়ী কি না, অর্থাৎ কী ভাবে আর কোন কোন উপাদান ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে কয়লা, না কি সৌরশক্তি, পারমাণবিক চুল্লি।

এই তিন বিভাগে সর্বোচ্চ ১০০ নম্বরের মধ্যে ভারতের প্রাপ্তি যথাক্রমে ৫৮, ৪৮ এবং ৪২। কিন্তু যেটা সবচেয়ে চিন্তার বিষয় আশ্চর্য ভাবে, শক্তির নিরাপত্তায় ২০০০ সাল থেকে ভারতের ক্রমশ অবনতি হয়েছে। অর্থাৎ, যদিও আমরা সম্প্রতি ঘটা করে দেশের একশো শতাংশ মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার দাবি করছি, সেটা নিতান্তই বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলের সংযুক্তি, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রাপ্তির বা ব্যাপ্তির প্রমাণ নয়। গ্রামগঞ্জে গেলেই সে দাবির অসারতা প্রমাণ হয়ে যায়। দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল বা এনসিআর-এ প্রতিটি বহুতলে জেনারেটরের মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ জোগানের ব্যবস্থা করা আছে। অন্য দুই বিভাগে উন্নতি করা সত্ত্বেও, দ্বিতীয় বিভাগে, অর্থাৎ সমবন্টনে, ভারতের স্থান তুলনামূলক ভাবে সবচেয়ে খারাপ। তৃতীয় বিভাগে খারাপ ফলাফল অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ দেশের প্রথম দাবি শক্তি নিরাপত্তা আর সমবন্টন। কিন্তু ভারত তাতেও ব্যর্থ, অর্থাৎ আমাদের তথাকথিত উন্নয়নের মানদণ্ডে বৈষম্য দূরীকরণ বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।

তা হলে তর্কটা দাঁড়াল, সর্বসাধারণের বিদ্যুতের দাবি আর ক্রিকেটের বিনোদনের দাবির মধ্যে। বর্তমান জীবনযাত্রার কথা ভাবলে বিদ্যুৎ আর বিলাসিতা নয়, অপরিহার্য-প্রয়োজন। তাই সর্বজনীন বিদ্যুতের দাবিকে কোনও ভাবেই খারিজ করা যায় না। তা হলে ক্রিকেটের বিনোদন, যা কিনা দিনের আলোতেও হতে পারে, তাকে রাতে করার যৌক্তিকতা নিয়ে চিন্তা করাই সমীচীন বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে কী কী ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র করে তোলা যেতে পারে, তাই নিয়ে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

কী ভাবে স্টেডিয়ামগুলিকে পরিবেশগত ভাবে আরও বেশি সাস্টেনেব্‌ল বা সুস্থায়ী করে তোলা যেতে পারে, তাই নিয়ে পরিকল্পনা করাও জরুরি। বিশ্বের দু'টি স্টেডিয়াম ক্রিকেটের মক্কা লর্ডস আর অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন সম্প্রতি এই নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গঠন করেছে। এর অঙ্গ হিসেবে লর্ডসে নিযুক্ত হয়েছেন এক জন সাস্টেনেবিলিটি ম্যানেজার, যাঁর কাজ লর্ডসের কার্বন ফুটপ্রিন্ট আর বর্জ্য উৎপাদন কমানো। ভদ্রলোকের নাম রাসেল সেমোর। তিনি দাবি করছেন, তাঁরা লর্ডসে একশো ভাগ বায়ুবিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, জলের ব্যবহার ৩৫ কমানো হয়েছে আর বর্জ্য বহুলাংশে বর্জন করা সম্ভব হয়েছে। মেলবোর্ন ২০১৮ সাল থেকে কার্বন-নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করছে।

ভারতেও দু'টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী আর মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন সৌরশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে। চিন্নাস্বামী এই প্রতিস্থাপন করেছে জার্মান সরকারের প্রযুক্তিগত সাহায্যে, ২০১৫ সালে। আর ব্র্যাবোর্ন যেখানে এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় রুফটপ সৌরশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে এই পরিকাঠামো তৈরি করেছে টাটা পাওয়ার-এর মাধ্যমে। তবে বলে রাখা ভাল, এই ব্যবস্থাতেও এই দু'টি স্টেডিয়াম তাদের ব্যবহৃত বিদ্যুতের মাত্র ২৫ ভাগ সাশ্রয় করতে পারবে। তা ছাড়া, ফ্লাডলাইট এতে চলে না, তার জন্যে প্রয়োজন জেনারেটর। আর এই জেনারেটর-উৎপাদিত বিদ্যুৎ হল প্রধানতম সমস্যা কার্বন নিঃসরণ, দূষণ আর উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গত, বিশ্বের সবচেয়ে সুস্থায়ী স্টেডিয়াম বলে দাবি করা হয় আমস্টার্ডাম-এর অ্যারেনা আর সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামকে, যারা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পর বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং তা স্থানীয় গ্রিডে সরবরাহ করে। ব্র্যাবোর্নও হয়তো সেই কাজ করতে পারবে, সেখানেও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয় না। অ্যারেনা স্টেডিয়ামে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে সেই জল মাঠে ব্যবহার করা হয়, যাতে দিনে প্রায় ৩০০০ লিটার জল বাঁচে। তারা গ্রীষ্মে তাপ সংরক্ষণ করে শীতকালে মাঠে বরফের মোকাবিলাও করে।

আমাদের দেশে ক্রিকেট প্রায় ধর্মের পর্যায়ে পড়ে। দুঃখজনক ভাবে, ক্রিকেটের বাণিজ্যিকীকরণ আমাদের দেশে যত দ্রুত হয়েছে, বিনোদন হিসেবে ক্রিকেট যত জনপ্রিয় হয়েছে, সেই অনুপাতে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা আর দায়িত্ববোধ তৈরি হয়নি। বাজার ও বাণিজ্যিক মূল্যবোধ উষ্ণায়নের মূল কারণ হিসেবে ক্রমেই চিহ্নিত হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে। ক্রিকেটের মতোই বাজারও শক্তি ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। কিন্তু আমাদের দেশের বড় একটি অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ দেশের মানুষকে সুলভে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা তা কি বাজারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে? এ ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রিকেট ও ক্রিকেটাররা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন বাণিজ্যিক মনোভাব খানিকটা বর্জন করে, পরিবেশগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দেওয়া। বাংলাদেশকে আড়াই দিনে হারালেই দায়িত্ব শেষ হয় না, ক্রিকেটারদের দায়িত্ব এখনও বাকি।

অযোধ্যা রায়ের বিরোধিতা, প্রথম রিভিউ পিটিশন দাখিল মুসলিম সংগঠনের

মুলসিম ওয়াকফ বোর্ড আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, অযোধ্যা মামলায় সুমি রায়ের বিরুদ্ধে আর কোনও আবেদন জানানো হবে না। কিন্তু উলটো পথে হাঁটল জামায়েত উলেমা-ই-হিন্দ। শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সোমবারই রিভিউ পিটিশন দাখিল করল এই সংগঠন।

গত ৯ নভেম্বর অযোধ্যার বিতর্কিত জমি নিয়ে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমির মালিকানা পায় রামলালা। সেখানে রাম মন্দির তৈরির নির্দেশ দেন তিনি। সেই সঙ্গে মুসলিম ওয়াকফ বোর্ডকে মসজিদ তৈরির জন্য অযোধ্যাতেই আলাদা পাঁচ একর জমি দেওয়ার নির্দেশ দেন কেন্দ্রকে। সেই রায় ঘোষণার পর এই প্রথম কোনও সংগঠন এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন জমা দিল।

জামায়েত উলেমা-ই-হিন্দের প্রধান মৌলানা আরশাদ মাদানি আগেই জানিয়েছিলেন, মুসলিমদের একটা বড় অংশ শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, "রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করার অধিকার আদালতই আমাদের দিয়েছে। সেটা আমরা প্রয়োগ করব।" সঙ্গে জুড়ে দেন, "বিতর্কটা ছিল মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়েছে কি না, তা নিয়ে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে জানিয়ে দেয়, বাবরি মসদিজ মন্দির ভেঙে গড়ে তোলা হয়নি। সেক্ষেত্রে মুসলিমদের দাবি প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত রায় ছিল তার বিপরীত।" আর এই যুক্তি থেকেই তাঁরা রিভিউ পিটিশন জমার সিদ্ধান্ত নেন।

গত মাসেই বৈঠকের পর মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড জানিয়ে দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই। তাই রিভিউ করা হবে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যে পাঁচ একর জমির কথা বলেছে, তা গ্রহণ করা হবে কি না, এ নিয়ে এখনও তারা কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে জামায়েত উলেমা-ই-হিন্দ একা নয়, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডও রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন জমা দিতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।

দেরাদুনে অনূর্ধ-২৩ জাতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বাংলা

দেরাদুনে আয়োজিত জাতীয় অনূর্ধ-২৩ ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে গুজরাতকে ৬৪ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। ২০১৯-২০ মরশুমে জাতীয় স্তরে এটাই বাংলার প্রথম সাফল্য। মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে সিনিয়র দল ব্যর্থ হওয়ার পর অনূর্ধ-২৩ এজ গ্রুপে এই সাফল্য রাজ্যের তরুণ ক্রিকেটারদের নিঃসন্দেহে উৎসাহিত করবে।

রবিবার বাংলা প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৫৭ রান তোলে। এর উত্তরে ব্যাট করতে নেমে ১৯৩ রানে অল আউট হয়ে যায় গুজরাত। যদিও এক সময়ে ম্যাচের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদেরই। রবিবার গুজরাতের দুই ওপেনার উর্ভিল প্যাটেল (৭৬) এবং কাথান প্যাটেল (৪৬) প্রথম উইকেটের জুটিতে ১০৭ রান যোগ করেন। ২০.৪ ওভারে বাংলার পেসার ঈশান পোড়েল উইকেটে সেট হওয়া কাথান প্যাটেলকে ফিরিয়ে দিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। গুজরাতের শেষ ন'টি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৮৬ রানে। গুজরাতের ইনিংসে ধস নামিয়ে দেন প্রদীপ্ত প্রামানিক (৫৩ রানে ৩ উইকেট) এবং এ মিশ্র (৪৩ রানে ৩ উইকেট)। ৩০তম ওভারে উর্ভিল প্যাটেল আউট হয়ে যাওয়ার কোনও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি গুজরাতের ব্যাটসম্যানরা। ঈশান পোড়েল ৭.১ ওভারে ৩৩ রান দিয়ে পেয়েছেন দু'টি উইকেট। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক উইকেট শিকারি বাংলার প্রদীপ্ত প্রামানিক (২৪)। সর্বাধিক রান সংগ্রাহক সুদীপ ঘরামি (৫৩৪)। এই প্রতিযোগিতা থেকে সর্বভারতীয় সার্কিটে দারুণভাবে উঠে এলেন তিনি। রবিবার বাংলার হয়ে এদিন সবথেকে বেশি রান করেছেন সুদীপই। তিনি ৭৭ বলে ৫১ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন। অপর ওপেনার অঙ্কুর পালকে (২৫) নিয়ে তিনি প্রথম উইকেটে যোগ করেন ৭০ রান। বাংলার অধিনায়ক কাজি জুনাইদ সাফি (৪২) এবং রঞ্জত সিং (৫২) দলকে ভালো জায়গায় নিয়ে যান।

ম্যাচের পর বাংলার কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি বলেন,'মনে হচ্ছে চাঁদে হাঁটছি। গুজরাতের দুই ওপেনার যখন দারুণ খেলার সময়েও আত্মবিশ্বাস হারায়নি ছেলেরা। গোটা টুর্নামেন্টে আমরা চমৎকার ছন্দে ছিলাম। এই সাফল্য দলগত সংহতির।'

উদ্বাস্তু কলোনিতেই মালিকানা

▶ প্রথম পাতার পর

দেওয়া যায়, তা নিয়ে বিচার বিবেচনা করছিল সরকার। কারণ, কেন্দ্র বা ব্যক্তি মালিকরা সরকারের হাতে জমি তুলে না দিলে রাজ্য তা উদ্বাস্তুদের নামে রেকর্ড করে দিতে পারে না।

এর মধ্যেই লোকসভা চলতি অধিবেশনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আনার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উদ্বাস্তুদের সমস্যা সুরাহা করতে তৎপর হয়ে ওঠে ভূমি দফতরও। সেই সূত্রেই এ দিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, কেন্দ্র বা ব্যক্তি মালিকদের কাছ থেকে জমি পাওয়ার জন্য রাজ্য আর অপেক্ষা করবে না। যাঁরা গত ৪০ বছর ধরে কলোনির জমি ভোগদখল করছেন, তাঁদের মালিকানা দিয়ে দেবে ভূমি দফতর। দফতরের হিসেব, এ রকম কেন্দ্রীয় সরকারি জমির পরিমাণ প্রায় ৯৭৩ একর ও ব্যক্তি মালিকানার জমি রয়েছে আনুমানিক ১১৯ একর।

ভূমিকর্তারা জানাচ্ছেন, এ ধরনের জমিতে কত উদ্বাস্তু বসবাস করছেন, তার কোনও হিসেব রাজ্যের হাতে নেই। মন্ত্রিসভা ঠিক করেছে, উদ্বাস্তুদের জমির মালিকানা দিয়ে দেওয়ার পরে কেন্দ্র বা ব্যক্তি মালিকরা দাবি জানালে রাজ্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে ওই জমি নিয়ে নেবে। তবে রেল, প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের যে সব জমিতে এখনও প্রকল্প সম্প্রসারণের সুযোগ আছে, তাতে হাত দেওয়া হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বলেন, "৪৮ বছর ধরে যে উদ্বাস্তুরা রয়েছেন, তাঁরা পাট্টা, লাইসেন্স, নাগরিকত্ব পান না। তাঁদের জমির অধিকার দেওয়া হবে। সব উদ্বাস্তু কলোনিগুলি রেগুলারাইজ করা হচ্ছে। তিন একরের বেশি জমি থাকলে আইনি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে।" ভূমিকর্তারা জানান, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের আগে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, চলতি নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী তাঁরা উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হন। দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদহ-সহ মোট ১২টি জেলায় উদ্বাস্তু কলোনি রয়েছে। উদ্বাস্তু হিসেবে দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ডিটেনশন সেন্টার বা কারাগারে থাকার নথি, থানায় আটক থাকার প্রমাণপত্র, উদ্বাস্তু শিবিরে দেওয়া পরিচয়পত্র দেখানো জরুরি। রাজ্যের জমিতে থাকা কলোনিগুলির বাসিন্দা যে সব উদ্বাস্তু পরিবার এই সব নথি দেখাতে পেরেছে, তাদের জমির মালিকানা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নথিপত্র না থাকা পরিবারগুলির দাবিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

লোধা আইনকে কুলিং অফে পাঠাল বিসিসিআই, সুপ্রিম কোর্টে অনুমোদনের অপেক্ষা

বোর্ড সভাপতি পদে ২০২৪ পর্যন্ত থাকতে পারেন সৌরভ

সৌরভ গাঙ্গুলির জমানায় প্রথম বার্ষিক সভায় প্রত্যাশিত পথেই হাঁটল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। লোধা কমিটির সুপারিশ সংশোধনের বিল পাশ হল। রবিবার মুম্বইয়ের সভায় সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। এখন স্রেফ সরকারি শিলমোহরের অপেক্ষা। ৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে বিসিসিআই। সম্ভবত ৩ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ আদালতে বিষয়টির শুনানি হবে। সুপ্রিম কোর্ট যদি আপত্তি না করে, তাহলে নিশ্চিত হয়ে যাবে বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি ও তাঁর সঙ্গী কর্মকর্তাদের নিজ নিজ পদের মেয়াদ বৃদ্ধি। সেক্ষেত্রে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের সর্বোচ্চ মসনদে দেখা যেতে পারে বাংলার মহারাজকে।

প্রায় তিন বছর পরে রবিবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা। আর সেই সাধারণ সভায় পাশ হল সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত লোধা কমিটির সুপারিশের সারবত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। বিশেষ করে 'কুলিং অফ' আইন নিয়ে। লোধা কমিটির তৈরি সংবিধান অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি যদি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা ও বিসিসিআইয়ের আধিকারিক হিসেবে তিন বছর করে পরপর দু'বার (মোট ছ'বছর) নির্বাচিত হন, তবে তাঁকে বাধ্যতামূলক ভাবে তিন বছরের জন্য 'কুলিং অফে' যেতে হবে। কিন্তু বোর্ডের বর্তমান কর্তারা চেয়েছিলেন, 'কুলিং অফ' শুরু হোক কোনও পদাধিকারী বোর্ড বা রাজ্য সংস্থায় একটানা ছ'বছর (তিন বছর করে দুটি পর্বে) কাজ করার পরে। এ দিনের সভায় সেই সাংবিধানিক পরিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আর তা পাশও হয়ে যায় সর্বসম্মতিক্রমেই। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে সৌরভ বলেন, 'সভায় প্রত্যাশিতভাবেই সংবিধান সংশোধনের বিল পাশ হয়েছে। তবে শেষ কথা বলবে সুপ্রিম কোর্টই। দেখা যাক কী হয়।'

লোধা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত আইন অনুযায়ী বোর্ডের সদ্য নির্বাচিত সভাপতি সৌরভকে বিদায় নিতে হবে ৯ মাসের মধ্যে। অর্থাৎ আগামী বছরের জুনে। কারণ বোর্ড সভাপতি হওয়ার আগে তিনি ৫ বছর সিএবি সভাপতির পদে ছিলেন। রবিবারের বৈঠকে সেই নিয়ম পরিবর্তনের দিকে একধাপ এগিয়ে গেল বিসিসিআই। সভায় উপস্থিত প্রত্যেক প্রতিনিধিই এই নিয়ম সংশোধনের দাবিতে সম্মতি জানান। লোধা কমিটির আরোপিত আইন লঘু হলে নতুন দরজা খুলে যাবে সৌরভ গাঙ্গুলি, জয় শাহদের সামনে। এছাড়া ৭০ বছর ও তার বেশি বয়সের কোনও ব্যক্তি বোর্ড কিংবা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কোনও পদে থাকতে পারবেন কিনা, তা নিয়েও নিয়ম সংশোধনের দাবি তোলা হয়েছে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সম্মতি প্রয়োজন।

বিসিসিআইয়ের কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমাল বলেন, 'প্রস্তাবিত সমস্ত সংশোধনের বিলই সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে। বিষয়গুলি সুপ্রিম কোর্ট এবং অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কাছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রস্তাবিত সমস্ত সংশোধনীগুলি বোর্ডের কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনের পরে এটি কেবলমাত্র অন্তর্ভুক্ত হবে।' সেই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'আমরা ৭০ বছরের পুরোনো ধারা স্পর্শ করছি না। কুলিং অফের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যদি কেউ রাজ্যে সংস্থা চালিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন, তবে কেন তাঁকে কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতে হবে। ক্রিকেটের স্বার্থেই তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো উচিত। কারণ তিনি তো বিসিসিআইয়ের চেয়ারে বসেও অবদান রাখতে পারেন। আমরা এই সমস্ত যুক্তি সুপ্রিম কোর্টের সামনে তুলে ধরব। সত্যি বলতে কী, বেশ কিছু বিষয়ে আমরা বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। আশা করি, আদালত আমাদের মতের সঙ্গে একমত হবে।'

গত অক্টোবরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্সের (সিওএ) শাসন শেষ হয়। এরপর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সৌরভ। ২৩ অক্টোবর ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের সর্বোচ্চ মসনদে বসেন তিনি। দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বেশকিছু ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেন সৌরভ। ভারতের মাটিতে প্রথম দিন-রাতের টেস্ট নিশ্চিত করার পর তাকে গোলাপি প্রচারের মোড়কে উন্মাদনার এভারেস্টে পৌঁছে দেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। পাশাপাশি প্রমাণ করেন, ক্রিকেট পরিসরে কেন তিনি স্বপ্নের সওদাগর। তাই মূলত তাঁর উপর আস্থা দেখিয়েই লোধা কমিটির সুপারিশকে কুলিং অফে পাঠাল বোর্ডের সর্বভারতীয় প্রতিনিধিরা।

এছাড়া রবিবারের সভায় ঠিক হয়েছে যে, আইসিসি'র আসন্ন চিফ এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। একই সঙ্গে ঠিক হয়েছে যে, বোর্ডে একজন নতুন ওম্বুডসম্যান এবং এথিক্স অফিসার নিয়োগ করা হবে। এতদিন এই দু'টি পদ সামলাচ্ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডিকে জৈন। তাঁর মেয়াদ আগামী ফেব্রুয়ারিতে শেষ হয়ে যাবে। পাশাপাশি ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধির বিষয়টিও নিশ্চিত হয়েছে এদিনের সভায়।

বিসর্জন

পার্থ সেনগুপ্ত

আমি আকাশ হারাই সকাল বেলার পুবে
আমার স্বপ্ন গুলো ওই জলাশয়ে ডুবে
আমার পায়ে পায়ে কান্নাগুলো হাঁটে
তোমার হাত খুঁজে পাই মনের বিভ্রাটে
আমি আর খুঁজি না ওই আকাশের নীল
আমি একার সাথে আজকে সাবলীল
আজ আছড়ে পড়া স্মৃতি ভীষণ ঘিরে
এখন সন্ধ্যা নামে নিজের কাছে ফিরে
আজ হারিয়ে যাওয়া গানগুলি গায় মন
আজ কণ্ঠ খোঁজে সুরের ব্যাকরণ
আমি আঁকড়ে ধরি রাতের পরে রাত
যখন আঁধার আমায় শোনায় সংবাদ
শ্বাস বুজে যায়, কি যেন চায় চোখ
তখন কলম রাখে মনের যোগাযোগ
আজ হাওয়ায় যখন লাগলো দোলা কাশে
আমি আড়াল করি প্রদীপ তোমার পাশে

বিপণন

পার্থ সেনগুপ্ত

বহুচর্চিত প্রসঙ্গগুলো কে নিরপেক্ষ দৃষ্টি তে দেখার প্রহসন
আসলে আমি সব কিছু নিজের দৃষ্টিতেই দেখি
আর নীচে সাবধান বাণী শুনিয়ে রাখি
প্রতিষ্ঠাতত্ত্বে খারিজ হয়ে যাওয়া বাণীগুলি কে বক্তার নিজস্ব মতামত বলে
আমি কখনো এগিয়ে থাকি কখনো এগিয়ে রাখি
এপক্ষ ওপক্ষ প্রতিপক্ষ কে নিয়ে আপনার ভাবনা চিন্তা কে
সহস্র যোজন পিছিয়ে দেই
গৌরব বৃদ্ধির কৌশল বাড়াতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করি না
আমি নিয়ন্ত্রণ করি পরাজিত মধ্যবিত্ত র অন্দরমহল
নিমেষে পৌঁছে যাই আমার সস্তার ঝুলি নিয়ে
আস্ফালন করি আমার শক্তির
আর উল্লাস করি আপনার নিশ্চিত পরাজয়ের
আপনি অবগত তথ্যের বিকৃতি আর অসত্যতা বিষয়ে
কিন্তু আপনি শ্রোতা, দর্শক
সচেতন মনে আপনি আটকাতে পারেন না
ঘন্টাখানেক আমার মগজ ধোলাইয়ের পারদস্তম্ভ
আমি আপনি সবাই নিশ্চিত ছাদের তলায় নিদ্রায়
কারণ সীমান্ত প্রহরায় অবিচল আমাদের সেনারা
আমি অবলীলায় টেনে নামাই তাদের
তাদের কৃতিত্ব কে খাটো করে পণ্য হিসাবে বাজারে বেচি
কিন্তু কোথায় কবে কার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে
তার চুলচেরা বিচার আমার কাছে
সোনালী জগতের তীব্র নেশায়
চোখ তুলে তাকানোর সময় নেই কফিনের দিকে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে আমি কাশ্মীরের সেনাকে উপহাস করি
কারন আমার কাচের ঘরে কেউ পাথর ছোড়ে না
উৎকণ্ঠার রাত কাটায় না আমার পরিবার
রাতের নিরাপত্তায় আমি ঘরে ফিরি, কফিন নামে না আমার দরজায়

পরলোকে সর্ব্বজনপ্রিয় ৺প্রবীর মিত্র

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, নিউইয়র্ক

নিউ ইয়র্ক নিবাসী সর্ব্বজন প্রিয় ৺প্রবীর মিত্র গত বুধবার, অক্টোবর ৩০, ২০১৯ সজ্ঞানে আমাদের এই মতমর্তলোক ছেড়ে স্বর্গলোকে গমন করলেন, বাড়িতে সকলের উপস্থিতিতে কোনোরকম চিকিৎসার সুযোগনা দিয়ে হঠাৎ করেই চলে গেলেন। এই হলো আমাদের প্রিয় কর্ম্মযোগী প্রবীরদা। সারাজীবন কারো কোনো সাহায্য ছাড়াই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করে গেছেন। জীবনের শেষ কাজটিও একইভাবে করলেন।

দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মিত্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন প্রবীর মিত্র। ১৯৮১ সালে আমেরিকা আসেন আর দশজনের মতই, বাকিটা ইতিহাস, অদমনীয় ইচ্ছাশক্তিকে ভরসা করে, সততা এবং কঠিন পরিশ্রমকে পুঁজি করে চাকরী ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। একটি ডানকিন ডোনাট দিয়ে শুরু করে চৌত্রিশটি ডানকুনি ডোনাটের মালিক হওয়ার গল্পকে সত্যিতে পরিণত করেন। একাই একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন। প্রচুর বাঙালিকে চাকরীর মাধ্যমে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

বাইরে থেকে পাথরের মতো শক্ত হলেও ভেতরে ছিলেন ফুলের মতো নরম। কত লোককে যে কতভাবে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, এমন কোনো বাঙালি প্রতিষ্ঠা নেই যাঁরা প্রবীরদার সাহায্য পাননি, মৃত্যুর খবর পেয়ে সমস্ত আমেরিকা থেকে ছুটে এসেছিলেন মানুষজন। এসেছিলেন ডানকিন ডোনাটের কর্তাব্যক্তিরা। জীবনটা ছিলো "One Way Traffic"। সবাইকে দিয়ে গেছেন নিজে জীবনযাপন করেছেন এক Simple Life।

এক মুহূর্তে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে পৌঁছে গেলেন চিরশান্তির দেশে। যেখানে সেলফোন, ফেসবুক, কোনো মাধ্যমেই পৌঁছানো যাবে না।

তবু বেঁচে থাকবেন তার কাজের মাধ্যমে। সৌভাগ্য যে জীবনে চলার পথে এ রকম একজন মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম।

পেছনে রেখে গেলেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতিদের। সাথে আত্মীয়স্বজন, অসংখ্য কর্মচারী ও বন্ধুবান্ধবদের আমরা ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি।

FOR SALE

******Own a gorgeous, fully furnished,
Newly Constructed property at Santiniketan ******

Beautiful, new single property for sale at Santiniketan, close to Kopai river on lush green land. Details with size, outstanding floor plan and pictures/video will be sent to interested buyers.

Contact details for interested people:

Dr. Amal K. Banerjee.
Email: akbju49@gmail.com
Phone No: +1-983-126-1813 (IST)
Day time (5am-1 pm), Evening (5pm- 9pm), What'sApp messages (24 hr)

Local US number can be contacted for TEXTS messages or What's App Messages.

T. Chatterji - Phone No: 559-240-1446 (messages only).
FOR INITIAL INFORMATION.
Phone call from Unknown Caller will not be answered.

মহানায়ক উত্তমকুমারও যখন মানুষ

প্রিয়ব্রত দত্ত

তিনি উত্তমকুমারকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। সেই আট বছরে মহানায়কের প্রিয়পাত্রও হয়ে উঠেছিলেন প্রবীর রায়। এক অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। বয়সের পার্থক্য থাকলেও কাছাকাছি থাকার সুবাদে প্রবীরবাবুর উত্তম-অভিজ্ঞতা তাই আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা। সেই সযত্নে লালিত স্মৃতিই এবার সেলুলয়েডে সাজিয়েছেন টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পোড় খাওয়া এই প্রযোজক ও পরিচালক। মহানায়কের উপর তিনি তৈরি করেছেন একটি ডকু-ফিচার। নাম 'যেতে নাহি দিব'।

বায়োপিক নয় কেন? অজানা উত্তমকুমারকে কতখানি পাওয়া যাবে এই ডকু-ফিচারে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল সম্প্রতি বাইপাসের ধারে একটি অভিজাত ক্লাবে। 'যেতে নাহি দিব'র পরিচালক, অভিনেতা, কলাকুশলীদের সঙ্গে মুখোমুখি আড্ডায়। প্রবীরবাবু বললেন,'আমি মহানায়ককে খুব কাছ থেকে দেখেছি। সেইসঙ্গে উত্তমযুগের বরেণ্য সাংবাদিক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে যা পেয়েছি, তাই দিয়ে এই ডকু-ফিচারটা তৈরি করেছি। ছবিতে যা আছে, সব সত্যি ঘটনা। বেশিরভাগই আমার নিজের চোখে দেখা।'

উত্তম-ঘনিষ্ঠ প্রবীরবাবু যোগ করলেন, 'তবুও ছবিটাকে আমি ডকু-ফিচারই বলব, বায়োপিক বলব না। কারণ, কারও বায়োপিক করতে গেলে আলোচ্য ব্যক্তির জীবনের অনেক কিছুই যোগ করতে হয়। সেটা উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাছাড়া তাতে অনেকের সহযোগিতাও দরকার। যেটা আমি পাব না। পাইওনি।' নিজের চোখে তিনি যা দেখেছেন, কাউকে অসম্মানিত না করে মূলত সেটাই তিনি তুলে ধরেছেন ছবিতে, বলে দাবি করলেন পরিচালক। ছবির শুরু মহানায়কের জন্ম থেকে হলেও চিত্রনাট্যের বেশিরভাগটাই আবর্তীত হয়েছে ময়রা স্ট্রিটের বাড়ি ঘিরে আর মহানায়কের অভিনয় জীবনের নানা দিক নিয়ে। আর আছে উত্তম অভিনীত একাধিক ছবির ঝলক।

ছবিতে সুপ্রিয়াদেবীকে প্রবীরবাবু হাজির করেছেন দুই পর্বে। সেই দুই পর্বের অভিনেত্রীরা হলেন যথাক্রমে পিউ পল ও মল্লিকা সিংহ রায়। মাত্র একটি দৃশ্য আছে সুচিত্রা সেন ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে। মূলত উত্তমকুমারের সঙ্গে সুপ্রিয়াদেবীর সম্পর্ককে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ছবিতে। এ ব্যাপারে প্রবীরবাবুর স্বীকারোক্তি, 'সবটা দেখানো সম্ভব হয়নি। সেটা হয়তো উচিতও না। তবে সেটুকুও সম্ভব হয়েছে সুপ্রিয়াদেবীর সহযোগিতাতেই। মূলত মানুষ উত্তমকুমারকেই আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।'

উত্তমকুমারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুজন মুখোপাধ্যায়। সুজন শুরু করেছেন উত্তমকুমারের বয়স যখন চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে, সেই সময় থেকে। এক কাপড়ে যখন উত্তমকুমার সুপ্রিয়াদেবীর বাড়িতে গিয়ে উঠছেন। ওই দৃশ্যটি দিয়েই উত্তমকুমারের চরিত্রে পর্দায় আসছেন সুজন।

এই ছবিতে সুপ্রিয়াদেবীর দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে উত্তমকুমারের চলে আসার সময় থেকে সুপ্রিয়াদেবীর ভূমিকায় আছেন মল্লিকা সিংহ রায়। এই চরিত্রটায় অভিনয় করতে গিয়ে স্বয়ং সুপ্রিয়াদেবীর আশীর্বাদ পেয়েছেন তিনি। আপ্লুত মল্লিকা বলেন, 'চরিত্রের গঠনটাই উনি নিজে হাতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। জানি না কতটা করতে পেরেছি। দুঃখ একটাই উনি নিজে দেখে যেতে পারলেন না।' সুচিত্রা সেন সেজেছেন উজ্জয়িনী বন্দোপাধ্যায়। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবণী ঘোষ। পায়েল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রে। উত্তমঘরণী গৌরীদেবীর চরিত্রে আছেন প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য।

সিনেমার জগতে যখন পা রাখেন, তখন কাননদেবীই ছিলেন শকুন্তলা বড়ুয়ার আইডল। কারণ, শকুন্তলাদেবীর ব্যাখ্যায়,'আমিও গান গাইতাম। স্বপ্ন দেখতাম কাননদেবীর মতো অভিনয়ও করব, গানও গাইব।' ঘটনাচক্রে এই ছবিতে কাননদেবীর চরিত্রেই অভিনয় করছেন শকুন্তলাদেবী। একদা যাঁর মতো হতে চেয়েছিলেন, আজ শিল্পী জীবনের সায়াহ্নে এসে সেই কাননদেবীর চরিত্রে অভিনয় করাটাকে 'অপ্রত্যাশিত পাওয়া' বলেই মনে করছেন অভিনেত্রী।

ছবির সংলাপ লিখেছেন চিত্রনাট্যকার অশোক রায়। ক্যামেরায় আছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালক দীপ্তেশ-প্রদীপ্ত। গীতিকার শান্তিনাথ কুণ্ডু। গান গেয়েছেন সাত্ত্বিক সেন ও প্রীতি বসু। ছবিটিতে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বর্ণযুগের শিল্পী শ্যামল মিত্রর ছেলে সৈকত মিত্র। কালীশ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে আছেন দুলাল লাহিড়ী। সম্ভবত ২২ নভেম্বর দর্শকের দরবারে আসবে 'যেতে নাহি দিব'।

—সৌজন্যে বর্তমান

দেবাশিসের পুষ্পবীণা

সনাতন সুরকে আগামী পৃথিবীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যেই 'পুষ্পবীণা'র উদ্ভাবন করলেন পণ্ডিত দেবাশিস ভট্টাচার্য। চতুরঙ্গী, আনন্দী ও গান্ধর্বী যন্ত্রগুলির থেকে একেবারে ভিন্ন দেবাশিস সৃষ্ট নতুন এই তারযন্ত্রটি। পুষ্পবীণা এই নামটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এটির আকারগত বৈশিষ্ট্য। পুষ্পের মতো সরল, পবিত্র এর মধুর অথচ গম্ভীর রাজসিক ধ্বনি এই বীণার অন্তর্নিহিত অর্থ। এই তারযন্ত্রের প্রতিটি তন্ত্রী স্বর্গীয় সুরমাধুরীতে শ্রোতাকে এক অনির্বচনীয় সুখে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এককথায় সুরের মোক্ষলাভ বা পরম প্রাপ্তির নাম পুষ্পবীণা।

দেবাশিস ভট্টাচার্যের কর্মজীবনের শুরু এই কলকাতা শহরেই। এর আগে

তিনি সাধারণ স্লাইড গিটারকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি অঙ্গ তৈরি করে বিশ্বসঙ্গীত জগতে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছিলেন।

সাঁঝবাতি উস্কে দিল আশার প্রদীপ

প্রিয়ব্রত দত্ত

জীবনসায়াহ্নে পৌঁছন সহানুভূতি ও সঙ্গ প্রত্যাশী একাকী মানুষগুলিকে নিয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট তৈরি করেছে 'সাঁঝবাতি'। স্বেচ্ছায় বয়স্ক মানুষগুলির বিপদে পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ও ভরসা দেওয়ার জন্য একটি সংগঠন। সময়ের নিষ্ঠুর শর্ত আজ প্রায় গোটা বিধাননগরকে করে তুলেছে বিমূঢ় এক 'বৃদ্ধাশ্রম'। তার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে, নিঃসঙ্গ বাড়িগুলির ইট-কাঠ-পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জমে রয়েছে হাহুতাশ ও দীর্ঘশ্বাসের টুকরো কাহিনী। সেইরকমই সাঁঝবাতির এক সদস্যার দিনযাপনের কাহিনীকে সেলুলয়েডে সাজিয়ে তুলেছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈবাল বন্দোপাধ্যায়। 'এক ছক ভাঙা সম্পর্ক' নিয়ে গড়া ছবিটির নামও 'সাঁঝবাতি'। শ্যুটিং শেষ। পোস্ট প্রোডাকশনের কাজও প্রায় সারা। এবার প্রচার পর্ব। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ছবিটির ফার্স্ট লুক ও একটি গান প্রকাশিত হল সেদিন। সাঁঝবাতির কর্মী, সংগঠক, সদস্যদের সামনে, বিশ্ববাংলা কনভেশন সেন্টারে, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসকে উপলক্ষ করে। মঞ্চে তখন রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ও হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, কুণাল আগরওয়াল (ডিসিপি হেডকোয়ার্টার্স), অঞ্জিত সিং কারিয়ান (ডিসিপি হেডকোয়ার্টার্স, ট্রাফিক), অফারের সম্পাদক কল্লোল ঘোষ, ছবির প্রযোজক বেঙ্গল টকিজ-এর প্রণবকুমার গুহ ও অতনু রায়চোধুরী সহ লিলি চক্রবর্তী, দেব, পাওলি দাম, সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতা এবং পরিচালক দ্বয় লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধাননগর কমিশনারেট আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দেবাশিস সেন বলেন, 'সাধু উদ্যোগ। আরও দুটি সংগঠন আছে স্নেহদিয়া ও স্বপ্নভোর, আশাকরি তাদের কর্মকাণ্ডের কথাও একদিন এইভাবে উঠে আসবে।' সেইসঙ্গে, নজরুলতীর্থে সাঁঝবাতির সদস্যদের জন্য বিশেষ শো-এর কথাও ঘোষণা করেন দেবাশিসবাবু। প্রসঙ্গত পরিচালক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সনও। লীনা বলেন, 'কমিশনের দফতরে বসে এমন অনেক ঘটনার কথা জানতে পারি যা খুবই মর্মান্তিক। প্রযোজক অতনু রায়চৌধুরীর কাছে আমি সাঁঝবাতির একটি ঘটনার কথা জানতে পারি। তখন থেকেই বিষয়টি নিয়ে ছবি তৈরির পরিকল্পনা মাথায় আসে। এখন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাঁঝবাতি, আর আমাদের ছবি সাঁঝবাতি কোথায় যেন মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে।' বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তত্ত্বাবধানে চলা সাঁঝবাতির কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে কমিশনারেটের নোডাল অফিসার অনুরাধা মণ্ডলের প্রশংসা করে প্রযোজক অতনু বলেন, 'ছবিটা একটা সময় পার করে আসা মানুষজনের গল্প। তাঁরা কীভাবে থাকেন বা আছেন, সেই ধারণাটা অন্য মানুষদের কাছে পৌঁছে

দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সেই চেষ্টাই আমরা করেছি।' ছবির 'ফুলি' পাওলি দাম বলেন, 'সাঁঝবাতি আমার অভিনয় কেরিয়ারে আরও একটা স্পেশাল জার্নি হয়ে থাকবে। ছবিটাতে অভিনয় করতে গিয়ে প্রায় প্রত্যেকদিনই এমন কিছু অনুভব করেছি, যা আমি বা আমরা আশেপাশেই দেখে থাকি। কিন্তু কিছুই করতে পারি না। আশাকরি সেই আক্ষেপটা কিছুটা হলেও মিটবে।' ঘটনাচক্রে সাঁঝবাতিতেই দেবের সঙ্গে প্রথম কাজ পাওলির। 'পাসওয়ার্ড' তার পরে। যদিও 'পাসওয়ার্ড' ছবিটি ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়ে গিয়েছে। ওদিকে দেব উচ্ছ্বসিত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তী অভিনেতার সঙ্গে প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে। বললেন, 'সাফল্যকে পাখির চোখ করতে গিয়ে আমরা সেই মানুষগুলোর কথা বেমালুম ভুলে যাই, যাঁদের জন্য আমরা এতটা পথ অতিক্রম করতে পারলাম।' ছবিতে দেব অভিনীত চরিত্রটির নাম 'চাঁদু'। এরকম চরিত্রে আগে অভিনয় করেননি দেব, অকপট স্বীকারোক্তি হার্টথ্রবের। দেবের ভাষায়, 'বুনোহাঁস-এ ছিল পৃথিবীর জঞ্জাল, আর এখানে চাঁদু কোথায় যেন সম্পর্কের জঞ্জালে ফেঁসে যায়। দুনিয়ার সঙ্গে তাও লড়াই করা যায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে লড়াইটা খুব কঠিন। এই সম্পর্ক ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা এরকম চরিত্রে আমি আগে কখনও অভিনয় করিনি। মূল বাণিজ্যিক ধারার ছবির নায়ক দেব যে নিজের গ্ল্যামার ভেঙে একটি অভাবী ঘরের সাধারণ ছেলে হয়ে উঠতে পারে, এটাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এখানে আমি দেব নই। না, নায়ক, প্রযোজক, সাংসদও নই। একদম কমনম্যান।'

ছবিরটির অন্যতম মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন লিলি চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কোনওদিন কাউকে নকল করে অভিনয় করিনি। কোনও একটি চরিত্রে অভিনয় করার সময় অন্তর থেকে সেই চরিত্রটি সম্পর্কে যে ভাবনা বা ছবি আমার মাথায় আসে তার উপর নির্ভর করেই অভিনয় করি। আশা করি সাঁঝবাতিতেও আমার চেষ্টা সার্থক হবে।' এদিনের অনুষ্ঠানে গান শোনালেন লিলি চক্রবর্তীর 'ভাইঝি' লগ্নজিতা। যদিও শানের গাওয়া 'বিসর্জন' শীর্ষক গানটি প্রকাশিত হল এদিন। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০ ডিসেম্বর।

ছবি ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

ঝাঁপ

▶ ১৮ পাতার পর

মতো নির্বাক হয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আজ রবিবার। ওরা আসবে। সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝেই একটা উন্মত্ত হাওয়া এসে দরজা-জানলাগুলোয় ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকেই উমা ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে। এই তারা এল বলে এক্ষুনি বোধহয় কলিং বেল বেজে উঠবে। প্রিয়ব্রত অদ্ভুত নির্লিপ্ত। একমনে বাঁ হাতে চায়ের কাপ নিয়ে জানলার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন ওদের আসার অপেক্ষায়। এদিকে যত সময় যাচ্ছে উমার উদ্বেগ-অস্থিরতা আর উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে।

বাড়িতে কেউ আছেন?

উমা চমকে ওঠে। কলিং বেল না বাজিয়ে কে আবার ডাকাডাকি করছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে উমা দরজা খুলে দিল।

আমি থানা থেকে আসছি। বড়বাবু এক্ষুনি আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে বললেন। আপনি রেডি হয়ে নিন আমি নীচে অপেক্ষা করছি।

উমা কোনওরকম তৈরি হয়ে নীচে নেমে এল। লোকটা ওকে নিয়ে থানার দিকে চলল। থানায় পৌঁছে বড়বাবু বলল পেছন দিকে যান। বডিটা দেখে আসুন। যে দৃশ্য দেখে সন্তানের মায়ের বুক ফেটে যাওয়ার কথা চোখের জল বাধহীন হয়ে নেমে আসার কথা তার কোনওটাই উমার হচ্ছে না। নির্বোধের মতো জড় শরীর-মনে কোনও অনুভূতি আর কাজ করছে না। লণ্ডভণ্ড বাবলুর শরীরটা ঘিরে রক্ত-মাংস মেদ মজ্জার গন্ধে বড় বড় মাছিগুলো ওড়াউড়ি করছে। উমা ডান হাত নাড়িয়ে মাছিগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করল। তারপর মাথাটা আস্তে আস্তে বাবলুর বুকের উপর রাখল।

অলংকরণ সুব্রত মাজী

আশা

ঊর্মি ঘোষ দস্তিদার

গোধূলির পড়ন্ত বেলায়
সেদিন পথচলতেগিয়ে
হঠাৎ মেয়ে দেখে এক মনার্ক বাটারফ্লাই।

তেড়েকেটে, একেবেঁকে
পাখনা মেলে সে,
উড়ছে কেমন বাতাস কেটে
রঙ ছড়িয়ে যে।
রোদের পরশ গায়ে মাখায়
কেমন বাহারখুলেছে।
রঙগুলি সব নৃত্যরত
মনের খুশীতে।
নীল, সবুজে, হলদে, লালের
আদর মেখে গায়ে—
দিব্যি কেমন উড়ছে দেখো!
আকাশ, বাতাস, মেঘের মাঝে পরম আহ্লাদে।

এমনি সময় হঠাৎ করেই
বৃষ্টি নামে ঝেপে
মেয়ের চোখে পাতায় বৃষ্টিকণা
শরীর গেলো ভিজে।
চোখ রগড়ে, চুল নিঙরে
মেয়ের ভয় ধরলো বুকে
হারিয়ে গেলো প্রজাপতি? তার স্বপ্ন ধুয়েমুছে?
পাড়ি কি দিলো সে অন্য দেশে? অন্য কোথাও?
অন্য কোনওখানে? এই বৃষ্টিবাদলাতে?

খানিক পরে বৃষ্টি থেমে
মিঠে রোদের ছোঁওয়া।
উতলা মেয়ের পিছুটানে
মন যে পাগলপারা।
এদিক ওকি, ইতিউতি
মেয়ে বারেক ফিরে চায়
কোথায় গেল প্রজাপতি
কিসের সন্ধানে? কোন দেশেতে? কোন সে সীমানায়?
চমক লাগে এমনি সময়—
হঠাৎ দেখে, একি!
মস্ত একটা রামধনু
ছুঁয়ে আকাশ, মাটি।

তারই মাঝে প্রজাপতি
হাল্কা রোদ মাখা।
দিব্যি কেমন উড়ছে দেখো
আনন্দতে; একা।
হাসছে দেখো,নাচখেকেমন
দেদোল, দেদোল, দুলে।
আনমনে মেয়েও নাচতে থাকে
প্রাণেরই হিল্লোলে।
আগুনরঙা প্রজাপতির
ডানায় বৃষ্টিফোঁটা,
উড়ছে কেমন ছন্দলয়ে।
রামধনু রঙ মাখা।
রামধনু রঙ, তাতে আবার
সাদা মেঘের ছোঁয়ায়,
সদ্যস্নাত বৃষ্টিকণা
প্রজাপতির পাখায়।

এমন আজব পৃথিবীকণায়
মেয়ে যে জগৎ ভোলে,
তাকিয়ে দেখে,
ভিজে পাখায় পৃথিবী কেমনদোলে।
প্রজাপতির আগুনরঙে—
মেয়ের ঝলসে ওঠে চোখ।
'নতুন কিছু হোক' নাএবার
'নতুনকিছু হোক।'
নানা বর্ণের, নানা রঙের
এমন সমারোহ
শান্তি, ঐক্য, ভালোবাসার
সহাবস্থান যেন।
মিলেমিশে নানান রঙ,
যেন সখা, সখীর দল।
'Love, peace, equality and
Justice for all'

আগুন চোখের মেয়ের মনে
দৃঢ় প্রত্যয় হয়—
এবারে নতুন কিছু হবে নিশ্চয়,
নতুন কিছুর জয়।
নানা ভাষার, নানা মতের,
রঙিন সমন্বয়।
এবারে নতুন কিছু হবে নিশ্চয়,
নতুন কিছুর জয়।

আগুন চোখের মেয়ের মনে
আজ এই দৃঢ় প্রত্যয় হয়।

FOR SALE

Available Four Kattah Plot (2880 sq ft)

for sale in

METROPOLITAN HOUSING COOP

Chingrighata/ EM Bypass.

South west facing

quiet and desirable uncongested residential area.
Within 5 mins from JW Marriott, ITC Royal Bengal hotels,
20 mins from Park Street/downtown and 35 mins from the airport.
Clear title and building plan sanctioned for ground plus three floors.

Contact **DEBRAJ**

owner at 201-889-4164 or

email dev.addya32@gmail.com

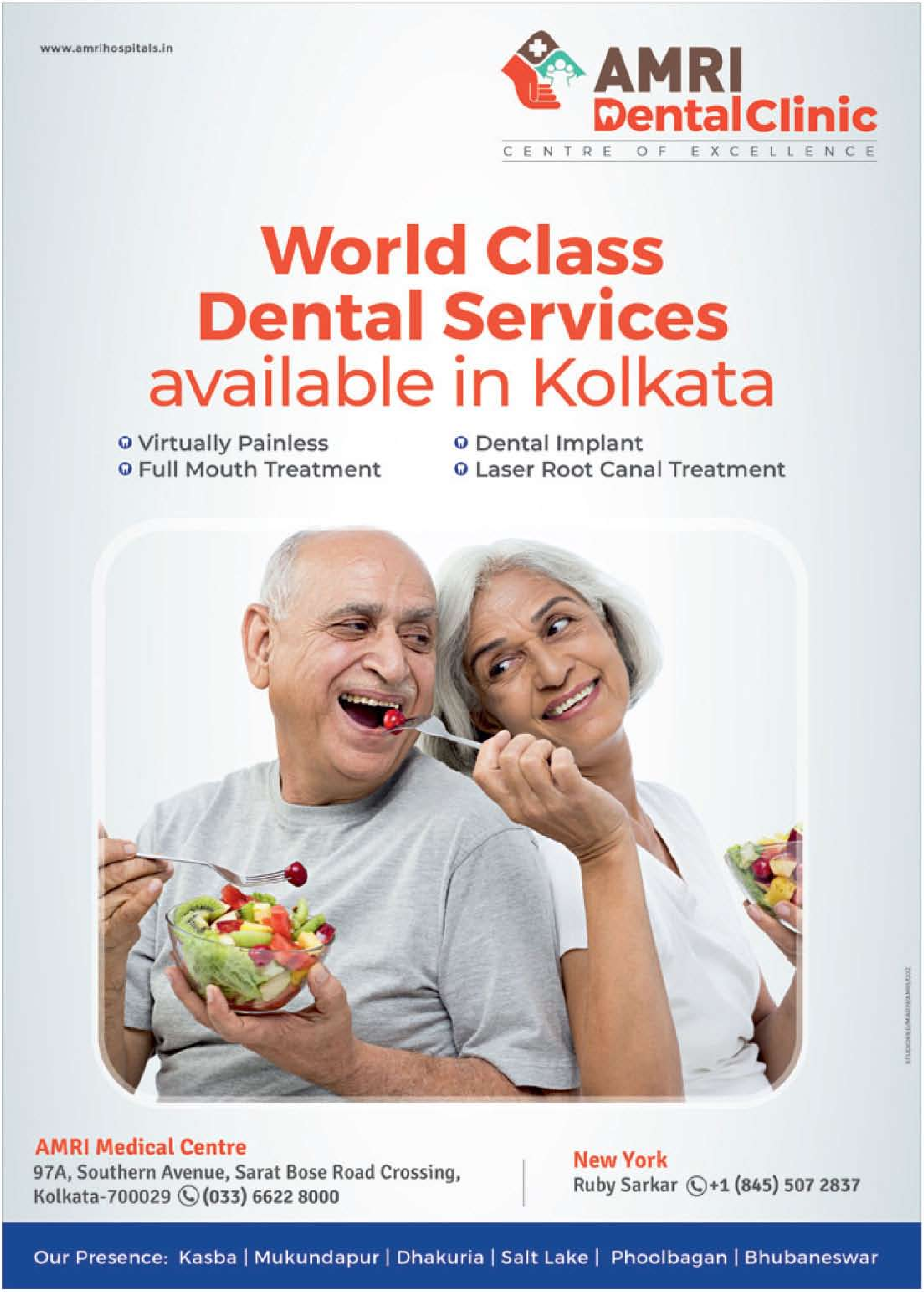
www.amrihospitals.in
AMRI
DentalClinic
CENTRE OF EXCELLENCE
World Class
Dental Services
available in Kolkata
Virtually Painless
Full Mouth Treatment
Dental Implant
Laser Root Canal Treatment
AMRI Medical Centre
97A, Southern Avenue, Sarat Bose Road Crossing,
Kolkata-700029 (033) 6622 8000
New York
Ruby Sarkar +1 (845) 507 2837
Our Presence: Kasba | Mukundapur | Dhakuria | Salt Lake | Phoolbagan | Bhubaneswar